গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও পরিশোধন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

অংশগ্রহণকারী: এসএসসি পর্যায়ে পাঠদানকারী শিক্ষকবৃন্দ

বিষয়: ব্যবসায় উদ্যোগ

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

সেপ্টেম্বর ২০২৫

বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি

চেয়ারম্যান মহোদয়ের বাণী

মাধ্যমিক শিক্ষার মূল্যায়ন পদ্ধতিকে যথার্থ ও নির্ভরযোগ্য করার জন্য ২০১০ সালে এসএসসি এবং ২০১২ সালে এইচএসসি পর্যায়ে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের না বুঝে মুখস্ত করার প্রবণতা থেকে সরিয়ে এনে পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু বুঝে আত্মস্থ করা, বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগ করা এবং কোন বিষয়বস্তুকে বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়নের সক্ষমতা অর্জনের উপর জোর দেওয়া হয়। পাবলিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে যথার্থ এবং নির্ভরযোগ্য সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও পরিশোধনের জন্য বিশেষায়িত জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োজন। তাই প্রশ্ন প্রণেতা এবং প্রশ্ন পরিশোধনকারীগণের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান শিক্ষা বোর্ডসমূহের জন্য একটি অত্যাবশকীয় কার্যক্রম।

২০০৮ সাল হতে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট প্রশ্ন প্রণেতা, প্রশ্ন পরিশোধনকারী ও প্রধান পরীক্ষকগণের জন্য ১২ দিনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ২০১৮ সালের পর প্রশ্ন প্রণেতা, প্রশ্ন পরিশোধনকারী ও প্রধান পরীক্ষকগণের জন্য কোনো প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নাই। এই সময়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষকগণের অবসরে চলে যাওয়া ও প্রশাসনিক পদে দায়িত্ব পালনের কারণে বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডে দক্ষ প্রশ্ন প্রণেতা ও প্রশ্ন পরিশোধনকারীর সংকট তৈরি হয়েছে। তাছাড়া ২০২৪ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২০২৬ সাল থেকে এসএসসি এবং সমমানের পরীক্ষার প্রশ্নের ধরন ও মূল্যায়ন কাঠামোতে পরিবর্তন এনেছে। তাই বিভিন্ন বোর্ডের চাহিদা অনুযায়ী বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি এসএসসি ও দাখিল পর্যায়ের প্রশ্ন প্রণেতা ও পরিশোধকগণের জন্য ৬ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে ৩টি কর্মশালার মাধ্যমে এসএসসি ও দাখিল পর্যায়ের ২১টি বিষয়ের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়। পূর্ব নির্ধারিত কিছু মানদণ্ডের ভিত্তিতে প্রতিটি শিক্ষাবোর্ড থেকে প্রতি বিষয়ে ১০জন বিষয় শিক্ষককে এ প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির তত্ত্বাবধানে প্রশ্নপ্রণেতা ও পরিশোধনকারীগণের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি যথাসময়ে ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট (BEDU) এর সম্মানিত বিশেষজ্ঞগণ তাঁদের দীর্ঘদিনের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এ ম্যানুয়াল প্রস্তুত করেছেন। ম্যানুয়াল প্রস্তুতকরণে এনসিটিবির বিশেষজ্ঞবৃন্দ এবং স্কুল ও মাদরাসার সম্মানিত শিক্ষকগণ মূল্যবান অবদান রেখেছেন। তাঁদের প্রতিও জানাই কৃতজ্ঞতা। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের পাশাপাশি যাবতীয় ব্যয় বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি নির্বাহ করছে। এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

প্রত্যাশা করা যায়, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ এসএসসি/দাখিল পর্যায়ে মানসম্মত প্রশ্ন প্রণয়ন, পরিশোধন ও মূল্যায়নে অবদান রাখতে সক্ষম হবেন। আমি এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

(প্রফেসর ড. খন্দোকার এহসানুল কবির)
সভাপতি
বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি
ও
চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ম্যানুয়াল প্রস্তুতকরণ ও প্রশিক্ষণ তত্ত্বাবধান কমিটি

ক্রমিক	নাম	পদবি	
১	প্রফেসর এস এম কামাল উদ্দিন হায়দার	পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক	আহবায়ক
২	জনাব মোহাম্মদ নূরুল হক	উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (গোপনীয়)	সদস্য
৩	জনাব মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন	উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (উচ্চমাধ্যমিক)	সদস্য
৪	জনাব মোঃ ইমদাদ জাহিদ	উপসচিব (প্রশাসন ও সংস্থাপন)	সদস্য
৫	জনাব জেসমিন তাসলিমা বানু	উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (সনদ)	সদস্য সচিব

ম্যানুয়াল প্রণয়ন ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারী বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট-এর বিশেষজ্ঞবৃন্দ

ক্রমিক	নাম	পদবি
১	জনাব মোঃ খালিদ হোসেন	অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান (ফোকাল পয়েন্ট)
২	জনাব মোঃ আলী হাসান	অধ্যাপক, সমাজকল্যাণ
৩	জনাব সালমা আক্তার	অধ্যাপক, প্রাণিবিজ্ঞান
৪	জনাব লিপিকা রানী সাহা	সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান
৫	জনাব রনজিত কুমার সরকার	সহযোগী অধ্যাপক, রসায়ন
৬	জনাব মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম	সহযোগী অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান
৭	জনাব মুহাম্মদ আসলাম খালেদ	সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা
৮	জনাব মোঃ শামসুল হুদা	সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি

প্রশিক্ষণ সূচি			
দিবস	অধিবেশন	সময়	প্রশিক্ষণের বিষয়
প্রথম দিবস	অধিবেশন ১	০৯:০০ - ১০:৩০	মাধ্যমিক স্তরের প্রচলিত শিক্ষাক্রম (Curriculum)
	অধিবেশন ২	১১:০০ - ০১:০০	চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও প্রকারভেদ
	অধিবেশন ৩	০২:০০ - ০৩:০০	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা
	অধিবেশন ৪	০৩:০০ - ০৫:০০	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা
দ্বিতীয় দিবস	অধিবেশন ১	০৯:০০ - ১০: ৩০	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও নির্দেশক ছকে উপস্থাপন
	অধিবেশন ২	১১:০০ - ০১:০০	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও নির্দেশক ছকে উপস্থাপন
	অধিবেশন ৩	০২:০০ - ০৩:০০	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও নির্দেশক ছকে উপস্থাপন
	অধিবেশন ৪	০৩:০০ - ০৫:০০	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও নির্দেশক ছকে উপস্থাপন
তৃতীয় দিবস	অধিবেশন ১	০৯:০০ - ১০: ৩০	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধন
	অধিবেশন ২	১১:০০ - ০১:০০	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধন
	অধিবেশন ৩	০২:০০ - ০৩:০০	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধন
	অধিবেশন ৪	০৩:০০ - ০৫:০০	সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো
চতুর্থ দিবস	অধিবেশন ১	০৯:০০ - ১০: ৩০	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স) ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন
	অধিবেশন ২	১১:০০ - ০১:০০	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স) ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন
	অধিবেশন ৩	০২:০০ - ০৩:০০	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স) ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন
	অধিবেশন ৪	০৩:০০ - ০৫:০০	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স) ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন
পঞ্চম দিবস	অধিবেশন ১	০৯:০০ - ১০: ৩০	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পরিশোধন
	অধিবেশন ২	১১:০০ - ০১:০০	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পরিশোধন
	অধিবেশন ৩	০২:০০ - ০৩:০০	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পরিশোধন
	অধিবেশন ৪	০৩:০০ - ০৫:০০	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পরিশোধন
ষষ্ঠ দিবস	অধিবেশন ১	০৯:০০ - ১০: ৩০	সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের গঠন কাঠামো, প্রশ্ন প্রণয়ন এবং পরিশোধন
	অধিবেশন ২	১১:০০ - ০১:০০	সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের গঠন কাঠামো, প্রশ্ন প্রণয়ন এবং পরিশোধন
	অধিবেশন ৩	০২:০০ - ০৩:০০	সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের গঠন কাঠামো, প্রশ্ন প্রণয়ন এবং পরিশোধন
	অধিবেশন ৪	০৩:০০ - ০৫:০০	সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের গঠন কাঠামো, প্রশ্ন প্রণয়ন এবং পরিশোধন

প্রতিদিন

- **সকালের চা** **১০: ৩০ - ১১: ০০**
- **দুপুরের খাবার ও বিরতি** **০১: ০০ - ০২: ০০**
- **বিকালের চা** **০৪: ৪৫ - ০৫: ০০**

সূচিপত্র

চেয়ারম্যান মহোদয়ের বাণী			i
ম্যানুয়াল প্রস্তুতকরণ ও প্রশিক্ষণ তত্ত্বাবধান কমিটি			iii
ম্যানুয়াল প্রণয়ন ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারী বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট-এর বিশেষজ্ঞবৃন্দ			iii
প্রশিক্ষণ সূচি			v
সূচিপত্র			vi
শিক্ষার্থী মূল্যায়ন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কিছু শব্দ/পরিভাষা			vii
	প্রশিক্ষণের বিষয়		**পৃষ্ঠা**
১.	মাধ্যমিক স্তরের প্রচলিত শিক্ষাক্রম		১
২.	চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও প্রকারভেদ		৫
৩.	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা		৯
৪.	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও নির্দেশক ছকে উপস্থাপন		১২
৫.	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধন ও সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো		১৪
৬.	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স) ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন		১৭
৭.	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পরিশোধন		২১
৮.	সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের গঠন কাঠামো, প্রশ্ন প্রণয়ন এবং পরিশোধন		২৩
পরিশিষ্ট			
৯.	পরিশিষ্ট: ক	শিক্ষাক্রম অনুযায়ী ষষ্ঠ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	২৯
১০.	পরিশিষ্ট: খ-১	বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য	৩১
১১.	পরিশিষ্ট: খ-২	মাধ্যমিক স্তরের কারিকুলাম অনুযায়ী বিষয়বস্তু ও শিখনফল	৩২
১২.	পরিশিষ্ট: গ	শিখনফল ম্যাপ	৩৭
১৩.	পরিশিষ্ট: ঘ	বহুনির্বাচনি প্রশ্নের দক্ষতার স্তর নির্ণয়	৩৮
১৪.	পরিশিষ্ট: ঙ	বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রকারভেদের উদাহরণ	৪১
১৫.	পরিশিষ্ট: চ	উদ্দীপক তৈরিতে নেতিবাচক বিষয় পরিহার সংক্রান্ত পরিপত্র	৪২
১৬.	পরিশিষ্ট: ছ	ত্রুটিযুক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	৪৩
১৭.	পরিশিষ্ট: জ	ত্রুটিযুক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্নের শুদ্ধরূপ	৪৫
১৮.	পরিশিষ্ট: ঝ	বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নির্দেশক ছক	৪৮
১৯.	পরিশিষ্ট: ঞ	বহুনির্বাচনি প্রশ্নের সঠিক উত্তর উপস্থাপনের নমুনা ছক	৪৯
২০.	পরিশিষ্ট: ট	সৃজনশীল প্রশ্নের উদাহরণ	৫০
২১.	পরিশিষ্ট: ঠ	সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর	৫২
২২.	পরিশিষ্ট: ড	সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের উদাহরণ	৫৪
২৩.	পরিশিষ্ট: ঢ	সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর	৫৫
২৪.	পরিশিষ্ট: ণ	পরীক্ষা সংস্কারের প্রজ্ঞাপন	৫৬

শিক্ষার্থী মূল্যায়ন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কিছু শব্দ/পরিভাষা

শব্দ/পরিভাষা	অর্থ
Aptitude Test	**প্রবণতা বা ঝোঁক নিরূপন অভীক্ষা:** কোন বিষয়ের প্রতি আগ্রহ, ঝোঁক বা প্রবণতা নিরূপন। যেমন, গণিত শেখানোর প্রতি প্রবণতা নিরূপন।
Application	**প্রয়োগ:** পূর্বে অর্জিত জ্ঞান বা দক্ষতা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ব্যবহার করার সক্ষমতা।
Analysis	বিশ্লেষণ: কোন ধারণা বা বস্তু বিভিন্ন উপাদানে বিভক্ত এবং উপাদানসূহের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন।
Assessment	**কৃতিত্ব যাচাই:** পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিমান নির্ধারণ।
Assessment Instrument	**মূল্যায়ন উপকরণ:** শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব যাচাই করার জন্য যে সব উপকরণ ব্যবহার করা হয়। যেমন-প্রশ্নপত্র, নির্দেশনা, রেটিং স্কেল ইত্যাদি।
Backwash Effect	**কোন কাজের ফলাফলের প্রভাব:** যেমন শিখন-শেখানোর উপর পরিচালিত অভীক্ষার ফলাফলের প্রভাব।
Class Test	শ্রেণি অভিক্ষা: পাঠ্যসূচির কোনো পরিচ্ছেদ, পাঠ্যপুস্তকের কোনো অধ্যায় বা কোনো ইউনিটের শিখন- শেখানো শেষে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি জানার জন্য সংক্ষিপ্ত সময়ের পরীক্ষা।
Comprehension	**অনুধাবন:** কোন বিষয়বস্তু থেকে অর্থ তুলে ধরতে পারা। নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা, বর্ণনা এবং অনুবাদ ইত্যাদি।
Constructivism	**গঠনবাদ:** শিক্ষার্থীর ধারণা গঠন বিষয়ক তত্ত্ব। পুরাতন অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে ধারণা গঠন।
Correlation	**সহ-সম্পর্ক:** দুটি চলক এর মধ্যে সম্পর্ক। একটির পরিবর্তন হলে যদি অপরটিরও পরিবর্তন হয় তা হলে বলা হয় চলক দুটির মধ্যে সহ-সম্পর্ক আছে। পরিবর্তন একই দিকে অথবা বিপরীত দিকে হতে পারে। যেমন-এসএসসি পরীক্ষায় (লিখিত পরীক্ষা) শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত স্কোর এবং ব্যবহারিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত স্কোরের মধ্যে একই দিকে সহ-সম্পর্ক থাকা প্রাসঙ্গিক।
Criterion Referenced Interpretation	পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডের বিচারে শিক্ষার্থীর অর্জিত কৃতিত্ব বিশ্লেষণ।
Curriculum	**শিক্ষাক্রম:** শিক্ষার কোন পর্যায়ের বা বিষয়ের যাবতীয় শিক্ষা কার্যক্রমের পরিকল্পনা।
Evaluation	**মূল্যায়ন:** শিক্ষার্থীর অর্জনের (জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যবোধ ইত্যাদি) মাত্রা নিরূপন ও বিশ্লেষণ করে মতামত প্রদান।
Examination	**পরীক্ষা:** শিক্ষার্থীরা কাগজ কলম ব্যবহার করে প্রশ্নপত্রের উত্তর প্রদানের মাধ্যমে তাদের কৃতিত্ব প্রকাশ করে। পরীক্ষার একটি আনুষ্ঠানিকতা থাকে এবং দীর্ঘ সময়ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় (সাময়িক পরীক্ষা, বার্ষিক পরীক্ষা)।
Feedback	**ফলাবর্তন:** কোন কিছু মূল্যায়ন বা পরিবীক্ষণের পর এর ত্রুটি বিচ্যুতি বা ভুল-ভ্রান্তি ধরিয়ে দেওয়া। যেমন- ক্লাস পরীক্ষার পর শিক্ষার্থীদের ভুল ধরিয়ে নির্দেশনা দেওয়া।
Follow-up	শিক্ষার্থীদের এ্যাসাইনমেন্ট বা কোন কাজ করতে দেওয়ার পর শিক্ষক কর্তৃক তাদের কাজের গতিধারা ও স্বরূপ পরিবীক্ষণ (মনিটর) করা।
Formative Assessment	**গঠনকালীন মূল্যায়ন:** শিখন-প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি মূল্যায়ন। শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন এবং তাৎক্ষণিক ফিডব্যাক প্রদানের মাধ্যমে তাদের শিখনের মানোন্নয়ন।
Higher Order Thinking Skills	**উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা:** বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ, মূল্যায়ন ও সৃজনশীল দক্ষতা উচ্চতর চিন্তন দক্ষতার অন্তর্ভুক্ত।
Intellectual Skill	**বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা:** শিক্ষার্থীদের বৃদ্ধিবৃত্তিক বা মেধা সর্ম্পকিত দক্ষতা। এতে অর্ন্তভূক্ত হয় তথ্য স্মরণ করার সামর্থ্য। কোনো বিষয় বুঝেছে কি না তা প্রকাশ করার দক্ষতা। অর্জিত জ্ঞান নতুন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করতে পারার দক্ষতা। কোনো বিষয়বস্তু/যন্ত্রপাতি বিভিন্ন উপাদানে/অংশে বিভক্ত করা, এদের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ এবং উপাদান/অংশসমূহ একত্রিত করে নতুন কিছু সৃষ্টি করার/সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতা। সৃষ্টি/সিদ্ধান্ত মূল্যায়ন করার এবং মতামতের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপনের পারদর্শিতা।

শব্দ/পরিভাষা	অর্থ
Item Facility Index	**প্রশ্নপত্রের পদের (Item) কাঠিন্য-মাত্রা:** এটি হচ্ছে সঠিক উত্তরদাতা ও মোট উত্তরদাতার অনুপাত। একটি নির্দিষ্ট পদ কতটুকু কঠিন হয়েছে তা এই সূচকের মাধ্যমে জানা যায়।
Item Discrimination Index	**প্রশ্নপত্রের পদের বিভেদকরণ মাত্রা:** প্রশ্নপত্রের একটি নির্দিষ্ট পদের সঠিক উত্তরের প্রেক্ষিতে বেশি নম্বর অর্জনকারী শিক্ষার্থী এবং কম নম্বর অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের তুলনা। উচ্চ মেধা সম্পন্ন এবং কম মেধা সম্পন্ন শিক্ষার্থীর মধ্যে কতটুকু পার্থক্য করেছে তা এই সূচকের মাধ্যমে জনা যায়।
Ipsative Referenced Interpretation	শিক্ষার্থীদের আচরণ, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি রেটিং স্কেলের মাধ্যমে মূল্যায়ন।
Knowledge	**জ্ঞান:** তত্ত্ব, তথ্য, সূত্র, ধারণা, ইত্যাদি জানা এবং স্মরণ রাখা।
Learning Outcome	**শিখনফল:** পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আচরণের যে পরিবর্তন প্রত্যাশা করা হয়।
Leniency in Marking	**নম্বর প্রদানে উদারতা:** শিক্ষার্থীদের উত্তরপত্র মূল্যায়নে কৃতিত্বের চেয়ে বেশি নম্বর প্রদান এবং ক্ষমার দৃষ্টিতে বিবেচনা করা। এর ফলে মূল্যায়নের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়।
Marking Scheme/Rubrics	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা:** শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তরের গুণাগুণ যাচাই করে মান অনুযায়ী পরীক্ষকগণ কীভাবে নম্বর প্রদান করবেন সে সম্পর্কিত নির্দেশনা। এর মাধ্যমে নির্ভরযোগ্যতা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
Measurement	**পরিমাপ:** শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব যাচাইয়ে ব্যবহৃত ইনস্ট্রুমেন্ট প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব সম্পর্কে প্রাপ্ত উপাত্ত (সংখ্যাবাচক)।
Moderation	পরিশোধনঃ প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিমার্জনের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র মানসম্মত করা।
Norm Referenced Interpretation	পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের ভিত্তিতে একজন শিক্ষার্থীর সাথে আরেকজন শিক্ষার্থীর তুলনা। যেমন- এইচএসসি/আলিম/এসএসসি/দাখিল পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন গ্রেড প্রদান।
Randomization of Script	**উত্তরপত্র নমুনায়ন:** দৈবচয়ন পদ্ধতিতে উত্তরপত্র নির্বাচন।
Raw Score	অশোধিত নম্বর (Raw Score) শিক্ষার্থীদের উত্তরপত্রে পরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত নম্বর।
Reliability	**নির্ভরযোগ্যতা:** একাধিকবার অভীক্ষা প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের মধ্যে সঙ্গতি
Specification Grid	নির্দেশক ছকঃ প্রশ্নপত্র প্রণয়েনের জন্য নির্ধারিত ছকে দক্ষতা ও অধ্যায় ভিত্তিক প্রশ্নের পদ (Item) বন্টন বা বিন্যাস।
Standardization	**আদর্শায়ন/প্রমিতকরণ:** পরীক্ষায় প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর Raw Score পরিসংখ্যানের সূত্র প্রয়োগ করে আদর্শ নম্বরে রূপান্তকরণ।
Statistical Moderation	**পরিসংখ্যানিক পরিশোধন:** পরিসংখ্যানিক বিশে-ষণ প্রক্রিয়ার সাহায্য নিয়ে এক রকম ব্যবস্থায় প্রাপ্ত নম্বরের সঙ্গে অন্য ব্যবস্থায় প্রাপ্ত নম্বরের তুলনা করে চূড়ান্ত নম্বর নির্ধারণ করা।
Summative Assessment	**সামষ্টিক মূল্যায়ন:** কারিকুলাম/সিলেবাস অনুযায়ী পাঠদান শেষে একটি দীর্ঘ সময় পরে শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব মূল্যায়ন (যেমন-সাময়িক/বার্ষিক পরীক্ষা, এইচএসসি, আলিম, এসএসসি পরীক্ষা,দাখিল পরীক্ষা)।
Synthesis	**সংশ্লেষণ:** কোন কিছু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে মূলভাব বা সারকথা নির্ধারণ।
Syllabus	**পাঠ্যসূচি:** নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন বিষয়ের নির্ধারিত বিষয়বস্তু ও নির্ধারিত নম্বরের তালিকা।
Validity	**যথার্থতা:** যা পরিমাপ করার কথা তা কতটা করা গেছে, নির্ধারিত শিখনফল কতটা অর্জিত হয়েছে তা পরিমাপের জন্য যে প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয় ঐ প্রশ্নপত্র দ্বারা তা কতটা পরিমাপ করা সম্ভব।

প্রথম দিবস: অধিবেশন-১
(০৯:০০ - ১০:৩০)

প্রশিক্ষণের বিষয়	:	**মাধ্যমিক স্তরের প্রচলিত শিক্ষাক্রম (Curriculum)**
শিখনফল	:	এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- • শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, শিখনফল ও বিভিন্ন শিখনক্ষেত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন; • শিখনফল ম্যাপ প্রস্তুত করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল: সমবেত আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ, উপস্থাপনা।
প্রশিক্ষণ উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার, মাস্কিং টেপ, সাইন পেন ইত্যাদি।

তথ্যপত্র

একটি নির্দিষ্ট বয়স ও শ্রেণির শিক্ষার্থীরা কী জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হবে এর সামগ্রিক পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন কৌশল হচ্ছে শিক্ষাক্রম বা কারিকুলাম। কারিকুলাম হচ্ছে সমগ্র শিক্ষা কার্যক্রমের রূপরেখা। কারিকুলামের লক্ষ্য জাতীয় দর্শন, রাষ্ট্রীয় নীতি, জাতীয় ও বৈশ্বিক পরিবেশ ও চাহিদা এবং উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তার আলোকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় প্রণীত হয়। লক্ষ্য থাকে অনেক ব্যাপক। এই লক্ষ্যকে অর্জন করার জন্য অনেকগুলো সাধারণ উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয় **(পরিশিষ্ট 'ক')**। এই উদ্দেশ্যসমূহ কোন কোন বিষয়বস্তুর মাধ্যমে অর্জন করতে হবে তা নির্ধারণ করা হয়। এখান থেকেই নির্ধারণ করা হয় বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য **(পরিশিষ্ট 'খ-১')**। বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্যসমূহকে আবার স্তরভিত্তিক উদ্দেশ্যে বিন্যাস করা হয়। অতঃপর স্তরের উপর ভিত্তি করে বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্যকে অর্জন করার জন্য নির্ধারণ করা হয় শিখনফল **(পরিশিষ্ট 'খ-২')**। একজন শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবৃত্তীয়, আবেগীয় ও মনোপেশিজ ক্ষেত্রসমূহ বিবেচনা করে বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও শিখনফল প্রণয়ন করা হয়ে থাকে।

শিক্ষার প্রতিটি স্তরের জন্য কারিকুলাম থাকে। বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার জন্য স্তরভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন কারিকুলাম রয়েছে। শিক্ষাক্রমে নির্দিষ্ট স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ নিরূপণ করা হয়েছে। শিক্ষার বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো কার্যাবলি, শেখানোর পদ্ধতি এবং শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন কৌশল কারিকুলামে উল্লেখ থাকে। একটি নির্দিষ্ট স্তরের শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা কী কী দক্ষতা অর্জন করতে পারবে তা শিক্ষাক্রমে উল্লেখ থাকে। একটি বিষয়ের নির্দিষ্ট পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা কী কী যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে তাও শিক্ষাক্রমে উল্লেখ থাকে। শিক্ষাক্রমে উল্লেখিত যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করতে হলে শেখানোর কৌশল কী হবে তারও একটি দিকনির্দেশনা শিক্ষাক্রমে বর্ণিত থাকে।

কারিকুলাম পরিবর্তনশীল। বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও ধারণার পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে কারিকুলামেও পরিবর্তন আনা হয়। আর তা না হলে শিক্ষা ব্যবস্থা সেকেলে হয়ে পড়ে এবং দক্ষ ও যুগোপযোগী মানবসম্পদ গঠন করা সম্ভব হয় না। সে কারণে দেশ পিছিয়ে পড়ে। আবার কারিকুলাম যুগোপযোগী করলেই হবে না, শিখন-শেখানো পদ্ধতি এবং শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নেও যথাযথ পরিবর্তন আনতে হবে।

কারিকুলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য অংশগ্রহণমূলক শিখনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের টেকসই শিখন এবং যোগ্যতা ও দক্ষতার বিকাশ নিশ্চিত করার জন্য বিষয়বস্তুর আলোকে তাদের বিভিন্নমুখী কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করার প্রয়োজন হয়। শিক্ষার্থীদের অর্জন সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য বিভিন্নভাবে মূল্যায়নেরও প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশে শিখন-শেখানো কার্যক্রম ও মূল্যায়নে সমকালীন বৈচিত্র্য আনা খুবই জরুরি।

শিক্ষার্থীদের কারিকুলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গভাবে মূল্যায়ন করতে হলে পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন ছাড়াও বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে শিক্ষার্থীদের সম্পাদিত বিভিন্ন কাজ পর্যবেক্ষণ ও রেকর্ড সংরক্ষণের মাধ্যমে তাদের মূল্যায়ন করতে হবে। শিক্ষার্থীদের অর্জিতব্য দক্ষতার কোনো অংশ মস্তিষ্ক সচল (Cognitive Domain- বুদ্ধিবৃত্তিক/চিন্তন ক্ষেত্র), কোনো অংশ হৃদয় সচল (Affective Domain-আবেগীয় ক্ষেত্র) আবার কোনো অংশ পেশি সচল (Psychomotor

Domain- মনোপেশিজ ক্ষেত্র) করার সাথে সংশ্লিষ্ট। শুধু কাগজে-কলমে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের হৃদয় বা হাত সচল করা যায় না।

মস্তিষ্ক সচল বা চিন্তা করার দক্ষতার প্রাথমিক স্তর হলো মুখস্থ বা জ্ঞান (Knowledge), এর পর অনুধাবন (Understanding), প্রয়োগ (Application), বিশ্লেষণ (Analysis), সংশ্লেষণ (Synthesis) এবং মূল্যায়ন (Evaluation)|

হৃদয় সচল (Affective Domain) এর সাথে শিক্ষার্থীর আবেগের বিভিন্ন দিক অন্তর্ভুক্ত, যেমন- অনুভূতি, মূল্যবোধ, প্রশংসা, উদ্দীপনা, প্রণোদনা এবং মনোভাব।

Affective Domain – এর সাধারণ থেকে জটিল প্রক্রিয়া নিম্নরূপ:

Receiving : সচেতনতা, শোনার প্রতি আগ্রহ যেমন শ্রদ্ধাসহকারে অন্যের বক্তব্য শোনা।

Responding : সক্রিয় অংশগ্রহণ যেমন কোনো বিষয়ে অংশগ্রহণ করে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা।

Valuing : কোনো বিশ্বাস, বস্তু বা আচরণের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিকে মূল্য দেওয়া। যেমন- ব্যক্তি এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে স্পর্শকাতর হিসাবে নিতে পারা এবং মূল্যায়ন করা।

Organizing : বিভিন্ন মূল্যবোধের তুলনা এবং সমন্বয় সাধন করে অসাধারণ মূল্যবোধ গঠন করা। যেমন- স্বাধীনতা এবং দায়িত্বশীল আচরণের ভারসাম্যের প্রয়োজন শনাক্ত করা।

Internalizing : এমন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জন যা ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যেমন- স্বাধীনভাবে কাজ করার সময় ব্যক্তির আত্মনির্ভরশীলতা ফুটে উঠা।

Psychomotor Domain : এর সাথে অন্তর্ভুক্ত শিক্ষার্থীর শরীরের নড়া-চড়া/গতি, সমন্বয় এবং যন্ত্র/বস্তু ব্যবহারের দক্ষতা। এ ধরনের দক্ষতার জন্য দরকার অনুশীলন। গতি, নির্ভুলতার মাত্রা, দূরত্ব, পদ্ধতি অথবা বাস্তবায়ন কৌশলের মাধ্যমে এ দক্ষতা পরিমাপ করা যায়।

Psychomotor Domain - এর সাধারণ থেকে জটিল প্রক্রিয়া নিম্নরূপ :

Imitation : অন্যের কাজ অনুকরণ করে কাজের কৌশল শেখা, যেমন- অনুকরণ করে টাইপ করা বা ছবি অংকন। এক্ষেত্রে কৃতিত্ব নিম্নমানের হতে পারে।

Manipulation : নির্দেশনা অনুসরণ করে নির্দিষ্ট কোনো কাজ করার সক্ষমতা এবং অনুশীলন। যেমন- ইনস্ট্রাকটরের নির্দেশনা মোতাবেক কম্পিউটারে ডকুমেন্ট টাইপ করা।

Precision : কাজ সংশোধন এবং আরো নির্ভুল করতে পারা। যেমন- ডকুমেন্ট টাইপ করা এবং ভুল সংশোধন করা।

Articulation : একই সিরিজের কতগুলো কাজের সমন্বয়সাধন, ঐক্যতান স্থাপন এবং অভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা। যেমন- ডকুমেন্ট কম্পোজ ও প্রিন্ট করা, (সঠিকভাবে টাইপ, হেডার, ফুটার, এলাইনমেন্ট ঠিক রাখা)। যেমন- ভিডিও প্রযোজনায় গান, নাটক, কালার কম্পোজিশন, শব্দের সমন্বয়)।

Naturalization: কোনো কাজে এমন উঁচু মাত্রায় দক্ষতা অর্জন করা যে, কাজ করতে তেমন চিন্তা করার প্রয়োজন হয় না। যেমন- তেমন কোন চিন্তা না করে দ্রুত ও সঠিকভাবে ডকুমেন্ট কম্পোজ ও প্রিন্ট করা।

শিক্ষক শ্রেণিতে শুধু বক্তব্য প্রদান করলে এবং কেবল কাগজে কলমে পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হলে কারিকুলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। মূলত শিক্ষকগণকে কারিকুলাম এবং এ সংক্রান্ত ডকুমেন্ট সংগ্রহ ও অনুধাবনে যত্নশীল হতে হবে। নতুন কারিকুলাম প্রণয়নের পর সরকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কারিকুলাম প্রেরণ ও বিস্তরণ করে থাকে।

শিখনফল এবং শিখনফল ম্যাপ

- একটি বিষয়বস্তুর আলোকে শিক্ষার্থী কী শিখন অর্জন করবে তার প্রত্যাশাই শিখনফল। অর্থাৎ একটি বিষয়বস্তুর শিখন-শেখানো কার্যক্রম শেষে একজন শিক্ষার্থী কী শিখতে পারবে/দক্ষতা অর্জন করবে তার সুনির্দিষ্ট বর্ণনাই হলো শিখনফল। শিখনফলগুলো হবে সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য ও মূল্যায়নযোগ্য। অস্পষ্ট শিখনফল মূল্যায়নের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতাকে বাধাগ্রস্ত করে। কোন বিষয়ের অধ্যায়গুলোর মধ্যে যে শিখনফল দেয়া থাকে তার অনেকগুলোই রূপগতভাবে সাধারণ। সাধারণ শিখনফলগুলোকে আরও সুনির্দিষ্ট শিখনফলে রূপান্তর করা যায়। শিখনফলগুলো যতো সুনির্দিষ্ট হবে মূল্যায়ন ততো যথার্থ হবে। প্রশ্ন করার সময় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে প্রশ্ন প্রণয়ন করা যাবে। অর্থাৎ শিক্ষার্থী কী করতে সক্ষম (এখানে শুধু চিন্তন ক্ষেত্রে বিবেচ্য) তা প্রশ্নের মধ্য দিয়ে বের করে আনা যাবে।

- একজন শিক্ষার্থী শিখন-শেখানো কার্যক্রমের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিখনফল কতটা অর্জন করতে পেরেছে তা যাচাই করার জন্যই প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে হয়। শিক্ষাক্রমে একটি বিষয়ের যতগুলো শিখনফল অন্তর্ভুক্ত থাকে তার সবগুলোই একটি প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে যাচাই করা যায় না। এজন্য প্রশ্নপত্রের প্রতিটি প্রশ্ন যাতে একটি সুনির্দিষ্ট শিখনফলের প্রতিনিধিত্বশীল হয় তা নিশ্চিত করা খুব জরুরি। তাছাড়া বিভিন্ন প্রশ্নের সাথে সংশ্লিষ্ট শিখনফলগুলোর যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে তা নিশ্চিত করাও একজন প্রশ্নপ্রণেতার গুরুদায়িত্ব।

- শিখনফল ম্যাপ হচ্ছে এমন একটি ছক যেখানে একটি প্রশ্নপত্রের প্রতিটি প্রশ্ন (বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল) সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য নির্ধারিত কোন শিখনফলটি যাচাইয়ের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে তা উল্লেখ থাকে। এই ছকের সর্ববামের কলামে (Column) শিখনফলের নম্বর (শিক্ষাক্রম অনুযায়ী) এবং সর্বোচ্চ সারিতে (Row) অধ্যায় উল্লেখ থাকে। প্রতিটি সেলে একটি বহুনির্বাচনি অথবা সৃজনশীল প্রশ্নের কোন একটি অংশের ক্রমিক নম্বর (প্রশ্নপত্র অনুযায়ী) উল্লেখ করতে হয়। ফলে প্রশ্নপত্রের প্রতিটি প্রশ্ন (বহুনির্বাচনি, সৃজনশীল ও সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন) কোন অধ্যায়ের কোন শিখনফল যাচাইয়ের জন্য করা হয়েছে তা একনজরে দৃশ্যমান হয়। এর মাধ্যমে একই শিখনফল ব্যবহারে পুনরাবৃত্তি যেমন রোধ করা যায় তেমনি শিখনফলের প্রতিনিধিত্বশীল একটি পূর্ণাঙ্গ প্রশ্নসেট তৈরি করা সম্ভব হয়। **[পরিশিষ্ট 'গ': শিখনফল ম্যাপ]**

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:

কাজ-১: শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য, সাধারণ উদ্দেশ্য, বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য, শিখনফল ও বিভিন্ন শিখনক্ষেত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যাকরণ (৪৫ মিনিট)।

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য, সাধারণ উদ্দেশ্য, বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীগণকে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করবেন;
- প্রশিক্ষণার্থীগণের উত্তরের সূত্র ধরে সমবেত আলোচনার মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করবেন;
- সমবেত আলোচনায় সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন;
- কোনো প্রশিক্ষণার্থীর ধারণাগত ঘাটতি থাকলে অন্য প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট থেকে উত্তর আদায়ের মাধ্যমে ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করবেন;
- প্রয়োজনে তথ্যপত্রের আলোকে সমবেত আলোচনার মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করবেন।

কাজ-২: শিখনফল ম্যাপ প্রস্তুতকরণ (৪৫ মিনিট)।

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- প্রশিক্ষণার্থীদের ৫টি দলে বিভক্ত করবেন;
- দলে আলোচনা করে **পরিশিষ্ট 'ঘ'** থেকে ৫/৬টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন, পরিশিষ্ট 'ড' থেকে ৫টি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (বাংলা ১ম পত্রের ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক প্রশ্ন) এবং পরিশিষ্ট 'ট' থেকে ২টি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের শিখনফল চিহ্নিত করতে বলবেন;
- প্রতিটি দলকে ঐকমত্যের ভিত্তিতে শিখনফল সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর নম্বর শিখনফল ম্যাপের **(পরিশিষ্ট 'গ')** সংশ্লিষ্ট ঘরে লিখতে বলবেন;
- দলগত কাজ উপস্থাপনার সময় বহুনির্বাচনি, সৃজনশীল ও সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের ওভারল্যাপিং ও কনটেন্ট কভারেজ বিষয়টির গুরুত্ব আলোচনা করবেন;

প্রথম দিবসঃ অধিবেশন-২
(১১:০০-০১:০০)

প্রশিক্ষণের বিষয়	**:**	**চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও প্রকারভেদ**
শিখনফল	**:**	এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- ● চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর ব্যাখ্যা করতে পারবেন; ● বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রকারভেদ এবং গঠন কাঠামো বর্ণনা করতে পারবেন; ● বহুনির্বাচনি প্রশ্নের চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর চিহ্নিত করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল: সমবেত আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ, উপস্থাপনা।
প্রশিক্ষণ উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার, মাস্কিং টেপ, সাইন পেন ইত্যাদি।

তথ্যপত্র

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, "প্রচলিত পদ্ধতিতে মূলত মুখস্থ বিদ্যা মূল্যায়িত হয়। এটি প্রকৃত মূল্যায়ন হতে পারে না। আসলে মুখস্থ বিদ্যা নয় বরং বিষয়বস্তুকে কতটুকু আত্মস্থ করা হয়েছে তা মূল্যায়ন করা গেলেই শিক্ষার প্রকৃত মূল্যায়ন করা হবে। বর্তমানে যে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি চালু হচ্ছে সেটি আত্মস্থ করা বিদ্যা মূল্যায়নের একটি প্রক্রিয়া।" জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ এ অভ্যন্তরীণ ও পাবলিক পরীক্ষায় দক্ষতাভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন এবং সৃজনশীল প্রশ্নে পরীক্ষা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় (এসএসসি/সমমান, দাখিল, এইচএসসি/সমমান, আলিম) সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। **[পরিশিষ্ট:'ণ' পরীক্ষা সংস্কারের প্রজ্ঞাপনসমূহ]**

১৯৫৬ সালে মার্কিন শিক্ষা মনোবিদ বেঞ্জামিন এস. ব্লুম মানুষের মনোজগতের চিন্তা করার প্রক্রিয়ার সহজ থেকে জটিল ক্রমবিন্যাস দেখান (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়ন)। চিন্তা করার এই ক্রমবিকাশের উপর ভিত্তি করেই দক্ষতাভিত্তিক প্রশ্নসমূহ প্রণয়ন করা হয়।

চিন্তন (চিন্তা করার) দক্ষতার বিভিন্ন স্তরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

জ্ঞান (Knowledge) বা স্মরণ করা (Remember) : উপস্থাপিত ঘটনা, পরিস্থিতি বা বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্য শনাক্ত এবং স্মৃতি থেকে উল্লেখ করতে পারা।

অনুধাবন (Comprehension) বা বুঝতে পারা (Understand): লিখিত, মৌখিক বা লেখচিত্রের মাধ্যমে পরিবেশিত নির্দেশনামূলক তথ্য/মেসেজ থেকে অর্থ বলতে বা লিখতে পারা (ব্যাখ্যা/বর্ণনা করা)।

প্রয়োগ (Application) বা প্রয়োগ করা (Apply) : তথ্য, পদ্ধতি, ধারণা, সূত্র নতুন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা। প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও অনুধাবন ক্ষমতা ব্যবহার করে সমস্যা সমাধান।

বিশ্লেষণ (Analysis) বা বিশ্লেষণ করা (Analyze) : বস্তু, ধারণা, সূত্র, প্রক্রিয়া, পদ্ধতি বিভিন্ন উপাদানে বিভক্ত, উপাদানসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সমগ্রের সাথে সম্পর্ক নির্ধারণ করা।

মূল্যায়ন (Evaluation) বা মূল্যায়ন করা (Evaluate): ক্রাইটেরিয়া, মানদন্ড, যুক্তির ভিত্তিতে মতামত, বিচার-বিবেচনা প্রদান।

সংশ্লেষণ (Synthesis) বা সৃষ্টি করা (Create): নতুন পরিস্থিতিতে তথ্য/উপাদান একত্রিত করে নতুন কিছু (বস্তু, ধারণা) সৃষ্টি করা।

সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নের ক্ষেত্রে উল্লিখিত ৬টি দক্ষতা স্তরকে নিচের চারটি দক্ষতা স্তরে বিন্যাস করা হয়েছে। এসএসসি/দাখিল/এইচএসসি/আলিম পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে এই চারটি স্তরের বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত থাকবে। চিন্তন দক্ষতার এই চারটি স্তরকে কাঠিন্যের ক্রমানুসারে নিম্নোক্তভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে:

জ্ঞান দক্ষতা স্তর	এটি হলো চিন্তন দক্ষতার প্রাথমিক স্তর। এর অর্থ হচ্ছে পূর্বে জানা কোনো কিছু স্মরণ করা। এর মধ্যে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত সেগুলো হলো: সাধারণ শব্দসমূহ, বিশেষ তত্ত্ব, তথ্য, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, ধারণা এবং নীতিমালা ইত্যাদি স্মরণ করা বা চিনতে পারা। জ্ঞান স্তরের প্রশ্ন তৈরি করা সহজ। জ্ঞান স্তরের প্রশ্নের উত্তর সরাসরি পাঠ্যপুস্তকে পাওয়া যায়।
অনুধাবন দক্ষতা স্তর	অনুধাবন হলো কোনো বিষয়ের অর্থ বোঝার দক্ষতা। তা হতে পারে তথ্য, নীতিমালা, সূত্র, নিয়ম, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ইত্যাদি বুঝতে পারা। বুঝতে পারলে ব্যাখ্যা, অনুবাদ অথবা রূপান্তর করা যায়। বুঝতে পারলেই মৌখিকভাবে এবং প্রতীক, গ্রাফ, সারণি ও চিত্রের সাহায্যে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা সম্ভব হয়। এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য জ্ঞান স্তরের তুলনায় অধিকতর দক্ষতার প্রয়োজন। শিখন এবং মূল্যায়নের জন্য অনুধাবন স্তরের প্রশ্নের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ।
প্রয়োগ দক্ষতা স্তর	প্রয়োগ বলতে বুঝায় পূর্বের শেখা বিষয়কে নতুন কোনো পরিস্থিতিতে ব্যবহার করার দক্ষতা। আইন, বিধি, তত্ত্ব, সূত্র, নিয়ম, পদ্ধতি, ধারণা, নীতি ইত্যাদির প্রয়োগ হতে পারে। প্রয়োগ দক্ষতা স্তরে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে চার্ট ও গ্রাফ তৈরি করা; পদ্ধতির সঠিক ব্যবহার ও প্রদর্শন এবং হিসাবনিকাশ করা।
উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা স্তর	উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা বলতে বোঝায় কোনো বিষয়ের বিশ্লেষণ (বিশেষ থেকে সাধারণ), সংশ্লেষণ (সাধারণ থেকে বিশেষ) এবং মূল্যায়ন (বিচার-বিবেচনা, যুক্তি)। কোনো সমগ্র বিষয়, ধারণা বা বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন উপাদান বা অংশে বিভক্ত করা এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক চিহ্নিত করা। বিষয় সংশ্লিষ্ট একগুচ্ছ তথ্য/উপাদান/অংশ সংগঠিত এবং সমগ্রতে রূপান্তর করা। বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য বা ধারণা সংগ্রহ করে তা দিয়ে একটি কাঠামো বা নকশা তৈরি করা। কোনো মতামত, কাজ, সমাধান এবং পদ্ধতির মূল্য বিচার করা। দক্ষতার সর্বোচ্চ স্তর হিসাবে এর মধ্যে নিম্নতর স্তরের অন্য সব চিন্তন দক্ষতাগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে। পূর্বের জানা তথ্য/তত্ত্ব (জ্ঞান) ব্যবহার করে নতুন কোনো পরিস্থিতিতে বিচার-বিশ্লেষণ করার, সিদ্ধান্ত গ্রহণের এবং মূল্যায়নের দক্ষতাই হলো উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের গঠন কাঠামো

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের একটি উদ্দীপক (Stem)/নির্দেশনা (Instruction) থাকে এবং তার ভিত্তিতে কতগুলো বিকল্প উত্তর (Options) দেওয়া থাকে। বিকল্প উত্তরসমূহের মধ্যে একটি সঠিক উত্তর (Key) এবং অপরগুলি বিক্ষেপক (Distractors)। এ বিক্ষেপকগুলো সঠিক উত্তর নয়। এগুলো এমনভাবে প্রণয়ন করা হয় যেন পরীক্ষার্থীদের (যাদের বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নেই) সেই সকল বিক্ষেপকের দিকে ধাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের বিভিন্ন অংশ উদাহরণসহ নিচে দেখানো হলো

১০ জন লোকের গড় ওজন ১৩৯.৪ পাউন্ড। তাদের মধ্যে ৩ জনের গড় ওজন হলো ১৮০ পাউন্ড।		উদ্দীপক
বাকি ৭ জনের গড় ওজন কত পাউন্ড?		নির্দেশনা
বিকল্প উত্তর	ক. ১১৫.০০	বিক্ষেপক
	খ. ১২২.০০	সঠিক উত্তর
	গ. ১৪০.০০	বিক্ষেপক
	ঘ. ১৫৯.৭০	বিক্ষেপক

নিচের কোনটি গেরেট. এ. মরগান উদ্ভাবন করেন?		উদ্দীপক/ নির্দেশনা
বিকল্প উত্তর	ক. অটোমোবাইল সেফটি বেল্ট	বিক্ষেপক
	খ. জেব্রা ক্রসিং	বিক্ষেপক
	গ. ট্রাফিক লাইট	বিক্ষেপক
	ঘ. ভলকানাইজড রাবার টায়ার	সঠিক উত্তর

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রকারভেদ

বিভিন্ন প্রকারের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন পেপার পেন্সিল পরীক্ষায় ব্যবহৃত হয়। তবে বাংলাদেশে তিন ধরনের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন **(পরিশিষ্ট 'ঙ': বিভিন্ন প্রকারের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন)** মাধ্যমিক স্তরের পাবলিক পরীক্ষায় বা অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় থাকতে পারে। এ তিনটি ধরন হলো -

১. সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Simple MCQ)
২. বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Multiple Completion MCQ)
৩. অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Situation Set MCQ)

১. সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Simple MCQ)

এ ধরনের প্রশ্ন শুরু হয়ে থাকে প্রশ্নের আকারে অথবা অসম্পূর্ণ বাক্য হিসাবে। প্রশ্ন অথবা অসম্পূর্ণ বাক্য উদ্দীপকের কাজ করে। তবে এক্ষেত্রে যথাসম্ভব অসম্পূর্ণ বাক্য পরিহার করা উত্তম। এর পরে থাকে ৪টি বিকল্প উত্তর, যার মধ্যে একটি মাত্র সঠিক উত্তর। এ ধরনের প্রশ্ন আমাদের দেশে শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং প্রশ্নপ্রণেতাদের কাছে যথেষ্ট পরিচিত। সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নে উদ্দীপক/নির্দেশনা একই সাথে থাকে। সাধারণত এ ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে জ্ঞান ও অনুধাবন স্তর যাচাই করা হয়। তবে বিকল্প উত্তরগুচ্ছে নতুন পরিস্থিতি প্রকাশ করতে পারলে এ ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমেও প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা যাচাই করা সম্ভব।

২. বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Multiple Completion MCQ)

এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় এ ধরনের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন নতুন। এ ধরনের MCQ ব্যবহারে প্রশ্নে বৈচিত্র্য আসে। স্মৃতিনির্ভর নয় এমন প্রশ্ন তৈরি করার জন্য এ ধরনের প্রশ্ন ব্যবহার করা যায়।

এ ধরনের প্রশ্নের শুরুতে একটি অসমাপ্ত বাক্য থাকে এবং তার পরপরই নিচে ৩টি তথ্য/বিবৃতি/ধারণা দেওয়া হয়। ৩টি তথ্য/বিবৃতি/ধারণার ১টি/২টি/৩টি সঠিক হতে পারে। এ তথ্যসমূহকে সাজিয়ে ৪টি বিকল্প উত্তর তৈরি করা হয়। ৪টি বিকল্প উত্তর থেকে শিক্ষার্থীকে একটি বাছাই করতে হয়। এ ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা যাচাই করা সম্ভব। বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নে তথ্য/বিবৃতি/ধারণা উদ্দীপক হিসাবে বিবেচিত হয়। নির্দেশনা ভিন্নভাবে থাকে। প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য এ ধরনের প্রশ্ন করা হলে উদ্দীপকে নতুন পরিস্থিতি থাকতে হবে।

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা

- কোনো প্রশ্নের উত্তরে একাধিক ধারণার সমন্বয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে
- শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে পারে এমন ৪টি বিকল্প উত্তর না পাওয়া গেলে
- অনুধাবন বা আরও উচ্চতর স্তরের প্রশ্ন প্রণয়নের ক্ষেত্রে

প্রশ্নপত্রে এ ধরনের প্রশ্ন সংখ্যা কম থাকাই ভালো। প্রয়োজনের ভিত্তিতে এ ধরনের কিছু সংখ্যক প্রশ্ন প্রণয়ন করা যাবে। তবে কোনোভাবেই তা ২০% এর বেশি হবে না।

৩. অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Situation Set MCQ)

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন একটি উদ্দীপক/দৃশ্যকল্প/সূচনা বক্তব্য (Stem/Scenario/Situation) দিয়ে শুরু হবে। এ ধরনের বহুনির্বাচনি প্রশ্নে একই উদ্দীপক/তথ্য/দৃশ্যকল্প থেকে কয়েকটি প্রশ্ন করা যায়। প্রশ্নগুলো পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত হবে। উদ্দীপক হতে পারে সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ, মানচিত্র, সারণি, গ্রাফ, ডায়াগ্রাম, লেখচিত্র, ছবি ইত্যাদি। প্রশ্নপ্রণেতা উদ্দীপক নিজে তৈরি করতে পারেন অথবা বিভিন্ন উৎস (পত্রপত্রিকা, রেফারেন্স বই, প্রবন্ধ, গল্প, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, রেডিও-টেলিভিশন, বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপনচিত্র, চলচ্চিত্র ইত্যাদি) থেকে নিতে পারেন। সৃজনশীল উদ্দীপকের উপর ভিত্তি করে সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা স্তরের প্রশ্ন প্রণয়ন করা যায়। অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ক্ষেত্রে উদ্দীপক শিক্ষার্থীর সামনে একটি নতুন পরিস্থিতি উপস্থাপন করে যে পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী তার পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান প্রয়োগ করতে পারে/পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান ব্যবহার করে নতুন পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, নতুন পরিস্থিতিতে যুক্তি প্রদর্শন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং মূল্যায়ন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে উদ্দীপক ও নির্দেশনা আলাদাভাবে সুনির্দিষ্ট থাকে।

মূলত প্রয়োগ এবং উচ্চতর দক্ষতা স্তরের প্রশ্ন তৈরির জন্য অভিন্ন তথ্যের ব্যবহার করা হয়। কখনও কখনও অনুধাবন স্তরের প্রশ্ন অভিন্ন তথ্য থেকে তৈরি করা যেতে পারে। উদ্দীপকের দৈর্ঘ্য বড় হলে শিক্ষার্থীর পড়ার সময়ের বিষয়টি বিবেচনা করে উদ্দীপকের আলোকে উচ্চতর দক্ষতা স্তর/প্রয়োগ দক্ষতা স্তর/অনুধাবন দক্ষতা স্তরের প্রশ্নের সঙ্গে অনেক সময় জ্ঞান দক্ষতা স্তরের প্রশ্নও তৈরি করা হয়। তবে অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নের আওতায় সাধারণত জ্ঞান স্তরের প্রশ্ন তৈরি না করাই ভালো। শিক্ষার্থীদের জ্ঞান স্তর যাচাই করার জন্য সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নই যথেষ্ট, এর জন্য কোনো জটিল কাঠামো অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কাজ-১: বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রকারভেদ ও চিন্তন দক্ষতার স্তর নির্ণয়।

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- সমবেত আলোচনার মাধ্যমে চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর, বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রকারভেদ এবং গঠন কাঠামো সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট করবেন;
- প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে এককভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সরবরাহকৃত প্রশ্নগুলোর **(পরিশিষ্ট: 'ঘ')** দক্ষতা স্তর ও ধরন নির্ণয় করতে বলবেন;
- প্রশিক্ষণার্থীগণকে ছোট ছোট দলে (৫/৭ জন) বিভক্ত হয়ে আলোচনা করে ঐকমত্যের ভিত্তিতে পোস্টার তৈরি করতে বলবেন;
- প্রতিটি দলের পোস্টার টাঙিয়ে দিতে বলবেন;
- যে কোনো একটি দলকে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপনের সময় অন্য দলের কোনো পর্যবেক্ষণ থাকলে তা যুক্ত করতে বলবেন;
- সমবেত আলোচনার মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করবেন।

কাজ-২: তিন প্রকারের এবং চার দক্ষতার ৪টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়ন।

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে তিন প্রকারের এবং চার দক্ষতার ৪টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়ন করতে বলবেন;
- প্রশিক্ষণার্থীগণকে ছোট ছোট দলে (৫/৭ জন) বিভক্ত করবেন;
- দলগত আলোচনার মাধ্যমে ঐকমত্যের ভিত্তিতে ৪টি প্রশ্ন চূড়ান্ত করে পোস্টার তৈরি করতে বলবেন;
- প্রতিটি দলকে চূড়ান্তকৃত ৪টি প্রশ্ন উপস্থাপন করতে বলবেন;
- সমবেত আলোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণের ধারণা স্পষ্ট করবেন।

প্রথম দিবস: অধিবেশন ৩ ও ৪
(০২:০০-০৫:০০)

প্রশিক্ষণের বিষয়	:	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা
শিখনফল	:	এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- ● বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা ব্যাখ্যা করতে পারবেন; ● বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ত্রুটি চিহ্নিত করে তা সংশোধন করতে পারবেন; ● বিভিন্ন প্রকারের এবং দক্ষতাস্তরের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়ন করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল: সমবেত আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ, নীরব পাঠ, উপস্থাপনা।
প্রশিক্ষণ উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার, মাস্কিং টেপ, সাইন পেন ইত্যাদি।

তথ্যপত্র

মানসম্পন্ন উদ্দীপক এবং বিকল্প উত্তরগুচ্ছ এর উপর ভিত্তি করে একটি মানসম্পন্ন বহুনির্বাচনি প্রশ্ন তৈরি হয়। মানসম্পন্ন উদ্দীপক এবং বিকল্প উত্তরগুচ্ছ তৈরির সময় নিচের বিষয়সমুহ বিবেচনায় নিতে হবে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উদ্দীপক-

- প্রয়োজনীয় সব তথ্য সরবরাহ করবে।
- সহজ ভাষায় সংক্ষিপ্ত আকারে হবে।
- অপ্রাসঙ্গিক উপাদানমুক্ত হবে।
- প্রয়োজনীয় শব্দ অন্তর্ভুক্ত করবে (উত্তরসমূহে কোনো শব্দের পুনরাবৃত্তি থাকবে না)।
- হ্যাঁ' বোধক হতে হবে (আর 'না' বোধক শব্দের ব্যবহার অনিবার্য হলে শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এমনভাবে লিখতে হবে)।
- এমন কোনো ইঙ্গিত দিবে না যাতে পরীক্ষার্থী উত্তরগুচ্ছ থেকে সঠিক উত্তর বাছাই করতে এবং ভুল উত্তর বাদ দিতে পারে।
- নেতিবাচক ধারণার সৃষ্টি করবে না, অর্থাৎ ইতিবাচক হবে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের বিকল্প উত্তরসমূহ-

- বিষয়বস্তু এবং ব্যাকরণগত গঠনের দিক থেকে প্রশ্নের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে।
- প্রশ্নের অসম্পূর্ণ বাক্যকে অর্থপূর্ণ করে তুলবে।
- পরীক্ষার্থীদের দ্বারা নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে হবে। (প্রতিটি বিকল্প উত্তর কমপক্ষে ৫% পরীক্ষার্থীর পছন্দ করার সম্ভাবনা থাকতে হবে)।
- ক্রমানুযায়ী তালিকাভুক্ত হবে (সংখ্যাবাচক হলে)।
- দৈর্ঘ্যে প্রায় পরস্পর সমান হবে (বাক্যে শব্দ বেশি হলে তা সঠিক উত্তর হবার সম্ভাবনা থাকে)।
- Mutually Exclusive/Mutually Inclusive যথাসম্ভব পরিহার করবে (প্রকৃতপক্ষে সে ক্ষেত্রে বিকল্প উত্তরের সংখ্যা কমে যায়)।
- 'উপরের সবগুলো সঠিক'/'উপরের কোনটি সঠিক নয়' এরূপ বাক্য যথাসম্ভব পরিহার করবে।

<u>একটি প্রশ্নপত্রের বিভিন্ন বহুনির্বাচনি প্রশ্নের বিকল্প উত্তর বা উত্তরগুচ্ছে সঠিক উত্তরের (Answer Key) ক্রমিক সংখ্যা (Serial Number) এমনভাবে পরিবর্তন করতে হবে যেন সঠিক উত্তরের কোনো ধারাবাহিক ক্রম (Sequence) না থাকে।</u>

উদ্দীপক (নতুন পরিস্থিতি) তৈরির কৌশল

- পাঠ্যপুস্তক থেকে অর্জিত জ্ঞানকে কোনো ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করে উদ্দীপক প্রণয়ন করতে হবে এবং উদ্দীপক প্রণয়নের সময় বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার স্তরকে বিবেচনায় রেখে পরিস্থিতি নির্বাচন করতে হবে। অর্থাৎ আপনি প্রয়োগ দক্ষতার ক্ষেত্রে কোন সুনির্দিষ্ট তত্ত্ব, তথ্য, ধারণা, নিয়ম-নীতি ইত্যাদিকে প্রয়োগ করবেন তা বিবেচনায় নিবেন এবং উচ্চতর দক্ষতার ক্ষেত্রে কোন কোন তত্ত্ব, তথ্য, ধারণা, নিয়ম-নীতি ইত্যাদির সমন্বয়ে শিক্ষার্থী যৌক্তিকভাবে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে- তা বিবেচনা করে উদ্দীপকটি তৈরি করবেন।
- উদ্দীপকে তথ্যের বহুমুখিতা থাকতে হবে। অর্থাৎ একাধিক শিখনফলের ভিত্তিতে উদ্দীপকটি তৈরি করতে হবে। কারণ তথ্যের বহুমুখিতা না থাকলে প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরে পুনরাবৃত্তি ঘটে।
- উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের জন্য উদ্দীপকে সংশ্লিষ্ট শিখনফলেও তথ্যের বহুমুখিতা থাকতে হবে। অথবা উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের জন্য একাধিক শিখনফলকে বিবেচনায় নিতে হবে।
- উদ্দীপক হবে মৌলিক (Unique), এটি পাঠ্যপুস্তকে সরাসরি থাকবে না। উদ্দীপক হিসেবে সরাসরি পাঠ্যপুস্তকের কোনো অংশ/অনুচ্ছেদ ব্যবহৃত হবে না।
- কখনও কখনও সিলেবাস বহির্ভূত কোনো প্রবন্ধ, গল্প, ছোট গল্প এবং কবিতা থেকে সরাসরি উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে উদ্দীপকটি যেন প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্ন তৈরির চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়।
- উদ্দীপকের ভাষা হবে আকর্ষণীয়, সহজে বোধগম্য এবং যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত (উদ্দীপক ৬/৭ বাক্যের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়)।
- অপ্রয়োজনীয় শব্দ/বাক্য পরিহার করতে হবে।
- উদ্দীপক পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে এবং বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে প্রণীত হবে।
- পাঠ্যপুস্তকের একাধিক অধ্যায় সমন্বয় করেও উদ্দীপক তৈরি করা যাবে।
- পাঠ্যপুস্তক থেকে অর্জিত জ্ঞানকে কোনো ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করে উদ্দীপক প্রণয়ন করতে হবে।
- পত্রপত্রিকা, রেফারেন্স বই, প্রবন্ধ, রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচারিত বিভিন্ন তথ্য বা ঘটনা, প্রামাণ্য চিত্র, বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপন চিত্র ইত্যাদি উদ্দীপকের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ, মানচিত্র, সারণি, গ্রাফ, ডায়াগ্রাম, লেখচিত্র, ছবি ইত্যাদি অথবা এগুলোর সমন্বয়ে উদ্দীপক তৈরি হবে।
- দৃশ্যকল্পে প্রশ্নের উত্তর সরাসরি থাকবে না, তবে উত্তর করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করবে। একটি প্রশ্নের উত্তর/উত্তরের ইঙ্গিত অন্য কোনো প্রশ্নের উদ্দীপকে থাকবে না।

কোনো জাতি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, রাজনৈতিক আদর্শ, দেশ, অঞ্চল, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব, ভাষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে হেয় করে বা আঘাত করে উদ্দীপক এবং প্রশ্ন প্রণয়ন করা যাবে না। রাজনৈতিক বা ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব অথবা অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বকে অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা করেও উদ্দীপক এবং প্রশ্ন প্রণয়ন করা যাবে না। মনে রাখতে হবে যে, কারিকুলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকের তথ্যের আলোকে শিক্ষার্থীর চিন্তা করার দক্ষতা কোন স্তরে অবস্থান করছে তা মূল্যায়ন করাই প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও পরীক্ষার উদ্দেশ্য। হিংসা বা বিদ্বেষ ছড়াতে পারে, মানহানির ঘটনা ঘটতে পারে এমন উদ্দীপক বা প্রশ্ন কোনোভাবেই প্রণয়ন করা যাবে না। **[পরিশিষ্ট 'চ': পরিপত্র]**

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কাজ-১: নীতিমালার ভিত্তিতে সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ত্রুটি চিহ্নিতকরণ ও সংশোধন।

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক–

- নীরব পাঠ ও সমবেত আলোচনার মাধ্যমে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট করবেন;
- প্রশিক্ষণার্থীগণকে ৫টি দলে বিভক্ত করবেন;
- প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি প্রশ্নের (**পরিশিষ্ট 'ছ'**) ত্রুটি চিহ্নিত করতে বলবেন;
- দলে আলোচনা করে ঐকমত্যের ভিত্তিতে পোস্টার তৈরি করতে বলবেন;
- প্রতি দলের ৫/৬টি প্রশ্ন সম্পর্কিত কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন;
- নীতিমালার আলোকে কোথায় ত্রুটি রয়েছে তা প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন এবং প্রশিক্ষণার্থীগণ উত্তর দিতে ব্যর্থ হলে প্রয়োজনে নিজে প্রশ্নের ত্রুটি ধরিয়ে দিবেন;
- ত্রুটি কীভাবে সংশোধন করা যায় তা প্রশিক্ষণার্থীগণের কাছে জানতে চাইবেন এবং প্রয়োজনে সংশোধন করে ত্রুটিমুক্ত প্রশ্ন প্রণয়নে সহায়তা করবেন (এক্ষেত্রে **পরিশিষ্ট 'জ'** এর সহায়তা নিবেন);
- উপস্থাপিত কাজের সংশোধনের সাথে সাথে অন্যান্য দলের দলগত কাজটি সংশোধন করতে বলবেন।

কাজ-২: নীতিমালার আলোকে তিন প্রকারের এবং চার দক্ষতার ৪টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়ন।

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে তিন প্রকারের এবং চার দক্ষতার ৪টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়ন করতে বলবেন;
- প্রশিক্ষণার্থীগণকে ৫টি দলে বিভক্ত করবেন;
- দলগত আলোচনার মাধ্যমে তিন প্রকারের এবং চার দক্ষতার ৪টি প্রশ্ন চূড়ান্ত করে পোস্টার তৈরি করতে বলবেন;
- প্রতিটি দলকে চূড়ান্তকৃত ৪টি প্রশ্ন উপস্থাপন করতে বলবেন;
- নীতিমালার আলোকে উপস্থাপিত বহুনির্বাচনি প্রশ্নগুলোর ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে আলোচনা করবেন;
- সমবেত আলোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণের ধারণা স্পষ্ট করবেন।

প্রথম দিবস শেষে বাড়ির কাজ: প্রশিক্ষক প্রত্যেক দলের সদস্যদের মধ্যে সকল অধ্যায় বন্টন করে দিবেন। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী তার জন্য বরাদ্দকৃত অধ্যায়/অধ্যায়সমূহ থেকে জ্ঞান স্তরের ৩টি, অনুধাবন স্তরের ২টি, প্রয়োগ স্তরের ১টি, অভিন্ন উদ্দীপক থেকে ২টি (প্রয়োগ ১টি ও উচ্চতর দক্ষতা ১টি) মোট ৮টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়ন করবেন। উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক দলকে পরবর্তী দিন সকল অধ্যায়ের সমন্বয়ে এক সেট প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে হবে।

দ্বিতীয় দিবস: অধিবেশন ১, ২, ৩ ও ৪

প্রশিক্ষণের বিষয়	:	**বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও নির্দেশক ছকে উপস্থাপন**
শিখনফল	:	এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- ● একসেট বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে পারবেন; ● নির্দেশক ছকের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল: সমবেত আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ, উপস্থাপনা।
প্রশিক্ষণ উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার, মাস্কিং টেপ, সাইন পেন ইত্যাদি।

তথ্যপত্র

এসএসসি/দাখিল পরীক্ষা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণেতাগণকে বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র তৈরি এবং তা একটি নির্দেশক ছকে উপস্থাপন করতে হবে। এর ফলে বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং পরীক্ষা সংস্কার সংক্রান্ত সরকারের নীতিমালা যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে কি না তা সহজে বোঝা যাবে।

নির্দেশক ছক (Specification Grid)

১. বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রে যে বিষয়বস্তু এবং চিন্তন দক্ষতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে নির্দেশক ছক তা ব্যাখ্যা করে।
২. নির্দেশক ছকের কলামে পাঠ্যপুস্তকের অধ্যায়গুলো উল্লেখ থাকে।
৩. দক্ষতার চারটি স্তর ক্রমানুযায়ী সারিতে (Row) সাজানো হয়।
৪. বিষয়বস্তু এবং দক্ষতার স্তর অনুযায়ী প্রশ্নের ক্রমিক সংখ্যা উল্লেখ করে নির্দেশক ছকটি পূরণ করা হয়। প্রশ্নের ক্রমিক সংখ্যাটি ছকের যথাযথ ঘর (Box)-এ বসানো হয়।
৫. শিক্ষাক্রমে যে বিষয়টিতে জোর দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে প্রশ্নের সংখ্যা স্থির করা হয়। যদি প্রতিটি ক্ষেত্রকেই সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে তবে প্রশ্নের সংখ্যা প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমভাবে বণ্টন করা উচিত।
৬. উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্ন যত বেশি হয়, পরীক্ষার্থীদের সক্ষমতার মধ্যে তত বেশি পার্থক্য প্রত্যাশা করা যায়। প্রশ্নপত্রে চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তরের ভিত্তিতে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের শতকরা হার নিম্নরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়:

জ্ঞান স্তর	-	৩০-৪০%
অনুধাবন স্তর	-	৩০-৪০%
প্রয়োগ স্তর	-	১০-২০%
উচ্চতর দক্ষতা স্তর-		১০-২০%

বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রে জ্ঞান ও অনুধাবন স্তরের ৭০% এবং প্রয়োগ ও উচ্চতর স্তরের ৩০% প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত হবে।

নির্দেশক ছকের উদ্দেশ্য

১. বিষয়বস্তু এবং চিন্তন দক্ষতার স্তর বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রে কীভাবে বিন্যস্ত রয়েছে তা টেবুলার ফরমেটে ব্যাখ্যা করা।
২. একটি প্রত্যাশিত মানের সঙ্গে এ নির্দেশক ছকের তুলনা করা এবং নির্দেশক ছকের কোথায় সংশোধন দরকার সে বিষয়ে সুপারিশ করা।
৩. নির্দেশক ছকের প্রতিটি ঘর (Box)-এর মধ্যে যে প্রশ্নসংখ্যা রয়েছে তা শিক্ষাক্রমকে যথাযথ প্রতিফলন করে কিনা তা নিশ্চিত করা।

নির্দেশক ছকের গুরুত্ব

১. শিক্ষাক্রমে উল্লেখিত সমগ্র বিষয়বস্তু এবং চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তরের প্রশ্ন আনুপাতিক হারে প্রশ্নপত্রে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কিনা তা নির্দেশক ছকের মাধ্যমে খুব সহজেই এবং দ্রুত বোঝা যায়।

২. পরীক্ষার উত্তরপত্র বিশ্লেষণের (Post exam. analysis) মাধ্যমে প্রতিটি প্রশ্নের যথার্থতা নির্ণয় করার ক্ষেত্রে নির্দেশক ছক প্রয়োজন।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কাজ-১: বাড়ির কাজে প্রণীত বহুনির্বাচনি প্রশ্ন উপস্থাপন (৩০+১০০ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক–

- পূর্বে গঠিত দলে বসে বাড়ির কাজে প্রণীত প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে বলবেন;
- প্রতি দল থেকে ঐকমত্যের ভিত্তিতে তিন প্রকারের চার দক্ষতার ৪টি প্রশ্ন নির্বাচন করে পোস্টার তৈরি করতে বলবেন;
- প্রত্যেক দলকে পর্যায়ক্রমে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপনের সময় প্রশিক্ষণার্থীগণের যৌক্তিক মতামতের ভিত্তিতে প্রশ্ন পরিমার্জন করতে বলবেন;
- প্রয়োজনে নিজস্ব পর্যবেক্ষণের আলোকে প্রশ্ন পরিমার্জন করে দিবেন।

কাজ-২: অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন পরিমার্জন ও পুনঃউপস্থাপন (৩০+১০০ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক–

- পূর্বে গঠনকৃত দলে বসে পূর্বের কাজের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রশ্নগুলো পুনরায় পরিমার্জন করতে বলবেন;
- প্রতি দল থেকে ঐকমত্যের ভিত্তিতে তিন প্রকারের চার দক্ষতার ৪টি প্রশ্ন নির্বাচন করে (পূর্বে উপস্থাপিত প্রশ্ন ব্যতীত) পোস্টার তৈরি করতে বলবেন;
- প্রত্যেক দলকে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপনের সময় প্রশিক্ষণার্থীগণের যৌক্তিক মতামতের ভিত্তিতে প্রশ্ন পরিমার্জন করতে বলবেন;
- প্রয়োজনে নিজস্ব পর্যবেক্ষণের আলোকে প্রশ্ন পরিমার্জন করে দিবেন।

কাজ-৩: একসেট বহুনির্বাচনি প্রশ্ন চূড়ান্তকরণ ও নির্দেশক ছকে উপস্থাপন (১১৫ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক–

- অধিবেশনের তথ্যপত্রটি নীরবে পাঠ করতে বলবেন;
- প্রশ্নোত্তর এবং সমবেত আলোচনার মাধ্যমে নির্দেশক ছকের (**পরিশিষ্ট-ঝ**) ধারণা ও গুরুত্ব স্পষ্ট করবেন;
- প্রত্যেক দলকে পূর্বের কাজের অভিজ্ঞতার আলোকে একসেট প্রশ্নপত্র চূড়ান্ত করতে বলবেন;
- সেট চূড়ান্ত করার প্রয়োজনে প্রতিটি দলকে নতুন করে প্রশ্ন প্রণয়ন করতে বলবেন;
- তৈরিকৃত সেটের সঠিক উত্তরের (Answer Key) ছক **(পরিশিষ্ট-ঞ)** পূরণ করতে বলবেন;
- প্রত্যেক দলকে তাঁদের তৈরিকৃত প্রশ্ন সেটের আলোকে নির্দেশক ছক পূরণ করতে বলবেন;
- প্রত্যেক দলকে তাঁদের তৈরিকৃত প্রশ্নপত্র, সঠিক উত্তরের (Answer Key) ছক ও পূরণকৃত নির্দেশক ছক সরবরাহকৃত খামে ভরে জমা দিতে বলবেন। (**প্রতিটি খামের ওপর সংশ্লিষ্ট দলের নাম লিখতে হবে**)

তৃতীয় দিবস: অধিবেশন ১, ২, ৩ ও ৪
(০৯:০০-০৫:০০)

প্রশিক্ষণের বিষয়	:	**বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধন ও সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো**
শিখনফল	:	এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- ● এক সেট বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধন করতে পারবেন; ● সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো বর্ণনা করতে পারবেন;

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল: সমবেত আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ, উপস্থাপনা।
প্রশিক্ষণ উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার, মাস্কিং টেপ, সাইন পেন ইত্যাদি।

তথ্যপত্র

প্রশ্ন পরিশোধন এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে প্রতিটি প্রশ্ন যথাযথভাবে লিখিত কি না, পরীক্ষার জন্য উপযোগী কি না এবং একটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থা প্রশ্নপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে কি না তা যাচাই করা হয়। পরিশোধনের মাধ্যমে প্রশ্ন যাচাই বাছাই করা হয় যাতে সুসমন্বিত ও যথাযথ প্রশ্নপত্র তৈরি করা যায়। পরিশোধন ব্যাতীত প্রশ্নপত্রে দুর্বলভাবে লিখিত প্রশ্ন, একই ধারণা ও বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি অথবা সম্পূর্ণভাবে দুর্বোধ্য প্রশ্ন সন্নিবেশিত হতে পারে। পরিশোধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায় যে প্রতিটি প্রশ্ন এবং চূড়ান্তভাবে প্রণীত প্রশ্নপত্র পরীক্ষা নেওয়ার উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং উচ্চ গুণগত মানসম্পন্ন কি না। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নির্দিষ্ট কোনো শিক্ষার্থীদের জন্য পক্ষপাতদুষ্ট হবে না।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

- প্রতিটি প্রশ্ন অবশ্যই কারিকুলামের নির্দেশনার আলোকে বিষয়বস্তু ও দক্ষতা যাচাইয়ের উপযোগী হবে।
- বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রে চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তরের প্রশ্ন অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত হতে হবে এবং একটি নির্দেশক ছকে দক্ষতা ও বিষয়বস্তু অনুযায়ী প্রশ্নের/আইটেমের বণ্টন দেখাতে হবে।
- প্রশ্নের উত্তরে ব্যবহৃতব্য যে সকল **তথ্য/সংখ্যা পরিবর্তনশীল** সে সকল তথ্য জানার জন্য প্রশ্ন করা যাবে না।
- বিভিন্ন ধরনের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন, বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন এবং অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন) প্রশ্নপত্রে অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।
- বহুনির্বাচনি প্রশ্ন হবে সুস্পষ্টভাবে লিখিত অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের মধ্যে অবশ্যই কোনো রকমের অস্পষ্টতা/দ্ব্যর্থকতা সৃষ্টি করবে না।
- একটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নে অবশ্যই একটি মাত্র সঠিক উত্তর থাকবে।
- বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরগুচ্ছে সঠিক উত্তরের ক্রমবিন্যাস এমনভাবে করতে হবে যেন অনুমান করে সঠিক উত্তর প্রদানের সুযোগ হ্রাস পায়।
- প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নে অবশ্যই এমন ৩টি বিক্ষেপক (Distractors) থাকবে যেগুলো শিক্ষার্থীদের নির্বাচন করার সম্ভাবনা থাকবে। প্রতিটি বিকল্প উত্তর অন্তত শতকরা ৫% পরীক্ষার্থীদের নির্বাচন করার সম্ভাবনা থাকতে হবে।
- উদ্দীপকে কোনভাবেই যেন উত্তর/'উত্তর পাওয়ার নির্দেশনা বা ইঙ্গিত' না থাকে।
- সুনির্দিষ্ট শিখনফল অর্জন পরিমাপে প্রতিটি প্রশ্নের উপযোগিতা থাকতে হবে।
- গুরুত্বহীন (Trivial) বিষয় জানার জন্য প্রশ্ন করা যাবে না।
- একটি প্রশ্নপত্রের শুরুতে যেন কঠিন প্রশ্ন না থাকে। একাধিক প্রশ্নপত্র সেট তৈরির ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন প্রশ্নপত্রে প্রশ্নের কাঠিন্যের বিন্যাসে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন সেটের মধ্যে ভারসাম্য নিশ্চিত হয়।
- সমাজে বা জনগোষ্ঠীর কোন অংশে বিরূপ এবং নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হতে পারে এমন কোনো প্রশ্ন প্রণয়ন থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

- পরিশোধকগণ নিশ্চিত করবেন যেন প্রশ্নপত্রের ৭০% জ্ঞান ও অনুধাবন স্তর এবং ৩০% প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা স্তর যাচাই করার উপযোগী হয়।
- ভাষার সঠিকতা, বিশেষ করে দ্ব্যর্থকতা/অস্পষ্টতা, বানান, যতিচিহ্নের ব্যবহার, পুনরাবৃত্তি ও উপযুক্ত শব্দের ব্যবহার - এসব বিষয় পরীক্ষা করে দেখা;
- ডায়াগ্রাম, চার্ট, গ্রাফ, সারণি সঠিকভাবে অঙ্কন করা হয়েছে কিনা এবং এগুলোর আলোকে তৈরি প্রশ্নের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা পরীক্ষা করা;
- প্রশ্নপত্রের সার্বিক ভারসাম্য উপযুক্ত ও সঠিকভাবে বিন্যস্ত কি না, অন্যান্য প্রশ্নের সাথে প্রাবরণ (Overlap) করেছে কি না অথবা বহুনির্বাচনি প্রশ্ন, সৃজনশীল প্রশ্ন ও সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের মধ্যে প্রাবরণ (Overlap) হচ্ছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখা।

সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো

একটি সৃজনশীল প্রশ্নের শুরুতে একটি নতুন পরিস্থিতিযুক্ত উদ্দীপক এবং উদ্দীপক সংশ্লিষ্ট চারটি প্রশ্ন থাকে। প্রশ্ন চারটি কাঠিন্যের ক্রমানুসারে পর্যায়ক্রমে থাকে। একটি সৃজনশীল প্রশ্ন চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর যাচাই করতে পারে। প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ১০ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

সৃজনশীল প্রশ্নের প্রথম অংশটি (ক) জ্ঞান স্তরের যা সহজ ও নিতান্তই স্মৃতিনির্ভর। প্রশ্নটি স্মৃতিনির্ভর হলেও তা যেন অর্থবহ এবং শিক্ষণীয় হয়। এ অংশটির জন্য ১ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

সৃজনশীল প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ (খ) হলো অনুধাবন স্তরের প্রশ্ন। এর মাধ্যমে শিক্ষাক্রমের আওতায় পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু অনুধাবন করার ক্ষমতা যাচাই করা হয়। পাঠ্যবইয়ে বিভিন্ন ঘটনা বা বিষয়বস্তুর বিবরণ দেওয়া থাকে। এ ধরনের প্রশ্নে সরাসরি পাঠ্যবইয়ের অনুরূপ বিবরণ জানতে চাওয়া হয় না। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে বিষয়বস্তু সম্পর্কে ব্যাখ্যা বা বর্ণনা দিতে বলা হয়। প্রশ্নের এ অংশের জন্য ২ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

প্রশ্নের তৃতীয় অংশটি (গ) হলো প্রয়োগ স্তরের প্রশ্ন। সৃজনশীল প্রশ্নের এ অংশটি ভালোমানের নতুন পরিস্থিতিযুক্ত উদ্দীপকের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ উদ্দীপক যদি খুব মানসম্পন্ন হয় তবে প্রয়োগ দক্ষতার প্রশ্নটি প্রণয়ন করা সম্ভব। এ প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পাঠ্যবইয়ে থাকবে। পাঠ্যবইয়ের তথ্য এবং এর অনুধাবন উদ্দীপকে বর্ণিত নতুন পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী প্রয়োগ করবে। পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থী ভালোভাবে পড়লে সে বিষয়ে তার স্পষ্ট ধারণা হবে এবং সেটা নতুন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর প্রয়োগ করার ক্ষমতাই প্রয়োগ দক্ষতা। প্রশ্নের এ অংশের জন্য ৩ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

সৃজনশীল প্রশ্নের চতুর্থ অংশটি (ঘ) হচ্ছে উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্ন। এ স্তরের প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিচার-বিবেচনা করার দক্ষতা, কোনো বিষয় বা ঘটনা বিশ্লেষণ করার দক্ষতা, সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতা ইত্যাদি যাচাই করা হয়। এ প্রশ্নের উত্তর করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পাঠ্যবইয়ে থাকবে এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য নতুন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করে শিক্ষার্থী তার বিচার-বিশ্লেষণের, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ও মূল্যায়নের দক্ষতা প্রকাশের সুযোগ পাবে। প্রশ্নের চতুর্থ অংশটির জন্য ৪ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।
[পরিশিষ্ট 'ট' : সৃজনশীল প্রশ্নের নমুনা]

পরীক্ষা অধিক অর্থবহ এবং শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রাখার ক্ষেত্রে সৃজনশীল প্রশ্নে উদ্দীপক বা নতুন পরিস্থিতি অপরিহার্য। একটি সৃজনশীল প্রশ্নের ক, খ, গ ও ঘ অংশ উদ্দীপকের আলোকে প্রণয়ন করতে হবে। উদ্দীপক না পড়ে বা না দেখেও প্রশ্নের 'ক' ও 'খ' অংশের উত্তর দেওয়া সম্ভব হতে পারে। তবে উদ্দীপকের সাথে প্রশ্নের 'ক' ও 'খ' অংশের একটি পরোক্ষ যোগসূত্র রয়েছে। যে অধ্যায় বা অধ্যায়সমূহের বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে উদ্দীপক তৈরি করা হয় সে অধ্যায় বা অধ্যায়সমূহের বিষয়বস্তুর আলোকেই 'ক' ও 'খ' প্রশ্নসমূহ করা হয়। কিন্তু 'গ' ও 'ঘ' অংশের উত্তর উদ্দীপক বিবেচনায় না এনে করা সম্ভব হবে না। উল্লেখ্য, একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের উত্তরে পুনরাবৃত্তি পরিহার করতে হবে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কাজ-১: একসেট বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধন ও উপস্থাপন (২৭০ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক–

- পূর্বের দিনের প্রশ্নপত্রের খামগুলো বিভিন্ন দলের মধ্যে লটারির মাধ্যমে বণ্টন (নিজ দলের খাম ব্যতীত) করে দিবেন;
- প্রতিটি দলকে প্রাপ্ত প্রশ্নপত্র, নির্দেশক ছক ও সঠিক উত্তরের ছক পরিশোধন করতে বলবেন;
- পরিশোধনের সময় তথ্যপত্রের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে বলবেন;
- পরিশোধনের বিষয়গুলো নোট রাখতে বলবেন;
- এক সেট যথার্থ প্রশ্নপত্র তৈরির লক্ষ্যে প্রয়োজন হলে নতুন প্রশ্ন প্রণয়ন করতে বলবেন;
- প্রশ্নপত্র, নির্দেশক ছক ও সঠিক উত্তরের ছকের কোন কোন ক্ষেত্রে কী কী পরিশোধন/পরিবর্তন করা হয়েছে তা যুক্তিসহ প্রত্যেক দলকে পোস্টারে/মাল্টিমিডিয়ায় উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপনের সময় প্রশ্নপত্র প্রণয়নকারী দলকে পরিশোধন বিষয়ে মতামত প্রদান করতে বলবেন;
- পরিশোধনের বিষয়ে যেকোনো সিদ্ধান্ত ঐক্যমতের ভিত্তিতে গ্রহণ করবেন।

কাজ-২: সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও প্রশ্ন প্রণয়ন (১০৫ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক–

- নীরব পাঠ ও সমবেত আলোচনার মাধ্যমে সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট করবেন;
- প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো অনুযায়ী একটি প্রশ্ন তৈরি করতে বলবেন;
- প্রশিক্ষণার্থীগণকে নতুনভাবে ৫টি দলে বিভক্ত করবেন;
- এককভাবে প্রণীত প্রশ্নগুলো দলে আলোচনা করে ১টি প্রশ্ন চূড়ান্ত করে পোস্টারে লিখতে বলবেন;
- তৈরিকৃত পোস্টারগুলো দেয়ালে/বোর্ডে টাঙিয়ে দিতে বলবেন;
- প্রত্যেক দলকে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপনের সময় প্রশিক্ষণার্থীগণের যৌক্তিক মতামতের ভিত্তিতে প্রশ্ন পরিশোধন করতে বলবেন;
- প্রয়োজনে নিজস্ব পর্যবেক্ষণের আলোকে প্রশ্ন পরিশোধন করে দিবেন।

তৃতীয় দিবস শেষে বাড়ির কাজ: প্রশিক্ষক প্রত্যেক দলের সদস্যদের মধ্যে সকল অধ্যায় বন্টন করে দিবেন। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী তার জন্য বরাদ্দকৃত অধ্যায়/অধ্যায়সমূহ থেকে ২টি সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন করবেন। উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক দলকে পরবর্তী দিন সকল অধ্যায়ের সমন্বয়ে এক সেট প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে হবে।

চতুর্থ দিবস: অধিবেশন ১, ২, ৩ ও ৪
(০৯:০০-০৫:০০)

প্রশিক্ষণের বিষয়	:	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স) ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন
শিখনফল	:	এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- • নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স) ও নমুনা উত্তরের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন; • প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর লিখতে পারবেন; • নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স) ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন করতে পারবেন;

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল : সমবেত আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ, নীরব পাঠ, উপস্থাপনা।
প্রশিক্ষণ উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার, মাস্কিং টেপ, সাইন পেন ইত্যাদি।

তথ্যপত্র

নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Rubrics)

একটি উত্তরপত্র যদি দু'জন ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষক দ্বারা মূল্যায়ন করা হয় তবে সেই দু'জন পরীক্ষকের প্রদত্ত নম্বরের মাঝে পার্থক্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা উত্তরপত্র মূল্যায়নের সময় পরীক্ষকের মানসিক গড়ন (বিশ্বাস, মূল্যবোধ, মেজাজ-মর্জি), শারীরিক অবস্থা (সুস্থতা, ক্লান্তি, অবসাদ) এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ইত্যাদি প্রভাব বিস্তার করে। এমনকি একজন পরীক্ষক যদি একই উত্তরপত্র ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মূল্যায়ন করেন তাহলে সকালে যে নম্বর তিনি দিবেন বিকেলে হয়তো সেই নম্বর নাও দিতে পারেন। নম্বর প্রদানের এই তারতম্য কমিয়ে আনার জন্য নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Rubrics) ব্যবহৃত হয়। Rubrics একটি দাঁড়িপাল্লা (পরিমাপক) স্বরূপ যার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীর শিখন কতটুকু হয়েছে তা যাচাই করা হয়। Rubrics সাধারণত দু' রকমের- বিশ্লেষণধর্মী (Analytical) এবং সার্বিক (Holistic)।

সার্বিক (Holistic): একজন পরীক্ষার্থীর একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর লিখিত একটি রচনা বা মৌখিক উপস্থাপনা মূল্যায়নের সময় যদি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য (যেমন : বাক্যগঠন, শব্দচয়ন, উপস্থাপনা) পৃথকভাবে বিবেচনায় না নিয়ে সব বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণার ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীর কাজের (Performance) মূল্যায়ন করা হয় তবে তাই হচ্ছে সার্বিক নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Holistic Rubrics)। যেমন ১০ নম্বরের একটি রচনায় কখনো একজন পরীক্ষার্থী হয়তো ৮ নম্বর পেয়েছেন। এক্ষেত্রে পরীক্ষক পরীক্ষার্থীর প্রশ্নের উত্তরের থেকে একটি সামগ্রিক ধারণা লাভ করে নম্বর প্রদান করেছেন অর্থাৎ সার্বিক নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ব্যবহার করেছেন। সার্বিক নম্বর প্রদান নির্দেশিকা একজন শিক্ষার্থীর প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর (content) উপর দখল অথবা নৈপুণ্য/কুশলতা (skill/proficiency) অথবা বোঝার ক্ষমতাকে বিবেচনায় নেয়া হয়। সাধারণত সামষ্টিক মূল্যায়নের (Summative Assessment) সময় Holistic Rubrics ব্যবহৃত হয়।

বিশ্লেষণধর্মী (Analytical): একজন পরীক্ষার্থীর একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর লিখিত একটি রচনা বা মৌখিক উপস্থাপনা মূল্যায়নের সময় যদি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য (যেমন : বাক্যগঠন, শব্দচয়ন, উপস্থাপনা) পৃথকভাবে বিবেচনায় নিয়ে পরীক্ষার্থীর কাজের (Performance) মূল্যায়ন করা হয় তবে তা হচ্ছে বিশ্লেষণধর্মী নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Analytical Rubrics)। এক্ষেত্রে প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট শিখনফল মূল্যায়নের জন্য প্রথমে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা হয় এবং প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের কাঠিন্যের ধারাবাহিকতার (degree of difficulty level) আলোকে নম্বর/পয়েন্ট বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। পরীক্ষার্থীর কাজকে (Performance) প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের আলোকে মূল্যায়ন করা হয়। এতে করে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থী/শিক্ষার্থীর দুর্বলতা চিহ্নিত করে সেই আলোকে তাকে সুনির্দিষ্ট ফিডব্যাক (feedback) দেয়া যায়। যেমন একজন শিক্ষার্থীর লিখিত রচনায় দেখা গেল যে বাক্যগঠনে দুর্বলতা রয়েছে। তাহলে শিক্ষক বুঝবেন যে শিক্ষার্থীকে বাক্যগঠনের উপর ফিডব্যাক দিতে হবে। Analytical Rubrics সাধারণত গঠনমূলক মূল্যায়নে (Formative Assessment) এ ব্যবহৃত

হয়। এতে করে শিক্ষার্থীও জানতে পারে কোন কোন বৈশিষ্ট্যের আলোকে তাকে মূল্যায়ন করা হবে এবং সে অনুযায়ী শিক্ষার্থী নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে।

শিখনফল Rubrics তৈরির মূল বিবেচ্য বিষয়। যে বৈশিষ্ট্য (Criteria) এর আলোকে শিখনফল অর্জিত হবে সেই বৈশিষ্ট্যসমূহের ব্যাখ্যা (Discriptor) সুস্পষ্ট হতে হবে। একজন শিক্ষার্থী কী লিখলে সর্বোচ্চ নম্বর পাবেন তা Rubrics লেখার সময় প্রথমেই লিখতে হবে। ক্রমান্বয়ে নিচের স্তরের বৈশিষ্ট্যগুলোর ব্যাখ্যা লিখতে হবে।

শিখনফল: শিক্ষার্থী শুদ্ধরূপে বিনা বেতনে অধ্যয়নের জন্য একটি দরখাস্ত লিখতে পারবে।

একটি শুদ্ধ দরখাস্তের বৈশিষ্ট্য কী কী হতে পারে তা Rubrics তৈরির সময় বিবেচনা করতে হবে। অর্থাৎ যে বৈশিষ্ট্যের আলোকে দরখাস্ত মূল্যায়ন করা হবে তা Rubrics এর অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকৃতপক্ষে শিখনফলের অংশবিশেষ।

একটি আনুষ্ঠানিক দরখাস্ত মূল্যায়নের সময় সাধারণত নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো বিবেচনা করা হয় :

- সঠিক গঠন (corrcet formate)
- শুদ্ধ বানান এবং যতিচিহ্ন (correct spelling and punctuation)
- আনুষ্ঠানিক ভাষা (formal language)
- শুদ্ধ ব্যাকরণের ব্যবহার এবং শব্দ চয়ন (accurate grammar and vocabulary)

আনুষ্ঠানিক দরখাস্তের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য/দিক বিবেচনা করে বিশ্লেষণধর্মী বা সার্বিক মূল্যায়নের রূপকল্প (Analytical/Holistic Rubrics) তৈরি করা যায়।

সার্বিক নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Holistic Rubrics)

Score	বর্ণনা (Descriptor)
৩	গঠন ঠিক আছে, বানান, যতিচিহ্ন, ব্যাকরণ এবং শব্দচয়ন শুদ্ধভাবে ব্যবহৃত হয়েছে; আনুষ্ঠানিক ভাষা (formal language) ব্যবহৃত হয়েছে।
২	গঠন সাধারণভাবে ঠিকই আছে; বানান, যতিচিহ্ন, ব্যাকরণ এবং শব্দচয়ন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুদ্ধ আছে; অল্প -কিছু জায়গা ছাড়া আনুষ্ঠানিক ভাষাই ব্যবহৃত হয়েছে।
১	ভাষা গঠনে ভুল রয়েছে; বানান, যতিচিহ্ন, ব্যাকরণ, শব্দচয়ন অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঠিক নেই। সাধু ও চলিত ভাষার বহুল মিশ্রণ এবং অনানুষ্ঠানিক ভাষার (informal language) ব্যবহার হয়েছে।
০	বানান, যতিচিহ্ন, ব্যাকরণ, শব্দচয়ন, ভাষা গ্রহণযোগ্য নয়/ উত্তর দেয়নি।

বিশ্লেষণধর্মী নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Analytical Rubrics)

নম্বর স্কোর	গঠন (format)	বানান এবং যতিচিহ্নের ব্যবহার	ভাষা	শব্দচয়ন এবং ব্যাকরণ
৩	সঠিক গঠন	বানান এবং যতিচিহ্নের সঠিক ব্যবহার হয়েছে	আনুষ্ঠানিক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে	শুদ্ধ শব্দচয়ন এবং ব্যাকরণ অনুসরণ করা হয়েছে
২	গঠনে কিছুটা ভুল রয়েছে	বানান এবং যতিচিহ্ন অধিকাংশই সঠিক	অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আনুষ্ঠানিক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।	অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সঠিক শব্দচয়ন ও ব্যাকরণ অনুসরণ করা হয়েছে।
১	গঠনে খুব বেশি ভুল হয়েছে	বানান এর ব্যবহার মোটামুটিভাবে ঠিক/শুদ্ধ আছে	ভাষা ব্যবহারে মোটামুটিভাবে আনুষ্ঠানিক	শব্দচয়ন এবং ব্যাকরণ মোটামুটিভাবে ঠিক আছে
০	সঠিক গঠন নেই/কোনো উত্তর দেয়নি	বানান এবং যতিচিহ্নের ব্যবহারে ভুল রয়েছে। উত্তর দেয়নি।	আনুষ্ঠানিক ভাষার ব্যবহার নেই; উত্তর দেয়নি	শব্দচয়ন ও ব্যাকরণের ব্যবহারে ভুলের মাত্রা ব্যাপক, উত্তর দেয়নি

উপরের নম্বর প্রদান নির্দেশিকায় এটি স্পষ্টতর প্রতীয়মান যে শিখনফলের চাহিদার আলোকে নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (সার্বিক বা বিশ্লেষণধর্মী) তৈরি করতে হচ্ছে। সে সকল বিষয়ের বানান, শব্দচয়ন, বাক্য গঠন ইত্যাদির ওপর চাহিদা থাকে। সেই সকল বিষয়ের নম্বর প্রদান নির্দেশিকায় তার প্রতিফলন থাকতে হবে। যে সকল বিষয়ে বানান, শব্দচয়ন বা বাক্যগঠনের চেয়ে বিষয়বস্তুর ওপর জোর দেওয়া হয় সে সকল বিষয়ের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা তৈরির সময় বিষয়বস্তুর চিন্তার গভীরতার আলোকে নম্বর প্রদান নির্দেশিকা তৈরি করতে হয়।

সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরের জন্য সার্বিক নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সৃজনশীল প্রশ্নপত্রে নম্বর প্রদান নির্দেশিকায় শিখনফলগুলো দক্ষতা স্তরের সাথে সম্পর্কিত। সুতরাং সংশ্লিষ্ট দক্ষতা স্তরের বিপরীতে বিষয়বস্তুর আলোকে শিক্ষার্থীর দক্ষতা চাওয়া হচ্ছে তার পরিপূর্ণ বর্ণনা নম্বর প্রদান নির্দেশিকায় লিখতে হবে।

সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর

সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নের সময়ে প্রশ্ন প্রণয়নকারীকে সম্ভাব্য নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর (Marking Guideline and Model Answer) তৈরি করতে হবে।

[পরিশিষ্ট 'ঠ' : সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর]

পরীক্ষার্থীর উত্তর প্রত্যাশিত দক্ষতা স্তরের না হয়ে নিম্নতর দক্ষতা স্তরের হতে পারে সে কারণেই নম্বর প্রদান নির্দেশিকায় আংশিক নম্বর পাওয়ার উপযোগী উত্তর উল্লেখ করা হয়। পরীক্ষার্থী প্রশ্নের অংশ (খ) তে ১ অথবা ২ নম্বর পেতে পারে। (গ) অংশে ৩ অথবা ২ অথবা ১ নম্বর পেতে পারে এবং (ঘ) অংশে ৪ অথবা ৩ অথবা ২ অথবা ১ নম্বর পেতে পারে। **ভগ্নাংশ নম্বর দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। লিখিত উত্তর গ্রহণযোগ্য না হলে শূন্য (০) পাবে।**

সৃজনশীল প্রশ্নের নমুনা উত্তর প্রস্তুতকরণ প্রশ্ন প্রণয়নকারীকে ত্রুটিমুক্ত প্রশ্ন তৈরিতে সাহায্য করতে পারে। আবার এ নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর পরীক্ষককে নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য নম্বর প্রদানেও নির্দেশনা দেয়। একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের উত্তরে পুনরাবৃত্তি পাওয়া গেলে বুঝা যাবে যে, প্রশ্নটি ত্রুটিমুক্ত নয়। এভাবে প্রশ্নের নমুনা উত্তর লেখা প্রশ্ন প্রণয়নকারীকে প্রশ্ন পরিমার্জনে নির্দেশনা দিয়ে থাকে।

উত্তর প্রদানে পরীক্ষার্থীদের স্বাধীনতা ও পরীক্ষকগণের নম্বর প্রদান

প্রশ্নপ্রণয়নকারীর তৈরি নমুনা উত্তর এবং পরীক্ষার্থীর লেখা উত্তর হুবহু একই হবে এমনটা আশা করা যায় না। উত্তর লেখার ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর শব্দ চয়ন, বাক্যগঠন, বাক্যবিন্যাস এবং উপস্থাপনা কৌশল স্বাভাবিকভাবেই ভিন্নতর হবে। প্রশ্নপ্রণয়নকারীর লেখা নমুনা উত্তরের কোনো বিকল্প সঠিক উত্তরও থাকতে পারে। প্রশ্নপ্রণয়নকারী হয়ত তা চিন্তা করতে পারেন নি কিন্তু পরীক্ষার্থীরা চিন্তা করতে পেরেছে। তাই পরীক্ষার্থীর উত্তর থেকে পরীক্ষককে সিদ্ধান্ত নিতে হবে পরীক্ষার্থীর উত্তর কতটুকু সঠিক এবং সে দক্ষতার কোন স্তরে অবস্থান করছে। পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র থেকে ধারণা নিয়ে নমুনা উত্তরে সংযোজন, বিয়োজন হতে পারে আবার সরবরাহকৃত নমুনা উত্তরের পাশাপাশি নতুন কোনো উত্তর নমুনা উত্তর হিসাবে আবির্ভূত হতে পারে।

প্রয়োগ বা উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা স্তরের প্রশ্নের উত্তর লেখার সময় পরীক্ষার্থী প্রথমে জ্ঞান তারপর অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা স্তরের উত্তর লিখবে - **এমনটা ভাবা যাবে না**। পরীক্ষার্থী জ্ঞান থেকে ক্রমান্বয়ে উচ্চতর দক্ষতা স্তরের উত্তর লিখতে পারে আবার নাও লিখতে পারে। পরীক্ষার্থীর লেখা সার্বিক উত্তর থেকে পরীক্ষক পরীক্ষার্থীর চিন্তার স্তর নির্ণয় করবেন। প্রকৃতপক্ষে উচ্চতর দক্ষতা স্তরের উত্তরের মধ্যে নিম্নতর স্তরের চিন্তন দক্ষতা অন্তর্নিহিত থাকে।

পরীক্ষার্থীরা ইচ্ছা অনুযায়ী একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের উত্তর আগে বা পরে লিখতে পারবে। আবার তারা কোনো একটি সৃজনশীল প্রশ্নের কোনো অংশ লিখে আর একটি প্রশ্নের কোনো অংশ লিখতে পারে। যেমন- কোনো একটি প্রশ্নের (ক) অংশের উত্তর লিখে অন্য কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে এবং পরে পূর্বের প্রশ্নটির (খ) অংশের উত্তর দিতে পারে। এ ধরনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে সতর্কতার সাথে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বর এবং অংশ শনাক্তকরণ বর্ণটি (ক, খ, গ, ঘ) সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে যে, নমুনা উত্তরের প্রয়োজন কী? নমুনা উত্তর লেখার ফলে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নপ্রণয়নকারী এবং পরিমার্জনকারীগণ প্রশ্নের ভুলত্রুটি চিহ্নিত ও সংশোধনের সুযোগ পান। এছাড়াও পরীক্ষক উত্তরপত্র মূল্যায়নের একটি নির্দেশনা পান; এর ফলে নম্বর প্রদানে অনাকাঙ্ক্ষিত প্রভাব হ্রাস পায়।

সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নের সময়ে প্রশ্ন প্রণয়নকারীকে সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (Model Answer) তৈরি করতে হবে। নমুনা উত্তর প্রশ্ন প্রণয়নকারীকে ত্রুটিমুক্ত প্রশ্ন তৈরিতে সাহায্য করতে পারে। একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের উত্তরে পুনরাবৃত্তি পাওয়া গেলে বুঝা যাবে যে, প্রশ্নটি ত্রুটিমুক্ত নয়।

উল্লেখ্য, নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর শুধু পরীক্ষক/শিক্ষকবৃন্দের ব্যবহারের জন্য। এটি শিক্ষার্থী/ পরীক্ষার্থীদের অনুসরণ/ব্যবহারের জন্য নয়।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কাজ-১: নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স)ও নমুনা উত্তরসহ একটি সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন, পরিশোধন ও উপস্থাপন (২১০ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক -

- নম্বর প্রদান নির্দেশিকার (রুব্রিক্স) ও নমুনা উত্তরের ধারণা ও গুরুত্ব সম্পর্কিত তথ্যপত্রের সংশ্লিষ্ট অংশটুকু নীরবে পাঠ করতে বলবেন;
- নীরব পাঠ শেষে প্রশ্নোত্তর ও সমবেত আলোচনার মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করবেন;
- প্রয়োজনে তথ্যপত্রের সহায়তা নিবেন;
- প্রত্যেককে বাড়ির কাজে প্রণীত ২টি প্রশ্নের যে কোনো ১টির রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তর লিখতে বলবেন;
- প্রশিক্ষণার্থীগণকে দলে বসে রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করতে বলবেন;
- দলগত ঐকমত্যের ভিত্তিতে রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ ১টি সৃজনশীল প্রশ্ন চূড়ান্ত করে পোস্টার/ মাল্টিমিডিয়ায় উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপিত কাজের উপর অন্য প্রশিক্ষণার্থীগণকে মতামত দিতে বলবেন;
- প্রয়োজনে নিজস্ব মতামতের মাধ্যমে রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্নটি সংশোধন করে দিবেন।

কাজ-২: একসেট সৃজনশীল প্রশ্ন চূড়ান্তকরণ (১৬৫ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক–

- পূর্বের কাজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রত্যেককে বাড়ির কাজে প্রণীত অবশিষ্ট প্রশ্নটির রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তর লিখতে বলবেন;
- দলে বসে রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ দলের সবগুলো সৃজনশীল প্রশ্ন আলোচনা করে পূর্বের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে বলবেন;
- দলগত ঐকমত্যের ভিত্তিতে রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ ১ সেট সৃজনশীল প্রশ্ন চূড়ান্ত করে খামে ভরে জমা দিতে বলবেন। **(প্রতিটি খামের ওপর সংশ্লিষ্ট দলের নাম লিখতে হবে)**

পঞ্চম দিবস: অধিবেশন ১, ২, ৩ ও ৪

প্রশিক্ষণের বিষয়	:	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পরিশোধন**
শিখনফল	:	এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- ● নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তরসহ এক সেট সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পরিশোধন করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল: সমবেত আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ, উপস্থাপনা।
প্রশিক্ষণ উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার, মাস্কিং টেপ, সাইন পেন ইত্যাদি।

তথ্যপত্র

সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন একটি সময় সাপেক্ষ এবং শ্রমসাধ্য কাজ। একটি মানসম্মত সৃজনশীল প্রশ্ন পত্রের জন্য সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন যথাযথ উপায়ে করতে হবে। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতির সাথে অভ্যস্ত করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিখন- শেখানো প্রক্রিয়া এবং অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও সৃজনশীল প্রশ্ন ব্যবহার করতে হবে।

সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও পরিশোধনে নিচের নির্দেশনাসমূহ অনুসরণে সচেষ্ট হতে হবে-

- যে বিষয়বস্তুকে নিয়ে প্রশ্ন করবেন তা শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।
- গুরুত্বহীন (Trivial) বিষয় জানার জন্য প্রশ্ন করা যাবে না।
- প্রশ্নের শুরুতে একটি মৌলিক, আকর্ষণীয় ও সংক্ষিপ্ত উদ্দীপক তৈরি করতে হবে। উদ্দীপক পাঠ্যপুস্তক থেকে সরাসরি নেওয়া যাবে না। তবে উদ্দীপক অবশ্যই শিক্ষাক্রম/সিলেবাস/পাঠ্যপুস্তকের কোনো বিষয়বস্তুর আলোকে প্রণীত হতে হবে।
- উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়বস্তুর আলোকেই চারটি প্রশ্ন (ক, খ, গ এবং ঘ অংশ) তৈরি করতে হবে।
- উদ্দীপকে কোনো প্রশ্নের উত্তর থাকবে না। বরং উদ্দীপক শিক্ষার্থীকে বিভিন্নভাবে চিন্তা করতে উৎসাহিত করবে।
- উদ্দীপক বিবেচনায় না রেখে 'ক' ও 'খ' অংশের উত্তর দেওয়া সম্ভব হতে পারে।
- উদ্দীপক বিবেচনায় না রেখে 'গ' ও 'ঘ' অংশের উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে না।
- একটি সৃজনশীল প্রশ্নের প্রতিটি অংশ তার সাথে সংশ্লিষ্ট দক্ষতা পরিমাপের উপযোগী হতে হবে।
- একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশ ('ক', 'খ', 'গ' ও 'ঘ' অংশ) উদ্দীপকের আলোকে গঠিত হলেও অংশসমূহ সংশ্লিষ্ট দক্ষতা পরিমাপের উপযোগী নাও হতে পারে। এ ক্ষেত্রে উদ্দীপক/প্রশ্ন সংশোধনের প্রয়োজন হয়।
- একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশ ('ক', 'খ', 'গ' ও 'ঘ' অংশ) এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যেন বিভিন্ন অংশের উত্তরে পুনরাবৃত্তি না ঘটে।
- একটি সৃজনশীল প্রশ্নপত্র এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যেন প্রশ্নপত্রের বিভিন্ন প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের উত্তরের পুনরাবৃত্তি না ঘটে।
- একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের পূর্ণ বা আংশিক উত্তরে (পূর্ণ বা আংশিক উত্তর বিভিন্নভাবে লেখা যেতে পারে) নম্বর প্রদান কী হবে তা প্রশ্ন প্রণয়নের সময় আগাম বিবেচনা করে নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ঠিক করে নিতে হয়।
- সৃজনশীল প্রশ্নের কোনো অংশের উত্তর প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্থাৎ তথ্য, তত্ত্ব, ধারণা, সূত্র ইত্যাদি অবশ্যই শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তকে থাকতে হবে।
- সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরির সময়ে কিছু ত্রুটি দৃষ্টিগোচর নাও হতে পারে। সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর তৈরি করার সময়ে প্রশ্নের সবলতা ও দুর্বলতা (ত্রুটি-বিচ্যুতি) দৃশ্যমান হবে এবং এর ভিত্তিতে প্রশ্ন সংশোধন করতে হবে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কাজ-১: সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পরিশোধন ও উপস্থাপন (১৩০ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক–

- পূর্বের দিনের প্রশ্নপত্রের খামগুলো বিভিন্ন দলের মধ্যে লটারির মাধ্যমে বণ্টন (নিজ দলের খাম ব্যতীত) করে দিবেন;
- প্রতিটি দলকে রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ প্রাপ্ত সৃজনশীল প্রশ্নপত্র থেকে ১টি প্রশ্ন পরিশোধন করতে বলবেন;
- পরিশোধনের সময় তথ্যপত্রের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে বলবেন;
- পরিশোধনের বিষয়গুলো নোট রাখতে বলবেন;
- রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্নটির কোন কোন ক্ষেত্রে কী কী পরিশোধন করা হয়েছে তা যুক্তিসহ প্রত্যেক দলকে পোস্টারে/মাল্টিমিডিয়ায় উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপনের সময় প্রশ্ন প্রণয়নকারী দলকে পরিশোধন বিষয়ে মতামত প্রদান করতে বলবেন;
- পরিশোধনের বিষয়ে যে কোনো সিদ্ধান্ত ঐক্যমতের ভিত্তিতে গ্রহণ করবেন।

কাজ-২: একসেট সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পরিশোধন ও উপস্থাপন (২৪৫ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক–

- পূর্বের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রতিটি দলকে রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সেটের অবশিষ্ট সৃজনশীল প্রশ্নগুলো পরিশোধন করতে বলবেন;
- পরিশোধনের সময় তথ্যপত্রের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে বলবেন;
- পরিশোধনের বিষয়গুলো নোট রাখতে বলবেন;
- এক সেট যথার্থ প্রশ্নপত্র তৈরির লক্ষ্যে প্রয়োজন হলে নতুন প্রশ্ন প্রণয়ন করতে বলবেন;
- রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সেটের অবশিষ্ট সৃজনশীল প্রশ্নে কোন কোন ক্ষেত্রে কী কী পরিশোধন করা হয়েছে তা যুক্তিসহ প্রত্যেক দলকে পোস্টারে/মাল্টিমিডিয়ায় উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপনের সময় প্রশ্নপত্র প্রণয়নকারী দলকে পরিশোধন বিষয়ে মতামত প্রদান করতে বলবেন;
- পরিশোধনের বিষয়ে যে কোনো সিদ্ধান্ত ঐক্যমতের ভিত্তিতে গ্রহণ করবেন।

পঞ্চম দিবস শেষে বাড়ির কাজ: প্রশিক্ষক প্রত্যেক দলের সদস্যদের মধ্যে সকল অধ্যায় বন্টন করে দিবেন। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী তার জন্য বরাদ্দকৃত অধ্যায়/অধ্যায়সমূহ থেকে রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ ৪টি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন প্রণয়ন করবেন। উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক দলকে পরবর্তী দিন সকল অধ্যায়ের সমন্বয়ে এক সেট (১৫/৭টি প্রশ্নের সমন্বয়ে) প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে হবে।

ষষ্ঠ দিবস: অধিবেশন ১,২,৩ ও ৪
(০৯:০০-০৫:০০)

প্রশিক্ষণের বিষয়	:	**সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের গঠন কাঠামো, প্রশ্ন প্রণয়ন এবং পরিশোধন**
শিখনফল	:	এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- • সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের গঠন কাঠামো ব্যাখ্যা করতে পারবেন; • রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সংক্ষিপ্ত উত্তর ও প্রশ্ন প্রণয়ন এবং পরিশোধন করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল: সমবেত আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ, নীরব পাঠ, উপস্থাপনা।
প্রশিক্ষণ উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার, মাস্কিং টেপ, সাইন পেন ইত্যাদি।

তথ্যপত্র

এসএসসি/সমমান ও দাখিল পরীক্ষার প্রশ্নের ধরন ও মানবন্টন বিষয়ে এনসিটিবি ২০২৫ সালে একটি নতুন নির্দেশনা জারী করে। নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্নের পাশাপাশি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন এবং বর্ণনামূলক প্রশ্ন পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত হবে। হিসাববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ২০ নম্বরের একটি আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণের প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নের ধরন ও নম্বর বিভাজন নিম্নরূপ-

বিষয়	বর্ণনামূলক প্রশ্ন
বাংলা ১ম পত্র (এসএসসি/সমমান)	• মোট বরাদ্দকৃত নম্বর ২০ • সহপাঠ থেকে ৪টি প্রশ্ন থাকবে • উপন্যাস থেকে ২টি, নাটক থেকে ২টি • উপন্যাস থেকে ১টি, নাটক থেকে ১টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে • প্রতিটি প্রশ্নের মোট নম্বর ১০ • প্রতি প্রশ্নের ২টি অংশ, ক অংশের জন্য ৩ এবং খ অংশের জন্য ৭ নম্বর *****২০২৬ সালেরএসএসসি পরীক্ষায় শুধু উপন্যাস থেকে ৪টি প্রশ্ন থাকবে***

বিষয়	সংক্ষিপ্ত-প্রশ্ন উত্তর
এসএসসি/সমমান এবং দাখিল পর্যায় গণিত, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, পৌরনীতি ও নাগরিকতা **শুধু এসএসসি/সমমান পর্যায়** বিজ্ঞান, বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, অর্থনীতি, ভূগোল ও পরিবেশ, ব্যবসায় উদ্যোগ, ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং, ইসলাম শিক্ষা, হিন্দুধর্ম শিক্ষা, বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা, খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা **শুধু দাখিল পর্যায়** বাংলা ১ম পত্র, ইসলামের ইতিহাস	• মোট বরাদ্দকৃত নম্বর ২০ • মোট ১৫টি প্রশ্ন থাকবে • যেকোনো ১০টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে • প্রতিটি প্রশ্নের জন্য ২ নম্বর বরাদ্দ থাকবে
এসএসসি/সমমান এবং দাখিল পর্যায় পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, কৃষিশিক্ষা, উচ্চতর গণিত, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান	• মোট বরাদ্দকৃত নম্বর ১০ • মোট ৭টি প্রশ্ন থাকবে • যেকোনো ৫টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে • প্রতিটি প্রশ্নের জন্য ২ নম্বর বরাদ্দ থাকবে

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়

১. শিখনফল: প্রতিটি প্রশ্ন অবশ্যই শিখনফলের আলোকে হতে হবে। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রশ্নটি যেন শিখনফল সংশ্লিষ্ট উপযুক্ত দক্ষতা স্তর ও বিষয়বস্তুর গভীরতাকে পরিমাপ করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

২. দক্ষতা স্তর: সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের ক্ষেত্রে অনুধাবন বা ব্যাখ্যা করার সক্ষমতা এবং প্রয়োগ করার সক্ষমতা যাচাই করতে হবে। প্রশ্নটি যেন সংশ্লিষ্ট দক্ষতা স্তর মূল্যায়নের উপযোগী হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োগ দক্ষতা যাচাই করার জন্য সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন প্রণয়ন করতে চাইলে প্রশ্নে ১/২ বাক্যে পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে। তবে প্রয়োজন হলে কিছু ক্ষেত্রে জ্ঞান দক্ষতা বা স্মরণ করার সক্ষমতা যাচাইয়ের জন্যও সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন করা যেতে পারে। তবে এটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে।

৩. সময় ও উত্তরের পরিধি: সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নটি এমন হতে হবে যাতে ৩ থেকে ৪ মিনিটের মধ্যে শিক্ষার্থী প্রশ্নটির উত্তর লিখতে পারে। উত্তরের পরিধি বিবেচনায় এই ধরনের প্রশ্নের প্রত্যাশিত উত্তর ৫ বাক্যের অধিক হওয়া উচিত নয়। গণিত, উচ্চতর গণিত বা হিসাববিজ্ঞানের মতো বিষয়ে গাণিতিক সমস্যা সমাধানের প্রত্যাশিত নমুনা উত্তরে ২টির অধিক ধাপ (Stepping) বিবেচনা করা যাবে না।

৪. রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তর: প্রশ্ন তৈরির সময়ই সম্ভাব্য রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তর বিবেচনা করতে হবে। এর ফলে প্রশ্নটির প্রত্যাশিত দক্ষতাস্তর, সময় ও উত্তরের পরিধির সাথে প্রশ্নটি কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ তা আরও দৃশ্যমান হয় এবং কী কী সংশোধন করা প্রয়োজন তা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। **[সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের উদাহরণ: পরিশিষ্ট-ড এবং রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন: পরিশিষ্ট-'ঢ']**

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কাজ-১: সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও প্রশ্ন প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়সমূহ। (৪৫মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- তথ্যপত্রটি নীরবে পাঠ করতে বলবেন;
- প্রশ্নোত্তর ও সমবেত আলোচনার মাধ্যমে এসএসসি/সমমান ও দাখিল পরীক্ষার প্রশ্নের ধরন ও মানবন্টন বিষয়ে এনসিটিবির নতুন পরিপত্র সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা স্পষ্ট করবেন;
- সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের গঠন কাঠামো সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের কোনো প্রশ্ন থাকলে তা উপস্থাপন করতে বলবেন;
- প্রশ্নোত্তর ও সমবেত আলোচনার মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও প্রশ্ন প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা স্পষ্ট করবেন;
- প্রয়োজনে তথ্যপত্রের সহায়তা নিবেন।

কাজ-২: সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন প্রণয়ন, উপস্থাপন ও পরিশোধন। (৭৫ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক

- পূর্বে গঠিত দলে বসে বাড়ির কাজে প্রণীত সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে বলবেন;
- প্রতি দল থেকে ঐকমত্যের ভিত্তিতে ১টি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন চূড়ান্ত করে রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ পোস্টার তৈরি করতে বলবেন;
- প্রত্যেক দলকে পর্যায়ক্রমে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপনের সময় প্রশিক্ষণার্থীগণের যৌক্তিক মতামতের ভিত্তিতে প্রশ্ন পরিমার্জন করতে বলবেন;
- প্রয়োজনে নিজস্ব পর্যবেক্ষণের আলোকে প্রশ্ন পরিমার্জন করে দিবেন।

কাজ-৩: একসেট সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন চূড়ান্তকরণ (৭৫ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক–

- পূর্বের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রতিটি দলকে রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ অবশিষ্ট প্রশ্নগুলো পরিশোধন করে সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের ১টি সেট তৈরি করতে বলবেন;
- দলে বসে রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ দলের সবগুলো প্রশ্ন আলোচনা করে পূর্বের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে বলবেন;
- দলগত ঐকমত্যের ভিত্তিতে রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ ১ সেট সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন চূড়ান্ত করে খামে ভরে জমা দিতে বলবেন। (প্রতিটি খামের ওপর সংশ্লিষ্ট দলের নাম লিখতে হবে)

কাজ-৪: একসেট সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন পরিশোধন (১৮০ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক–

- প্রশ্নপত্রের খামগুলো বিভিন্ন দলের মধ্যে লটারির মাধ্যমে বণ্টন (নিজ দলের খাম ব্যতীত) করে দিবেন;
- প্রতিটি দলকে রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ প্রাপ্ত সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নপত্রটি পরিশোধন করতে বলবেন;
- পরিশোধনের সময় তথ্যপত্রের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে বলবেন;
- পরিশোধনের বিষয়গুলো নোট রাখতে বলবেন;
- রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ প্রশ্নপত্রটির কোন কোন ক্ষেত্রে কী কী পরিশোধন করা হয়েছে তা যুক্তিসহ প্রত্যেক দলকে পোস্টারে/মাল্টিমিডিয়ায় উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপনের সময় প্রশ্ন প্রণয়নকারী দলকে পরিশোধন বিষয়ে মতামত প্রদান করতে বলবেন;
- পরিশোধনের বিষয়ে যে কোনো সিদ্ধান্ত ঐক্যমতের ভিত্তিতে গ্রহণ করবেন।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট: 'ক'

শিক্ষাক্রম অনুযায়ী ষষ্ঠ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

লক্ষ্য

শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের মাধ্যমে মানবিক, সামাজিক ও নৈতিক গুণসম্পন্ন জ্ঞানী, দক্ষ, যুক্তিবাদী ও সৃজনশীল দেশপ্রেমিক জনসম্পদ সৃষ্টি।

উদ্দেশ্য

১. শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা ও সম্ভাবনা বিকাশের মাধ্যমে সৃজনশীলতা, কল্পনা ও অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

২. শিক্ষার্থীর মধ্যে মানবিক গুণাবলি, যেমন- নৈতিক মূল্যবোধ, সততা, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা, শৃঙ্খলা, আত্মবিশ্বাস, সদাচার, অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, নান্দনিকতাবোধ, সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ও ন্যায়বিচারবোধ সুদৃঢ়ভাবে গ্রথিত করা।

৩. মহান ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধের আলোকে শিক্ষার্থীর মধ্যে দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা এবং সম্ভাবনাময় নাগরিক হিসাবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করা।

৪. শিক্ষার্থীর মধ্যে বাংলাদেশ সম্পর্কে সুসংহত জ্ঞানের ভিত রচনা তথা এর ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক চর্চার প্রতি আগ্রহ ও যোগ্যতা সৃষ্টির মাধ্যমে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে দেশের প্রগতি ও উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম করে গড়ে তোলা।

৫. শ্রমের মর্যাদা, কাজের অভ্যাস ও কাজ করতে আগ্রহী হওয়ার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব বিকশিত করা যাতে শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত এবং দলগত উভয় ধরনের কাজ সম্পাদনে নৈতিকতা ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে পারে।

৬. সকল ক্ষেত্রে কার্যকর যোগাযোগ রক্ষায় শিক্ষার্থীর প্রমিত বাংলা ভাষার দক্ষতা সুদৃঢ় ও সুসংহত করা এবং নিয়মিত পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা।

৭. বাংলা সাহিত্যের অন্তর্নিহিত নান্দনিক সৌন্দর্য, শৃঙ্খলা এবং সখ্য উপভোগ ও উদঘাটনে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা বিকশিত করা।

৮. আধুনিক কর্মক্ষেত্র, উচ্চশিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে কার্যকর যোগাযোগের প্রয়োজনে ইংরেজি ভাষার মৌলিক দক্ষতাসমূহ অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে যোগ্য করে গড়ে তোলা।

৯. শিক্ষার্থীকে গাণিতিক যুক্তি, পদ্ধতি ও দক্ষতার সাথে পরিচিত করানো এবং জীবন ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বের পারিপার্শ্বিক সমস্যা সমাধানের জন্য গণিতের প্রায়োগিক দক্ষতা বিকশিত করা।

১০. শিক্ষার্থীকে প্রযুক্তির প্রতি আগ্রহী করে তোলা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে আত্মবিশ্বাসী, উৎপাদনশীল এবং সৃজনশীল হিসাবে তৈরি করা।

১১. শিক্ষার্থী যাতে জীবনমান উন্নয়নের জন্য জীবন ঘনিষ্ঠ বিভিন্ন সমস্যা অনুসন্ধান ও সমাধানে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারে সে লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা।

১২. দেশে এবং বহির্বিশ্বের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ এবং জলবায়ুর পরিবর্তনের উপর গুরুত্বারোপ করে পরিবেশগত উপাদান সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করা। একই সাথে সংশিষ্ট সকলের কল্যাণের জন্য ঐ সকল উপাদানকে নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার করার যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা।

১৩. খাদ্য ও পুষ্টি, শারীরিক সক্ষমতা, রোগ-ব্যাধি, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ইত্যাদির উপর গুরুত্বারোপ করে শিক্ষার্থীকে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান, জীবন দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সহায়তা করা।

১৪. শিক্ষার্থীর মনে নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধ জাগ্রত করার পাশাপাশি অন্য ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে সহায়তা করা।

১৫. শিক্ষার্থীর মধ্যে বাঙালি এবং ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠীর নারী-পুরুষ, বর্ণ, গোত্র, ভাষা, সংস্কৃতি, বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের প্রতি ভ্রাতৃত্ব ও শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি করা।

১৬. শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি- খেলাধুলা, শরীরচর্চা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, চারু ও কারুকলা অনুশীলনের নিয়মিত অভ্যাস গড়ে তোলা।

১৭. জীবনব্যাপী শিক্ষায় আগ্রহী ও যোগ্য করার জন্য শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন, আধুনিক কর্মক্ষেত্র এবং স্ব-কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি সুদৃঢ় করা।

১৮. সহযোগিতামূলক কাজ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নেতৃত্ব, সহযোগিতা ও যোগাযোগ দক্ষতা বিকাশে সক্ষম করা।

পরিশিষ্ট: 'খ-১'

বিষয়: ব্যবসায় উদ্যোগ
বিষয় কোড: ১৪৩

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য

১. ব্যবসায় ও ব্যবসায় উদ্যেগের বিভিন্ন তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞান সম্পর্কে জানা।

২. ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের যোগ্যতা অর্জন করা।

৩. নতুন নতুন কর্মক্ষেত্রে বিনিয়োগ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করা।

৪. উদ্যোক্তাসুলভ মনোভাব সৃষ্টি ও নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন করা।

৫. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে ধারণা ও দক্ষতা অর্জন করা।

৬. বাংলাদেশে ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে সহায়ক সেবার ধরন ও উৎসগুলো সম্পর্কে জানা ।

৭. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যবসায় উদ্যোগ ও উদ্যোক্তার অবদান, সমস্যা ও সম্ভাবনা এবং ব্যবসায়িক পরিবেশ সম্পর্কে অবগত হওয়া।

৮. ব্যবসায়ের নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

৯. বাংলাদেশ ও বিশ্বের কয়েকজন সফল উদ্যোক্তার জীবনী ও সফলতার কাহিনী জেনে ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণে অনুপ্রাণিত হওয়া।

১০. ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সংঘটিত পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

পরিশিষ্ট: 'খ-২'

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী বিষয়বস্তু ও শিখনফল
বিষয়: ব্যবসায় উদ্যোগ
বিষয় কোড: ১৪৩

প্রথম অধ্যায়: ব্যবসায় পরিচিতি (১৮ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. ব্যবসায়ের ধারণা, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারা বর্ণনা করতে পারবে। ২. ব্যবসায়ের পরিধি, বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. ব্যবসায়ের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবে। ৪. ব্যবসায়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. শিল্পের ধারণা ও প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবে। ৬. বাণিজ্যের ধারণা ও প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. সেবার ধারণা ও প্রকারভেদ উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৮. ব্যবসায়ের উপর প্রভাব বিস্তারকারী পরিবেশের উপাদানগুলের চিহ্নিত করতে পারবে।	● ব্যবসায়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ● ব্যবসায়ের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব ● ব্যবসায়ের কার্যাবলি ● ব্যবসায়ের প্রকারভেদ ● শিল্পের ধারণা ও প্রকারভেদ ● বাণিজ্যের ধারণা ও প্রকারভেদ ● সেবার ধারণা ও প্রকারভেদ ● ব্যবসায় পরিবেশ ○ অর্থনৈতিক পরিবেশ ○ সামাজিক পরিবেশ ○ রাজনৈতিক পরিবেশ ভৌগোলিক পরিবেশ

দ্বিতীয় অধ্যায়: ব্যবসায় উদ্যোগ ও উদ্যোক্তা (২০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. উদ্যোগ ও ব্যবসায় উদ্যোগের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. উদ্যোগ ও ব্যবসায় উদ্যোগের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. ব্যবসায় উদ্যোগের বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবে। ৪. একজন সফল উদ্যোক্তার গুণাবলি শনাক্ত করতে পারবে। ৫. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যবসায় উদ্যোগের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৬. ব্যবসায় উদ্যোগ ও ঝুঁকির মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৭. ব্যবসায় উদ্যোগ গড়ে উঠার অনুকূল পরিবেশ বর্ণনা করতে পারবে। ৮. বাংলাদেশে ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়ন পথে বাধাসমূহ চিহ্নিত করতে পারবে। ৯. বাংলাদেশে ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়ন পথে বাধাসমূহ দূরীকরণে করণীয়গুলো শনাক্ত করতে পারবে।	● উদ্যোগ ও ব্যবসায় উদ্যোগ ● ব্যবসায় উদ্যোগের বৈশিষ্ট্য ● আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যবসায় উদ্যোগের অবদান ● ব্যবসায় উদ্যোগ গড়ে উঠার অনুকূল পরিবেশ ● ব্যবসায় উদ্যোগ ও ঝুঁকির সম্পর্ক ● ব্যবসায় উদ্যোগ ও ঝুঁকির সম্পর্ক ● বাংলাদেশে ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নে বাধা এবং তা দূরীকরণের উপায়

তৃতীয় অধ্যায়ঃ আত্মকর্মসংস্থান (১৪ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. আত্মকর্মসংস্থানের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. আত্মকর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তার মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. আত্মকর্মসংস্থানে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় আত্মকর্মসংস্থানের উপযুক্ত ও লাভজনক ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে পারবে। ৫. আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তাকারী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণের উপায়গুলো বর্ণনা করতে পারবে।	• আত্মকর্মসংস্থানের ধারণা • আত্মকর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয়তা • বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় আত্মকর্মসংস্থনের উপযুক্ত ও লাভজনক ক্ষেত্র • আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্র নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয় • আত্মকর্মসংস্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচন প্রক্রিয়া • আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তাকারী কয়েকটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান • আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণের উপায়

চতুর্থ অধ্যায়ঃ মালিকানার ভিত্তিতে ব্যবসায় (৩৪ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. ব্যবসায়ের প্রকারভেদ ও আইনগত বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে। ২. একমালিকানা ব্যবসায়ের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা-অসুবিধাা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. একমালিকানা ব্যবসায়ের উপযুক্ত ক্ষেত্রসমূহ ও জনপ্রিয়তার কারণগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. অংশীদারি ব্যবসায়ের ধারণা, বৈশিষ্ট্য, সুবিধা-অসুবিধাা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. অংশীদারি ব্যবসায়ের গঠন প্রণালি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. অংশীদারি ব্যবসায়ের চুক্তিপত্রের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন ও এর সুবিধা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৮. অংশীদারদের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবে। ৯. অংশীদারি ব্যবসায় ভেঙ্গে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১০. যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ের ধারণা, বৈশিষ্ট্য, সুবিধা-অসুবিধাা বর্ণনা করতে পারবে। ১১. যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ের গঠনপ্রণালি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১২. ১৩. পাবলিক ও প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্য করতে পারবে। ১৪. সমবায় সমিতির ধারণা ও বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১৫. সমবায় সমিতির গঠন ও নীতিমালা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১৬. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমবায় সমিতির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১৭. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বর্ণনা করতে পারবে।	• ব্যবসায়ের ধরন সম্পর্কিত আলোচনা • একমালিকানা ব্যবসায়ঃ ধারণা, বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা • এক মালিকানা ব্যবসায়ের উপযুক্ত ক্ষেত্রসমুহ • অংশীদারি ব্যবসায়ঃ ধারণা, বৈশিষ্ট্য এবং সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা • অংশীদারি ব্যবসায়ের গঠন • অংশীদারি ব্যবসায়ের চুক্তিপত্র • অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধনকরণ ও এর সুবিধা • অংশীদারি ব্যবসায় ভেঙ্গে যাওয়ার কারণ • যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ঃ ধারণা, বৈশিষ্ট্য, প্রকারভেদ, সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা • পাবলিক ও প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির পার্থক্য • সমবায় সমিতিঃ ধারণা, বৈশিষ্ট্য, নীতিমালা ও গঠন প্রণালি • বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমবায় সমিতির অবদান • রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় এর ধারণা ও বাংলাদেশের রাষ্টীয় ব্যবসায় পরিচিতি

পঞ্চম অধ্যায়: ব্যবসায়ের আইনগত দিক (১৮ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. ব্যবসায়ের আইনগত দিকের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. লাইসেন্সের ধারণা ও এটি পাওয়ার উপায় বর্ণনা করতে পারবে। ৩. ফ্রানচাইজ (Franchise) এর ধারণা ও এটি পাওয়ার উপায় বর্ণনা করতে পারবে। ৪. পেটেন্টের ধারণা, নিবন্ধনকরণ ও সুবিধাবলি বর্ণনা করতে পারবে। ৫. ট্রেডমার্কের ধারণা ও ধরন ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. ট্রেডমার্ক নিবন্ধন করার পদ্ধতি ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করতে পারবে। ৭. কপিরাইটের ধারণা ও নিবন্ধন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৮. কপিরাইট নিবন্ধন করার সুবিধা বর্ণনা করতে পারবে। ৯. BSTI সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১০. বিমার ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১১. বিমার প্রকারভেদ ও বিমা করার প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• ব্যবসায়ের আইনগত দিকের ধারণা • লাইসেন্স : ধারণা ও পাওয়ার পদ্ধতি • ফ্রানচাইজ (Franchise) : ধারণা ও পাওয়ার পদ্ধতি • পেটেন্ট : ধারণা, নিবন্ধনকরণ ও সুবিধাবলি • ট্রেডমার্ক এর ধরন • কপিরাইট : ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও নিবন্ধন প্রক্রিয়া • কপিরাইট নিবন্ধনের সুবিধা • বিমা : ধারণা ও গুরুত্ব

ষষ্ঠ অধ্যায়: ব্যবসায় পরিকল্পনা (২০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. ব্যবসায় পরিকল্পনার ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. প্রকল্প পরিকল্পনার ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. প্রকল্প প্রণয়নের ধাপগুলো বর্ণনা করতে পারবে। ৫. ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণের বাছাই পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে সঠিক ব্যবসায়টি নির্বাচন করতে পারবে। ৬. প্রকল্প পরিকল্পনার কাঠামো ছক তৈরি করতে পারবে। ৭. আত্ম-বিশ্লেষণের ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৮. আত্ম-বিশ্লেষণ পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করতে পারবে।	• ব্যবসায় পরিকল্পনার ধারণা ও গুরুত্ব • ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়া • আত্ম-বিশ্লেষণের ধারণা ও গুরুত্ব • আত্ম-বিশ্লেষণ পদ্ধতি • প্রকল্প পরিকল্পনার ধারণা ও গুরুত্ব • প্রকল্প প্রণয়নের ধাপ • প্রকল্পের আর্থিক লাভজনকতা নির্ধারণ • প্রকল্প পরিকল্পনার কাঠামো ছক

সপ্তম অধ্যায়: বাংলাদেশের শিল্প (২৪ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. কুটিরশিল্পের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. বাংলাদেশের কুটিরশিল্পের উপযুক্ত ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে পারবে। ৩. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কুটিরশিল্পের উন্নয়নের পথে বাধগুলোা শনাক্ত করতে পারবে। ৪. কুটিরশিল্প বিকাশের জন্য করণীয় চিহ্নিত করতে পারবে। ৫. ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের গঠন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. দেশের এবং নিজেদের এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উপযুক্ত ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে পারবে। ৮. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সমস্যাগুলো শনাক্ত করতে পারবে। ৯. বৃহৎ শিল্পের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে। ১০. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় বৃহৎ শিল্পের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে। **আবেগীয়** ১১. বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও মাঝরি শিল্প এবং কুটির শিল্প স্থাপনে অনুপ্রাণিত হবে।	• কুটিরশিল্পের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব • বাংলাদেশের কুটিরশিল্পের উপযুক্ত ক্ষেত্র • কুটিরশিল্পের উন্নয়নের পথে বাধা • কুটিরশিল্প বিকাশের জন্য করণীয় • ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পঃ ধারণা, বৈশিষ্ট্য, গঠন প্রক্রিয়া ও গুরুত্ব

অষ্টম অধ্যায়: ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা (১৪ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. ব্যবস্থাপনার ধারণা ও কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. পরিকল্পনার ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবে। ৩. সংগঠিতকরণের ধারণা ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে। ৪. নেতৃত্বের ধারণা ও প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবে। ৫. ভাল নেতার গুণাবলি চিহ্নিত করতে পারবে। ৬. ব্যবসায় অর্থায়নের ধারণা ও উৎসগুলো বর্ণনা করতে পারবে	• ব্যবস্থাপনার ধারণা, কার্যাবলি ও নীতি • পরিকল্পনার ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা • সংগঠনের ধারণা ও গুরুত্ব • নেতৃত্বের ধারণা, ধরন ও ভাল নেতার গুণাবলি • নিয়ন্ত্রণের ধারণা ও গুরুত্ব • ব্যবসায় অর্থায়নের ধারণা ও উৎস

নবম অধ্যায়: বিপণন (১৪ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. বিপণনের ধারণা বর্ণনা করতে পারবে। ২. বিপণনের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. বণ্টন প্রণালির ধারণা ও প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবে ৪. বিভিন্ন পণ্যের বিপণন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে। ৫. বিজ্ঞাপনের ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. বিজ্ঞাপনের মাধ্যমগুলোর নাম ও কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. বিক্রয়িকতার ধারণা ও আদর্শ বিক্রয়কর্মীর গুণাগুলো বর্ণনা করতে পারবে।	• বিপণনের ধারণা ও কার্যাবলি • বণ্টন প্রণালি ও এর প্রকারভেদ • বিভিন্ন পণ্যের বিপণন পদ্ধতি • বিজ্ঞাপনের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য • বিজ্ঞাপনের মাধ্যম ও কার্যাবলি • ব্যক্তিক বিক্রয় ও আদর্শ বিক্রয়কর্মীর গুণাবলি

দশম অধ্যায়: ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণে সহায়ক সেবা (১৪ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. সহায়ক সেবার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. বাংলাদেশে ব্যবসায়ের সহায়ক সেবার ধরন ও উৎসগুলো বর্ণনা করতে পারবে। ৩. শিল্পনীতিতে উল্লেখিত সহায়তার ধরনগুলো বর্ণনা করতে পারবে। ৪. বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা প্রদত্ত সহায়ক সেবার ধরন বর্ণনা করতে পারবে ৫. বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রদত্ত সহায়ক সেবার ধরন বর্ণনা করতে পারবে ৬. বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা প্রদত্ত সহায়ক সেবার ধরন বর্ণনা করতে পারবে	• সহায়ক সেবার ধারণা, ধরন ও উৎস • শিল্পনীতিতে উল্লেখিত সহায়তা • বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা থেকে প্রাপ্ত সহায়তা • বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত সহায়তা • বেসরকারি সংস্থা থেকে প্রাপ্ত সহায়তা

একাদশ অধ্যায়: ব্যবসায়ে নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা (১৩ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. ব্যবসায়িক মূল্যবোধ এবং নৈতিকতার ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. রাষ্ট্র, সমাজ, ক্রেতা ও কর্মচারীদের প্রতি সামাজিক দায়বদ্ধতার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. ব্যবসায়ের কারণে বায়ূ দূষণ, পানি দূষণ, শব্দ দূষণ ও ভূমি দূষণের বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৫. পরিবেশ দূষণরোধে ব্যবসায়িক দায়বদ্ধতাগুলো চিহ্নিত করতে পারবে। ৬. বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক উন্নয়ন কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারবে।	• ব্যবসায়িক মূল্যবোধ এবং নৈতিকতার ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা • ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতার ধারণা ও গুরুত্ব • যাদের জন্য সামাজিক দায়বদ্ধতা • পরিবেশ দূষণ ও ব্যবসায় • পরিবেশ দূষণরোধে ব্যবসায়িক দায়বদ্ধতা • ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসাবে বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের গৃহীত কার্যক্রম

দ্বাদশ অধ্যায়: সফল উদ্যোক্তাদের জীবনী থেকে শিক্ষণীয় (১৩ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. জহুরুল ইসলাম ও স্যামসন এইচ চৌধুরীর জীবনের উল্লেখযোগ্য দিক বর্ণনা করতে পারবে। ২. জহুরুল ইসলাম ও স্যামসন এইচ চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায় সংগঠনগুলো বর্ণনা করতে পারবে। ৩. জহুরুল ইসলাম ও স্যামসন এইচ চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ড ও প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম বর্ণনা করতে পারবে। ৪. জহুরুল ইসলাম ও স্যামসন এইচ চৌধুরীর উদ্যোক্তা হওয়ার কাহিনি বর্ণনা করতে পারবে। উদ্যোক্তাগণের জীবনী থেকে শিক্ষণীয় দিকগুলো শনাক্ত করতে পারবে। ৬. স্থানীয় পর্যায়ের সফল উদ্যোক্তাদের সফলতা প্রতিবেদন তৈরি করতে পারবে।	• বাংলাদেশের সফল উদ্যোক্তাদের জীবনী ○ জহুরুল ইসলাম, ○ স্যামসন. এইচ. চৌধুরী • দেশের সফল উদ্যোক্তাদের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায় সংগঠন ও তাদের জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ড • বাংলাদেশের আঞ্চলিক/স্থানীয় পর্যায়ের উদ্যোক্তাদের জীবনী • জাতীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত স্থানীয় পর্যায়ের সফল উদ্যোক্তাদের জীবন কাহিনী

পরিশিষ্ট: 'গ'

শিখনফল ম্যাপ

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ...

এসএসসি/দাখিল পরীক্ষা ২০২.......

বিষয়: ব্যবসায় উদ্যোগ **বিষয় কোড: ১৪৩**

LO নং	অধ্যায় ১			অধ্যায় ২			অধ্যায় ৩			অধ্যায় ৪			অধ্যায় ৫			অধ্যায় ৬			অধ্যায় ৭			অধ্যায় ৮			অধ্যায় ৯			অধ্যায় ১০			অধ্যায় ১১			অধ্যায় ১২			মোট
	MCQ	CQ	SQ	MCQ	CQ	SQ	MCQ	CQ	SQ	MCQ	CQ	SQ	MCQ	CQ	SQ	MCQ	CQ	SQ	MCQ	CQ	SQ	MCQ	CQ	SQ	MCQ	CQ	SQ	MCQ	CQ	SQ	MCQ	CQ	SQ	MCQ	CQ	SQ	
২																																					
৩																																					
৪																																					
৫																																					
৬																																					
৭																																					
৮																																					
৯																																					
১০																																					
১১																																					
১২																																					
১৩																																					
১৪																																					
১৫																																					
১৬																																					
১৭																																					
১৮																																					
১৯																																					
২০																																					
মোট																																					

পরিশিষ্ট: 'ঘ'

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের দক্ষতার স্তর নির্ণয়

বিষয়: ব্যবসায় উদ্যোগ   বিষয় কোড: ১৪৩

১. 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' ব্যবসায়ের কোন পরিবেশের উপাদান?

ক. অর্থনৈতিক

খ. সামাজিক

গ. রাজনৈতিক

ঘ. আইনগত

২. ফ্রানসাইজিং ব্যবসায়ে সফল হতে হলে নিচের কোনটি আবশ্যক?

ক. ফ্রানসাইজিং চুক্তি

খ. উত্তম পণ্য বা সেবা

গ. বাজারজাতকরণ সুবিধা

ঘ. ফ্রানসাইজারের পরামর্শ গ্রহণ

৩. মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত নিচের কোন কাজটি বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত?

ক. নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ

খ. বীজ থেকে চারা উৎপাদন

গ. হিমাগারে আলু সংরক্ষণ

ঘ. তুলা থেকে কাপড় তৈরি

উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

পিউ, মৌ ও সৌরভ তাদের বন্ধু নুরাজের খ্যাতি ব্যবহার করে চুক্তিবদ্ধ হয়ে একটি ব্যবসায় গঠন করেন। তবে সৌরভ ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন না। কিছুদিন পর মৌ সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন।

৪. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটির ক্ষেত্রে বিলোপসাধনের কোন পদ্ধতি প্রযোজ্য হবে?

ক. বাধ্যতামূলক

খ. বিশেষ ঘটনা সাপেক্ষে

গ. আদালতের নির্দেশে

ঘ. বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে

৫. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানে-

i. পিউ'র দায় অসীম

ii. নুরাজ নামমাত্র অংশীদার

iii. সৌরভ সাধারণ অংশীদার

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৬. কোন সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে ব্যবসায় উদ্যোগের অনুকুল পরিবেশ তৈরি হতে পারে ?

ক. যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন

খ. সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষা

গ. ব্যাংকিং ব্যবস্থার উন্নয়ন

ঘ. বিনা সুদে মূলধন সরবরাহ

৭. নিচের কোনটি আর্থিক ঝুঁকির উদাহরণ?

ক. বিগত বছর পণ্যের চাহিদা ছিল ১৫০০০ একক, এ বছর চাহিদা ১৩৫০০ একক

খ. প্রত্যাশিত মুনাফার হার ছিল ১০% কিন্তু অর্জিত মুনাফার হার ৮%

গ. বন্ডের ক্রয়মূল্য ছিল ১০০০ টাকা কিন্তু বর্তমানে সম্ভাব্য বিক্রয় মূল্য ৯৮০ টাকা

ঘ. প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের বেতন ১৫০০০০ টাকা পরিশোধে অক্ষমতা

নিচের উদ্দীপটি পড়ে ৮ ও ৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

জনাব শাহানা বিডিবিএল থেকে ৩ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে ২০১৭ সালে পোশাক তৈরির প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এজন্য তিনি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে সেলাইয়ের উপর প্রশিক্ষণও গ্রহণ করেন। বর্তমানে তার প্রতিষ্ঠানে ১১০ জন কর্মী কাজ করছেন।

৮. জনাব শাহানার প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরণের শিল্প ?

ক. সেবামুখী ক্ষুদ্র শিল্প

খ. সেবামুখী মাঝারি শিল্প

গ. উৎপাদনমুখী ক্ষুদ্র শিল্প

ঘ. উৎপাদনমুখী মাঝারি শিল্প

৯. উদ্দীপকের তথ্যমতে জনাব শাহানা-

i. সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব পালন করেছেন

ii. যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে সংরক্ষণমূলক সহায়তা পেয়েছেন

iii. বিডিবিএল থেকে সমর্থনমূলক সহায়তা পেয়েছেন

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii   খ. i ও iii

গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

১০. এক মালিকানা ব্যবসায়ের ট্রেড লাইসেন্স প্রদান করে-
ক. স্থানীয় আদালত
খ. স্থানীয় নিবন্ধক
গ. পৌর কর্তৃপক্ষ
ঘ. বিসিক কর্তৃপক্ষ

১১. একজন মৃৎশিল্পীর জন্য স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিবেচনা করতে হয়-

i. মাটির সহজলভ্যতা
ii. তৈরি পণ্য বিক্রয়ের সুবিধা
iii. মূলধনের প্রাপ্যতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

১২. কোনটি আত্মকর্মসংস্থান উদ্বুদ্ধকরণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখতে পারে ?
ক. কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি
খ. প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ
গ. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ
ঘ. মূলধনের সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ

১৩. নিচের কোনটি সংগঠিতকরণের কাজ ?
ক. প্রশিক্ষণ প্রদান
খ. ত্রুটি-বিচ্যুতি নির্ণয়
গ. দায়িত্ব ও ক্ষমতা বণ্টন
ঘ. সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ

নিচের উদ্দীপটি পড়ে ১৪ ও ১৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

জনাব সুমন বিভিন্ন দেশে জাহাজযোগে পোশাক রপ্তানি করেন। চলতি মাসে একটি বিদেশি অর্ডার সময়মতো সরবরাহের ক্ষেত্রে তিনি চিন্তিত। অর্ডার মোতাবেক সম্পূর্ণ কাজ ইতোমধ্যে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও দেখা গেছে মাত্র ৪০ ভাগ কাজ সম্পাদিত হয়েছে। শ্রমিকদের প্রতিষ্ঠানে দেরিতে আগমনের ফলে এমনটি হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। অথচ গত বছরই শ্রমিকদের যাতায়াতের জন্য তিনি পাঁচটি বাস ক্রয় করে দিয়েছেন।

১৪. জনাব সুমন বর্তমানে ব্যবস্থাপনার কোন কাজের সাথে সম্পৃক্ত ?
ক. নিয়ন্ত্রণ
খ. নির্দেশনা
গ. পরিকল্পনা
ঘ. সংগঠিতকরণ

১৫. জনাব সুমনের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে-
ক. শুধু প্রাকৃতিক ঝুঁকি বিদ্যমান
খ. শুধু অপ্রাকৃতিক ঝুঁকি বিদ্যমান
গ. ঝুঁকি মোকাবেলায় নৌ-বিমা চুক্তিই যথেষ্ট
ঘ. সকল ধরনের বিমা চুক্তিই প্রযোজ্য

১৬. কোন মুদ্রিত কাগজের মাধ্যমে পণ্যসামগ্রীর গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা যায় ?
ক. প্রাচীরপত্র
খ. প্রচারপত্র
গ. ব্যানার
ঘ. ফেস্টুন

১৭. জাতীয় শিল্পনীতি-২০১০ অনুযায়ী কোনটি সংরক্ষণমূলক সহায়তা ?
ক. জাতীয় উদ্যোক্তা দিবস পালন
খ. সফল উদ্যোক্তাদের স্বীকৃতি প্রদান
গ. নারী শিল্পোদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান
ঘ. উদ্যোক্তা সংস্কৃতির প্রসারে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ

১৮. নিচের কোনটি সঠিক ?
ক. নিবন্ধিত অংশীদারি ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব অধিক
খ. যৌথ মূলধনি কোম্পানির মালিকানা অধিক ঝুঁকিপূর্ণ
গ. সমবায় সংগঠন সম্পদের সুষম বন্টনে ভূমিকা রাখে
ঘ. একমালিকানা ব্যবসায়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ সর্বাধিক

১৯. নিচের কোনটি বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গণ্য হবে?
ক. ডিউরেবল সিমেন্ট
খ. সুরমা পেপার এ্যান্ড প্যাকেজিং মিলস
গ. হাই-টেক গার্মেন্টস এ্যান্ড ফ্যাশনস
ঘ. গুডহেলথ ফ্লাওয়ার মিলস

নিচের উদ্দীপটি পড়ে ২০ ও ২১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

ওয়াটার লাইন লি. মাটির নিচ থেকে পানি তুলে পাইপলাইনের মাধ্যমে বাসাবাড়িতে সরবরাহ করে। সংগৃহীত অতিরিক্ত পানি শোধন করে রিজার্ভ ট্যাংকে সংরক্ষণ করে। শহরের কোনো স্থানে পানির সংকট সৃষ্টি হলে নিজস্ব ভ্যানে ঐসব স্থানে পৌঁছে দেয়। ওয়াটার লাইন লি. এর পানি শোধন ও সংরক্ষণে কোন সমস্যা দেখা দিলে জনাব মনিরের প্রতিষ্ঠান তাৎক্ষণিকভাবে কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করে।

২০. জনাব মনিরের প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের ব্যবসায় ?
ক. বাণিজ্য
খ. সেবা শিল্প
গ. প্রত্যক্ষ সেবা
ঘ. নিষ্কাশন শিল্প

২১. ওয়াটার লাইন লি. এর কার্যক্রম-

i. সেবা শিল্পের অন্তর্ভুক্ত

ii. নিষ্কাশন শিল্পের অন্তর্ভুক্ত

iii. স্থানগত ও সময়গত বাধা দূর করে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

২২. ক্রেতা ও ভোক্তার প্রতি ব্যবসায়ের দায়বদ্ধতা কোনটি ?

ক. পণ্যের মজুতদারি না করা

খ. পণ্যসামগ্রী প্রাপ্তি সহজতর করা

গ. জনহিতকর কাজে সহায়তা করা

ঘ. মানসম্মত পণ্য উৎপাদন করা

২৩. গ্ল্যামার কসমেটিকস কোম্পানির পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য উপযুক্ত বণ্টন প্রণালি কোনটি ?

ক. উৎপাদনকারী → ভোক্তা

খ. উৎপাদনকারী → প্রতিনিধি → ভোক্তা

গ. উৎপাদনকারী → পাইকার → খুচরা বিক্রেতা → ভোক্তা

ঘ. উৎপাদনকারী → প্রতিনিধি → খুচরা বিক্রেতা → ভোক্তা

২৪. কোন পক্ষের প্রতি সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনের জন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিবহন ও আবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে ?

ক. শ্রমিক-কর্মচারী

খ. ক্রেতা-ভোক্তা

গ. সমাজ

ঘ. রাষ্ট্র

২৫. কার উদ্যোগে দেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয় ?

ক. নায়েব আলী

খ. জহুরুল ইসলাম

গ. আবুল কালাম আজাদ

ঘ. স্যামসন এইচ. চৌধুরী

২৬. নাজিয়া একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় কেক ও পিঠা তৈরি করে 'নাজিয়া'স ফুড' নামে বাজারজাত করে। সম্প্রতি তার প্রতিবেশী রাজিয়াও একই প্রক্রিয়ায় কেক ও পিঠা তৈরি করে 'রাজিয়া'স ফুড' নামে বাজারজাত করা শুরু করায় নাজিয়ার ব্যবসায় ক্ষতির সম্মুখীন হল।

কোন ধরণের মেধাসম্পদ নিবন্ধিত থাকলে নাজিয়া আইনি সুরক্ষা পেতেন ?

ক. ট্রেডমার্ক

খ. প্যাটেন্ট

গ. লাইসেন্স

ঘ. কপিরাইট

২৭. ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়নের কোন পর্যায়ে প্রকল্পের বাণিজ্যিক লাভজনকতা নির্ধারণ করা হয় ?

ক. প্রকল্প ধারণা চিহ্নিতকরণ

খ. প্রকল্প প্রতিবেদন প্রণয়ন

গ. ম্যাক্রোস্ক্রিনিং

ঘ. মাইক্রোস্ক্রিনিং

২৮. নিচের কোন ব্যক্তি একজন নারী উদ্যোক্তা হিসেবে বিবেচিত হবেন?

ক. দেশীয় পোশাক প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান 'হাসিন বুটিকস' এর মালিক মিসেস হাসিন

খ. সততা ব্যাংকের ৫৫% শেয়ারের মালিক মিসেস জাহারা

গ. 'গ্রোথ' টেকনোলজি (প্রা:) লিমিটেডের ৫০% শেয়ারের মালিক মিসেস আরিতা

ঘ. তিন বন্ধুর সমঅংশীদারিত্বের ভিত্তিতে গঠিত 'গর্জিয়াস বিউটি পার্লারের অংশীদার মিসেস জুমাইনা

২৯. কর্মীদের স্বাস্থ্যসম্মত কার্যপরিবেশ নিশ্চিত করা- ব্যবস্থাপনার কোন কাজের অন্তর্ভুক্ত ?

ক. সমন্বয়সাধন

খ. প্রেষণাদান

গ. কর্মীসংস্থান

ঘ. সংগঠিতকরণ

৩০. ২০২২ সালের জাতীয় শিল্পনীতি অনুযায়ী রাজশাহী বিভাগে শিল্পে উন্নত জেলা কোনটি ?

ক. পাবনা

খ. নাটোর

গ. রাজশাহী

ঘ. সিরাজগঞ্জ

পরিশিষ্ট: 'ঙ'

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রকারভেদের উদাহরণ

বিষয়: ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয় কোড: ১৪৩

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে কোন ধরনের ব্যবসায় সংগঠন বেশি দেখা যায়?

ক. সমবায়
খ. অংশীদারি
গ. যৌথমূলধনি
ঘ. একমালিকানা

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২. ব্যবসায় নৈতিকতার লক্ষ্য হচ্ছে-

i. পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখা
ii. হ্রাসকৃত মূল্যে পণ্য সরবরাহ করা
iii. দীর্ঘমেয়াদে ব্যবসায় টিকে থাকা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

২০১২ সালে অরুণ, শিহাব ও রিপন তিন বন্ধু সমান অধিকার ও দায়ের ভিত্তিতে একটি ব্যবসায়িক চুক্তি করে। চুক্তি অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে একটি বাণিজ্যিক ভবণ নির্মাণ ও বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্জিত মুনাফা অংশীদারদের মধ্যে বণ্টন হবে। ২০১৩ সালে হঠাৎ অরুণ মারা গেলে তাঁর ১৫ বছরের ছেলে নিলয়কে শিহাব ও রিপন অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করে। ২০১৬ সালেও ভবণটির নির্মাণ কাজ শেষ না হওয়ায় রিপন আর ব্যবসায়ে সম্পৃক্ত থাকতে আগ্রহী নন।

৩. নিলয় কোন ধরনের অংশীদার ?

ক. ঘুমন্ত
খ. সীমিত
গ. সাধারণ
ঘ. নামমাত্র

৪. ২০১৬ সালে উদ্দীপকের অংশীদারি প্রতিষ্ঠানটির-

i. সকল অংশীদারের দায় সমান
ii. সকল অংশীদার সমান মুনাফা ভোগের অধিকারী
iii. বিলোপসাধন বিশেষ ঘটনাসাপেক্ষে হতে পারে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

স্মারক নং-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬(সেসিপ)/২০০৪(অংশ-১)/১১৪৮

তারিখ ঃ ০৮ অগ্রহায়ণ ১৪১৬ / ২২ নভেম্বর ২০০৯

পরিপত্র

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমিক পর্যায়ের বার্ষিক পরীক্ষায় সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নকালে দেশের ধর্মীয় ও জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নাম উদ্দীপকে (Stem) ব্যবহার করা হচ্ছে, এতে বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে এবং জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ ধরনের অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি রোধকল্পে সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নকালে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ করার জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে অনুরোধ করা যাচ্ছে ঃ

(ক) পাঠ্যপুস্তকে রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের নাম না থাকলে প্রশ্নে উদ্দীপক হিসেবে রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নাম ব্যবহার করা যাবে না।

(খ) বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, সরকার, কোন জনগোষ্ঠী, আদিবাসী এবং অঞ্চলকে নেতিকবাচকভাবে উপস্থাপন করে কোন উদ্দীপক ও প্রশ্ন তৈরী করা যাবে না।

(গ) বাংলাদেশের ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, গোষ্ঠী, ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং জাতীয় অনুষ্ঠানকে অমর্যাদা করে কোন উদ্দীপক ও প্রশ্ন তৈরী করা যাবে না।

(ঘ) রাষ্ট্র বা জাতিকে অমর্যাদা করে কোন উদ্দীপক ও প্রশ্ন তৈরী করা যাবে না।

(ঙ) সংবিধান পরিপন্থী ও রাষ্ট্র বিরোধী কোন বিষয় ব্যবহার করে কোন উদ্দীপক ও প্রশ্ন প্রণয়ন করা যাবে না।

(চ) ধর্ম, তীর্থস্থান, ধর্মীয় স্থাপনা, রাষ্ট্রীয় স্থাপনা, ঐতিহাসিক স্থান ইত্যাদিকে অসম্মান করে কোন উদ্দীপক ও প্রশ্ন প্রণয়ন করা যাবে না।

(জ) কোন অশোভনীয় বা আপত্তিকর ছবি উদ্দীপক হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না

(ঝ) সরকার এবং সমাজ কর্তৃক অননুমোদিত বা অগ্রহণযোগ্য বিষয়সমূহ (যেমনঃ বাল্য বিবাহ, যৌতুক ইত্যাদি) ইতিবাচক অর্থে ব্যবহার করা যাবে না।

২। এই পরিপত্রের মর্মানুযায়ী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়নের নির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে। এ পরিপত্রের পরিপন্থী কোন প্রশ্ন প্রনয়ন করা হলে প্রধান শিক্ষক ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন এবং প্রধান শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ।

(খন্দকার রাকিবুর রহমান)
যুগ্ম-সচিব(মাধ্যমিক)
শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

বিতরণ ঃ

১। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (সকল), কারিগরি শিক্ষা বোর্ড/মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৩। চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।
৪। প্রকল্প পরিচালক, সেকেন্ডারী এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, ঢাকা।
৫। জেলা প্রশাসক (সকল)।
৬। উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (সকল অঞ্চল)।
৭। জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল) [জেলার সকল বিদ্যালয়, মাদ্রাসার সকল প্রধান শিক্ষক/সুপারিটেনডেন্ট/অধ্যক্ষকে অবহিত করার অনুরোধসহ]

পরিশিষ্ট: 'ছ'

ত্রুটিযুক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

বিষয়: ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয় কোড: ১৪৩

১. কোনটি বিক্রয়কর্মীর গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত?
ক. সততা
খ. বিশ্বস্ততা
গ. অভিজ্ঞতা
ঘ. আত্মবিশ্বাস

২. সেবামুখী মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা কত?
ক. ১৬ জনের অধিক
খ. ৫১ জনের অধিক
গ. ১২০ জনের অধিক
ঘ. ৩০০ জনের অধিক

৩. কোন ধরনের নেতৃত্বে নেতা কর্মীদের সামর্থ্যের ওপর আস্থা রাখেন না ?
ক. মুক্ত
খ. গণতান্ত্রিক
গ. স্বৈরতান্ত্রিক
ঘ. আমলাতান্ত্রিক

৪. কোন পত্রটি পাওয়ার পর পাবলিক লিঃ কোম্পানি ব্যবসায়িক কার্যক্রম আরম্ভ করতে পারে?
ক. কোম্পানির নিবন্ধন পত্র
খ. কার্যারম্ভের অনুমতি পত্র
গ. শেয়ার বিক্রয়ের বিবরণ পত্র
ঘ. ন্যূনতম চাঁদা সংগ্রহের ঘোষণা পত্র

৫. মুক্ত নেতৃত্বে-
ক. কর্মীদের জবাবদীহি আশা করা হয়
খ. নেতা কর্মীদের নিকট জবাবদীহিতা করেন
গ. কর্মীরা সুনির্দিষ্ট আদেশ লাভ করেন
ঘ. নেতা সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব করেন

৬. কোনটি বিক্রয়কর্মীর মানসিক গুণ ?
ক. সততা
খ. বিশ্বস্ততা
গ. আন্তরিকতা
ঘ. সুন্দর চেহারা

৭. কোনটি অংশীদারি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?
ক. আইনসৃষ্ট ব্যবসায় সংগঠন
খ. সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা ৭ জন
গ. ব্যবসায় নিবন্ধন বাধ্যতামূলক
ঘ. সদস্যদের দায় ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে অসীম

৮. ম্যাক্রোস্ক্রিনিং এর যে প্রভাবকের উপর পণ্য বা সেবা সামগ্রীর বাজারের আকার নির্ভর করে তা হলো-
ক. জনসংখ্যা
খ. অর্থনৈতিক
গ. আইনগত
ঘ. সাংস্কৃতিক

৯. জনাব জোবায়ের ও জনাব কায়সার সমঝোতার ভিত্তিতে যথাক্রমে ৩,০০,০০০ টাকা ও ২,০০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করে একটি অংশীদারি ব্যবসায় শুরু করেন। তাদের মুনাফা বণ্টনের অনুপাত ১:১। জনাব জোবায়ের ব্যবসায়িক যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করলেও জনাব কায়সার শুধু মুনাফা ভোগ করেন। জনাব কায়সার কোন ধরনের অংশীদার ?
ক. ঘুমন্ত
খ. সীমিত
গ. সাধারণ
ঘ. নামমাত্র

১০. কোন ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন নয়?
ক. রাষ্ট্রীয়
খ. অংশীদারি
গ. যৌথমূলধনি
ঘ. একমালিকানা

১১. রমজানে চড়ামূল্যে বিক্রির জন্য ব্যবসায়ী জনাব সাহেদ বছরের শুরু থেকেই পেঁয়াজ সংগ্রহ করে রাখেন। উদ্দীপকে বিপণনের কোন কাজের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে ?
ক. প্রমিতকরণ
খ. মোড়কিকরণ
গ. পর্যায়িতকরণ
ঘ. গুদামজাতকরণ

১২. ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে-
- ক. সর্বোচ্চ ১২০ জন শ্রমিক নিয়োজিত
- খ. ১০ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগকৃত প্রতিষ্ঠান
- গ. স্থায়ী সম্পত্তির প্রতিস্থাপন ব্যয় সর্বোচ্চ ১ কোটি টাকা
- ঘ. পরিবারের সদস্যদের নিয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠান

১৩. বিজ্ঞাপনের ফলে-
- i. পণ্যের বাজার পরিধি বৃদ্ধি পায়
- ii. পণ্যের বাজার পরিধি হ্রাস পায়
- iii. ভোক্তার ব্যয় প্রবণতা বৃদ্ধি পায়

নিচের কোনটি সঠিক?
- ক. i ও ii
- খ. i ও iii
- গ. ii ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

১৪. কোনটি বিক্রয়কর্মীর নৈতিক গুণ ?
- ক. আত্মবিশ্বাস
- খ. আন্তরিকতা
- গ. ধৈর্যশীলতা
- ঘ. উপরের কোনটিই সঠিক নয়

১৫. কত সালের আইন অনুযায়ী অংশীদারি ব্যবসায় গঠিত হয় ?
- ক. ১৯৩২
- খ. ১৯১৩
- গ. ২০০১
- ঘ. ১৯৯৪

১৬. কোন সংগঠনের সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ৭ জন?
- ক. সমবায় সমিতি
- খ. অংশীদারি ব্যবসায়
- গ. যৌথমূলধনি ব্যবসায়
- ঘ. পাবলিক লি. কোম্পানি

১৭. উৎপাদন শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে-
- ক. কাগজ তৈরি
- খ. কাপড় তৈরি
- গ. জুতা তৈরি
- ঘ. উপরের সবগুলো সঠিক

পরিশিষ্ট: 'জ'

ত্রুটিযুক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্নের শুদ্ধরূপ

বিষয়: ব্যবসায় উদ্যোগ **বিষয় কোড: ১৪৩**

ত্রুটিযুক্ত রূপ	ত্রুটিমুক্ত রূপ
উদ্দীপকে উদ্দীপনা সৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে হবে।	
১. কোনটি বিক্রয়কর্মীর গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত? ক. সততা খ. বিশ্বস্ততা গ. অভিজ্ঞতা ঘ. আত্মবিশ্বাস	১. কোনটি বিক্রয়কর্মীর মানসিক গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত? ক. সততা খ. বিশ্বস্ততা গ. অভিজ্ঞতা ঘ. আত্মবিশ্বাস
উদ্দীপক সহজ ভাষায় এবং সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করতে হবে।	
২. ম্যাক্রোস্ক্রিনিং এর যে প্রভাবকের উপর পণ্য বা সেবা সামগ্রীর বাজারের আকার নির্ভর করে তা হলো- ক. জনসংখ্যা খ. অর্থনৈতিক গ. আইনগত ঘ. সাংস্কৃতিক	২. ম্যাক্রোস্ক্রিনিং এর কোন প্রভাবকের উপর বাজারের আকার নির্ভর করে? ক. জনসংখ্যা খ. অর্থনৈতিক গ. আইনগত ঘ. সাংস্কৃতিক
উদ্দীপক অপ্রাসঙ্গিক উপাদানমুক্ত হবে।	
৩. জনাব জোবায়ের ও জনাব কায়সার সমঝোতার ভিত্তিতে যথাক্রমে ৩,০০,০০০ টাকা ও ২,০০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করে একটি অংশীদারি ব্যবসায় শুরু করেন। তাদের মুনাফা বণ্টনের অনুপাত ১:১। জনাব জোবায়ের ব্যবসায়িক যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করলেও জনাব কায়সার শুধু মুনাফা ভোগ করেন। জনাব কায়সার কোন ধরনের অংশীদার ? ক. ঘুমন্ত খ. সীমিত গ. সাধারণ ঘ. নামমাত্র	৩. জনাব কায়সার ও জনাব জোবায়ের একটি অংশীদারি ব্যবসায় শুরু করেন। উভয়েই সমানভাবে মুনাফা ভোগ করলেও জনাব জোবায়ের একাই ব্যবসায়ের যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালনা করেন। জনাব কায়সার কোন ধরনের অংশীদার ? ক. ঘুমন্ত খ. সীমিত গ. সাধারণ ঘ. নামমাত্র
উদ্দীপকে প্রয়োজনীয় শব্দ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যাতে বিকল্প উত্তরগুচ্ছে কোন শব্দের পুনরাবৃত্তি না থাকে।	
৪. সেবামুখী মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা কত? ক. ১৬ জনের অধিক খ. ৫১ জনের অধিক গ. ১২০ জনের অধিক ঘ. ৩০০ জনের অধিক	সেবামুখী মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রমিকের সর্বনিম্ন সংখ্যা কত ? ক. ১৬ খ. ৫১ গ. ১২০ ঘ. ৩০০
উদ্দীপক যথাসম্ভব হ্যাঁ বোধক হতে হবে। না-বোধক শব্দ ব্যবহার অনিবার্য হলে তা পরীক্ষার্থীদের দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তুলতে হবে।	
৫. কোন ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন নয় ? ক. রাষ্ট্রীয় খ. অংশীদারি গ. যৌথমূলধনি ঘ. একমালিকানা	৫. কোন ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য জনকল্যাণ সাধন? ক. রাষ্ট্রীয় খ. অংশীদারি গ. যৌথমূলধনি ঘ. একমালিকানা

<table>
<tr><td colspan="2">উদ্দীপক যথাসম্ভব হ্যাঁ বোধক হতে হবে। না-বোধক শব্দ ব্যবহার অনিবার্য হলে তা পরীক্ষার্থীদের দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তুলতে হবে।</td></tr>
<tr><td>৬. কোন ধরনের নেতৃত্বে নেতা কর্মীদের সামর্থ্যের ওপর আস্থা রাখেন না ?
ক. মুক্ত
খ. গণতান্ত্রিক
গ. স্বৈরতান্ত্রিক
ঘ. আমলাতান্ত্রিক</td><td>৬. কোন ধরনের নেতৃত্বে নেতা কর্মীদের সামর্থ্যের ওপর আস্থা রাখেন না ?
ক. মুক্ত
খ. গণতান্ত্রিক
গ. স্বৈরতান্ত্রিক
ঘ. আমলাতান্ত্রিক</td></tr>
<tr><td colspan="2">উদ্দীপকে এমন কোন ইংগিত থাকবে না যাতে পরীক্ষার্থী সঠিক উত্তর বাছাই করে নিতে এবং ভুল উত্তর বাদ দিতে পারে।</td></tr>
<tr><td>৭. কোন পত্রটি পাওয়ার পর পাবলিক লিঃ কোম্পানি ব্যবসায়িক কার্যক্রম আরম্ভ করতে পারে ?
ক. কোম্পানির নিবন্ধন পত্র
খ. কার্যারম্ভের অনুমতি পত্র
গ. শেয়ার বিক্রয়ের বিবরণ পত্র
ঘ. ন্যূনতম চাঁদা সংগ্রহের ঘোষণা পত্র</td><td>৭. কোনটি পাওয়ার পর পাবলিক লিঃ কোম্পানির গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় ?
ক. কোম্পানির নিবন্ধন পত্র
খ. কার্যারম্ভের অনুমতি পত্র
গ. শেয়ার বিক্রয়ের বিবরণ পত্র
ঘ. ন্যূনতম চাঁদা সংগ্রহের ঘোষণা পত্র</td></tr>
<tr><td colspan="2">নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হয় এমন উদ্দীপক পরিহার করতে হবে।</td></tr>
<tr><td>৮. রমজানে চড়ামূল্যে বিক্রির জন্য ব্যবসায়ী জনাব সাহেদ বছরের শুরু থেকেই পেঁয়াজ সংগ্রহ করে রাখেন।
উদ্দীপকে বিপণনের কোন কাজের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে ?
ক. প্রমিতকরণ
খ. মোড়কিকরণ
গ. পর্যায়িতকরণ
ঘ. গুদামজাতকরণ</td><td>৮. সারা বছর পেঁয়াজের চাহিদা থাকায় উৎপাদন মৌসুমে ব্যবসায়ী জনাব সাহেদ পেঁয়াজ সংগ্রহ করে রাখেন।
উদ্দীপকে বিপণনের কোন কাজের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে ?
ক. প্রমিতকরণ
খ. মোড়কিকরণ
গ. পর্যায়িতকরণ
ঘ. গুদামজাতকরণ</td></tr>
<tr><td colspan="2">বিকল্প উত্তরগুচ্ছ বিষয়বস্তু ও ব্যাকরণগত গঠনের দিক থেকে উদ্দীপকের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হবে।</td></tr>
<tr><td>৯. মুক্ত নেতৃত্বে-
ক. কর্মীদের জবাবদীহি আশা করা হয়
খ. নেতা কর্মীদের নিকট জবাবদীহিতা করেন
গ. কর্মীরা সুনির্দিষ্ট আদেশ লাভ করেন
ঘ. নেতা সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব করেন</td><td>৯. মুক্ত নেতৃত্বে-
ক. কর্মীদের জবাবদিহিতা আশা করা হয়
খ. নেতা কর্মীদের নিকট জবাবদিহি করেন
গ. কর্মীরা সুনির্দিষ্ট আদেশ গ্রহণ করেন
ঘ. নেতা সিদ্ধান্ত গ্রহণে বেশি সময় নেন</td></tr>
<tr><td colspan="2">বিকল্প উত্তরগুচ্ছ উদ্দীপকের অসম্পূর্ণ বাক্যকে অর্থপূর্ণ করে তুলবে।</td></tr>
<tr><td>১০. ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে-
ক. সর্বোচ্চ ১২০ জন শ্রমিক নিয়োজিত
খ. ১০ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগকৃত প্রতিষ্ঠান
গ. স্থায়ী সম্পত্তির প্রতিস্থাপন ব্যয় সর্বোচ্চ ১ কোটি টাকা
ঘ. পরিবারের সদস্যদের নিয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠান</td><td>১০. ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে-
ক. নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা সর্বোচ্চ ১২০ জন
খ. সর্বনিম্ন বিনিয়োগের পরিমাণ ১০ কোটি টাকা
গ. স্থায়ী সম্পত্তির প্রতিস্থাপন ব্যয় সর্বোচ্চ ১ কোটি টাকা
ঘ. মালিকানা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে</td></tr>
<tr><td colspan="2">পরীক্ষার্থী কর্তৃক (কমপক্ষে ৫%) বিকল্প উত্তরসমূহ নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে হবে।</td></tr>
<tr><td>১১. কোনটি বিক্রয়কর্মীর মানসিক গুণ?
ক. সততা
খ. বিশ্বস্ততা
গ. আন্তরিকতা
ঘ. সুন্দর চেহারা</td><td>১১. কোনটি বিক্রয়কর্মীর মানসিক গুণ ?
ক. সততা
খ. বিশ্বস্ততা
গ. আন্তরিকতা
ঘ. মার্জিত ব্যবহার</td></tr>
</table>

বিকল্প উত্তরগুচ্ছ সংখ্যাবাচক হলে ক্রমানুযায়ী বিন্যাস করতে হবে।

১২. কত সালের আইন অনুযায়ী অংশীদারি ব্যবসায় গঠিত হয় ?	১২. কত সালের আইন অনুযায়ী অংশীদারি ব্যবসায় গঠিত হয় ?
ক. ১৯৩২	ক. ১৯১৩ ক. ২০০১
খ. ১৯১৩	খ. ১৯৩২ খ. ১৯৯৪
গ. ২০০১	গ. ১৯৯৪ গ. ১৯৩২
ঘ. ১৯৯৪	ঘ. ২০০১ ঘ. ১৯১৩

বিকল্প উত্তরগুচ্ছ দৈর্ঘ্যে প্রায় সমান হতে হবে।

১৩. কোনটি অংশীদারি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ?	১৩. কোনটি অংশীদারি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ?
ক. আইনসৃষ্ট ব্যবসায় সংগঠন	ক. আইনসৃষ্ট ব্যবসায় সংগঠন
খ. সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা ৭ জন	খ. সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা ৭ জন
গ. ব্যবসায় নিবন্ধন বাধ্যতামূলক	গ. ব্যবসায় নিবন্ধন বাধ্যতামূলক
ঘ. সদস্যদের দায় ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে অসীম	ঘ. সদস্যদের দায় ব্যক্তিগতভাবে অসীম

বিকল্প উত্তরসমূহের Mutually Inclusive পরিহার করতে হবে।

১৪. কোন সংগঠনের সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ৭ জন?	১৪. কোন সংগঠনের সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ৭ জন?
ক. সমবায় সমিতি	ক. সমবায় সমিতি
খ. অংশীদারি ব্যবসায়	খ. অংশীদারি ব্যবসায়
গ. যৌথমূলধনি ব্যবসায়	গ. প্রাইভেট লি. কোম্পানি
ঘ. পাবলিক লি. কোম্পানি	ঘ. পাবলিক লি. কোম্পানি

বিকল্প উত্তরসমূহের Mutually Exclusive পরিহার করতে হবে।

১৫. বিজ্ঞাপনের ফলে-	১৫. বিজ্ঞাপনের ফলে-
i. পণ্যের বাজার পরিধি বৃদ্ধি পায়	i. পণ্যের বাজার পরিধি বৃদ্ধি পায়
ii. পণ্যের বাজার পরিধি হ্রাস পায়	ii. ভোক্তার ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়
iii. ভোক্তার ব্যয় প্রবণতা বৃদ্ধি পায়	iii. ভোক্তার ব্যয় প্রবণতা বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?	নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii	ক. i ও ii
খ. i ও iii	খ. i ও iii
গ. ii ও iii	গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii	ঘ. i, ii ও iii

বিকল্প উত্তরসমূহের Mutually Exclusive পরিহার করতে হবে।

১৫. বিজ্ঞাপনের ফলে-	১৫. বিজ্ঞাপনের ফলে-
i. পণ্যের বাজার পরিধি বৃদ্ধি পায়	i. পণ্যের বাজার পরিধি বৃদ্ধি পায়
ii. পণ্যের বাজার পরিধি হ্রাস পায়	ii. পণ্যের বাজার পরিধি হ্রাস পায়
iii. ভোক্তার ব্যয় প্রবণতা বৃদ্ধি পায়	iii. ভোক্তার ব্যয় প্রবণতা বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?	নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii	ক. i
খ. i ও iii	খ. ii
গ. ii ও iii	গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii	ঘ. ii ও iii

বিকল্প উত্তরে 'উপরের সবগুলো সঠিক'-এমন বাক্য পরিহার করতে হবে।

১৬. উৎপাদন শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে-	১৬. উৎপাদন শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে-
ক. কাগজ তৈরি	ক. সেতু তৈরি
খ. কাপড় তৈরি	খ. কাপড় তৈরি
গ. জুতা তৈরি	গ. নার্সারি
ঘ. উপরের সবগুলো সঠিক	ঘ. হ্যাচারি

বিকল্প উত্তরে 'উপরের কোনটিই সঠিক নয়'-এমন বাক্য পরিহার করতে হবে।

১৭. কোনটি বিক্রয়কর্মীর নৈতিক গুণ ?	১৭. কোনটি বিক্রয়কর্মীর নৈতিক গুণ?
ক. আত্মবিশ্বাস	ক. আত্মবিশ্বাস
খ. আন্তরিকতা	খ. আন্তরিকতা
গ. ধৈর্যশীলতা	গ. ধৈর্যশীলতা
ঘ. উপরের কোনটিই সঠিক নয়	ঘ. মার্জিত ব্যবহার

পরিশিষ্ট: 'ঝ'

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড----------
এসএসসি/দাখিল ২০... খ্রিস্টাব্দ
বিষয়: ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয় কোড: ১৪৩

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নির্দেশক ছক

দক্ষতার স্তর	অধ্যায়												মোট	শতকরা
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২		
উচ্চতর দক্ষতা														
প্রয়োগ দক্ষতা														
অনুধাবন দক্ষতা														
জ্ঞান দক্ষতা														
মোট														

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড ----------

পরীক্ষার নাম------------- ২০--- খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয় কোড: ১৪৩

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের সঠিক উত্তর (Answer Key) উপস্থাপনের নমুনা ছক

এমসিকিউ আইটেম নম্বর	সঠিক উত্তর Answer Key	এমসিকিউ আইটেম নম্বর	সঠিক উত্তর Answer Key
১		১৬	
২		১৭	
৩		১৮	
৪		১৯	
৫		২০	
৬		২১	
৭		২২	
৮		২৩	
৯		২৪	
১০		২৫	
১১		২৬	
১২		২৭	
১৩		২৮	
১৪		২৯	
১৫		৩০	

সৃজনশীল প্রশ্নের উদাহরণ

বিষয়: ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয় কোড: ১৪৩

১. জনাব আহাদ বিদেশ থেকে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে বাবার ব্যবসায়ের হাল ধরলেন। প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে তিনি কারো সাথে আলোচনা না করেই এক বিভাগের কর্মীদের আরেক বিভাগে স্থানান্তর করলেন এবং উৎপাদন বিভাগের ব্যবস্থাপককে চাকরি হতে অব্যাহতি দিলেন। কর্মীদের উপর পুরোপুরি নির্ভর না করে তিনি নিজেই নিরলসভাবে কাজ করতে থাকেন। প্রথম দিকে অনেকেই অসন্তুষ্ট হলেও কাজের প্রতি তার আগ্রহ দেখে কর্মীরাও কাজ সম্পাদনে সচেষ্ট হয়।

ক. সমন্বয় সাধন কী ? ১

খ. কোন ধরণের নেতৃত্বে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিলম্বিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব আহাদের প্রাথমিক পদক্ষেপটি ব্যবস্থাপনার কোন কাজের অন্তর্গত ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব আহাদের নেতৃত্বের ধরন চিহ্নিত করে তার কার্যক্রমে আদর্শ নেতার গুণাবলি প্রতিফলিত হয়েছে কি না তা বিশ্লেষণ কর। ৪

২. জনাব মহসিন ও জনাব মঈন দুইজন ব্যবসায়ী। জনাব মহসিন মায়ানমার ও ভারত থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানি করেন। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ব্যবসায়ীরা এসে তাঁর কাছ থেকে এসকল পণ্য কিনে ক্রেতাদের নিকট বিক্রয় করেন। জনাব মঈন তাঁর দোকানে শুধু *পাওয়ার জেনারেটিং কোম্পানির* প্রস্তুতকৃত জেনারেটর বিক্রয় করেন এবং বিক্রয়কৃত পণ্যের উপর নির্ধারিত হারে কমিশন লাভ করেন।

ক. বিক্রয়িকতা কী ? ১

খ. পণ্যের গুণাগুণ অক্ষুন্ন রাখার ক্ষেত্রে বিপণনের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. আওতা ও প্রকারভেদ বিবেচনায় জনাব মহসিন ও মঈনের ব্যবসায়ের ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'জনাব মহসিন ও জনাব মঈনের ব্যবহৃত বন্টন প্রণালি ভিন্ন হলেও উভয়ের ভূমিকা একই প্রকৃতির।' বিবৃতিটি মূল্যায়ন কর। ৪

৩. বেকার যুবক জনাব তানজিল শিমুলিয়া গ্রামে পরিত্যক্ত ১টি পুকুর নিয়ে হ্যাচারি তৈরি করেন। প্রথমে স্থানীয়ভাবে কম দামে ভালো মানের পোনা বিক্রয় শুরু করেন। পরবর্তীতে দুর-দুরান্ত থেকেও অনেক পাইকারি বিক্রেতা তার হ্যাচারিতে পোনা ক্রয়ের জন্য আসতে শুরু করে। জনাব তানজিল হ্যাচারির আকার বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেন এবং গ্রামের প্রায় ১৫জন বেকার যুবককে প্রশিক্ষণ প্রদান করে কাজে নিয়োগ দেন। বর্ষা মৌসুম শুরু হলে গ্রামের কাঁচা রাস্তায় ভ্যান ও ট্রাক চলাচলের অনুপোযুক্ত হয়ে পড়ে। ফলে পাইকারদের যাতায়াত নিয়ে তানজিল চিন্তায় পড়ে যান।

ক. ঝুঁকি কী ? ১

খ. প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান কীভাবে ব্যবসায় উদ্যোগকে প্রভাবিত করে ? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. বর্ষা মৌসুমে জনাব তানজিল কোন ধরণের ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছেন ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জনাব তানজিলের কার্যক্রমের গুরুত্ব মূল্যায়ন কর। ৪

৪. কুঞ্জছায়া সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হলেন জনাব আনোয়ার। সমিতির ২৫জন সদস্যের মধ্যে জনাব আনোয়ারের শেয়ারের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। চলতি বছর ব্যবস্থাপনা কমিটি নির্বাচনের সময় তিনি তাঁর নিকটাত্মীয় জনাব আকীবকে কোষাধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত করার জন্য সমিতির অন্য সদস্যদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু জনাব আকীব সম্পর্কে বেশিরভাগ সদস্যের আপত্তি থাকায় জনাব আনোয়ার সফল হতে পারেননি। পরবর্তীতে কাজটি ঠিক হয়নি বুঝতে পেরে জনাব আনোয়ার অন্য সদস্যদের নিকট দুঃখ প্রকাশ করেন।

ক. জাতীয় সমবায় সমিতি কাকে বলে? ১

খ. সমবায় কিভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় হতে পৃথক ? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ২০০১ সালের সমবায় আইন অনুযায়ী উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের সমবায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রমে সমবায় সমিতির মূলনীতির প্রতিফলন ঘটেছে কি? যুক্তিসহ তোমার মতামত দাও। ৪

৫. সিলেটের তরিকুল ও তার দুই ভাই মিলে নিজেদের বাড়িতে বাঁশের খেলনা তৈরি করে স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করে। মিলন এবং তাঁর কয়েকজন বন্ধু ২০ কোটি টাকা ও ২০০জন শ্রমিক নিয়ে আসবাবপত্র তৈরির কারখানা স্থাপন করেন। আসবাবপত্র তৈরির প্রয়োজনীয় কাঠ চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা থেকে সংগ্রহ করতে হয়। এই এলাকায় অনেকেই কারখানায় কাজ করতে চায়। কিন্তু মিলনদের কাজের উপযুক্ত লোক প্রায় নেই বললেই চলে। এছাড়া বিক্রয়ের জন্য আসবাবপত্র ঢাকা-চট্টগ্রামসহ বড় বড় শহরে পাঠাতে হয় কারণ স্থানীয়ভাবে বিক্রয়ের সুযোগ খুবই কম। অনেক প্রচেষ্টার পরেও মিলনরা কাঙ্খিত মুনাফা অর্জন করতে পারছে না।

ক. কুটির শিল্প কী ? ১

খ. শিল্পনীতিতে বিভিন্ন বিভাগকে উন্নত এবং অনুন্নত জেলায় বিভক্ত করার কারণ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জাতীয় শিল্পনীতি-২০২২ অনুযায়ী ব্যাপক অর্থে তরিকুলের প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের শিল্পের অন্তর্গত ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বিনিয়োগের মাপকাঠি বিবেচনায় মিলনদের শিল্প প্রতিষ্ঠানের ধরন চিহ্নিত করে সমস্যা সমাধানের উপায় বিশ্লেষণ করো। ৪

৬. সেলাই কাজের দক্ষতাকে পুঁজি করে তুলি একটি সেলাই মেশিন ক্রয় করে এলাকার মহিলাদের কাপড় সেলাইয়ের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করেন। তুলির প্রতিবেশী মলিও তুলির পথ অনুসরণ করে। পরবর্তীতে একটি বড় কাজের অর্ডার পেলে মলি তার জমানো টাকা ও ব্যাংক ঋণ নিয়ে ২০টি সেলাই মেশিন ক্রয় করেন। ২০জন দক্ষ সেলাই কর্মী নিয়ে দিন-রাত পরিশ্রম করে সঠিক সময়ে অর্ডার সরবরাহ করেন। নিজের প্রতি আস্থা মলিকে পরবর্তীতে 'মলি ফ্যাশন হাউস' গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

ক. বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড হতে কারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে ? ১

খ. কোম্পানি সংগঠন ও অংশীদারি সংগঠনের সদস্যদের দায় ভিন্ন কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মালিকানার ভিত্তিতে তুলির ব্যবসায়ের ধরনটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'মলি ও তুলি দু'জনেই ব্যবসায় উদ্যোক্তা নয়।' বিবৃতিটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

৭. জনাব আজাদ টাঙ্গাইলে নিজস্ব তাঁতে শড়ি তৈরি করেন। গতানুগতিক ডিজাইনের বদলে বৈচিত্র আনতে তিনি ফ্যাশন ডিজাইনিং এর উপর কোর্স করেন এবং তার এক বন্ধুর পরামর্শে বিটাক থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে অত্যাধুনিক মেশিন স্থাপন, মেশিন ব্যবহার ও কারিগরি নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। যা তার ব্যবসায় সম্প্রসারণে সহায়তা করে।

ক. সহযোগী প্রতিষ্ঠান উন্নয়নের আওতায় ব্র্যাক কী কাজ করে? ১

খ. 'আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও প্রশিকার ভূমিকা একই।' ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব আজাদের ব্যবসায় সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক পরিবেশের কোন উপাদান ভূমিকা রেখেছে ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সহায়ক সেবার ধরন বিবেচনায় জনাব আজাদের ব্যবসায়ের সফলতার ক্ষেত্রে বিটাকের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

৮. জনাব আরিশা একটি অডিও রেকডিং প্রতিষ্ঠানের মালিক। ১৯৫৩ সালে মৃত্যুবরণ করা একজন গায়কের গ্রামোফোন রেকর্ডে সংরক্ষিত কিছু গান শুনে তাঁর খুব ভালো লাগলো। তিনি চলতি বছর ভালোভাবে খোঁজ খবর নিয়ে ঐ গানগুলো পুনরায় রেকর্ড করে নিজ নামে বাজারজাত করেন। যদিও গানগুলো একটি চুক্তি দ্বারা গায়কের নামে নিবন্ধিত ছিল। গায়কের পরিবার বিষয়টি জানতে পেরে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য আইনের আশ্রয় নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

ক. ব্যবসায় মূল্যবোধ কী ? ১

খ. ফ্রানসাইজিকে ফ্রানসাইজরের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবসায় পরিচালনা করতে হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব আরিশার কার্যক্রম ব্যবসায় নৈতিকতার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ব্যবসায়ের আইনগত দিক বিবেচনায় গায়কের পরিবার জনাব আরিশার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ পাবে কি? তোমার মতামতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

পরিশিষ্ট: 'ঠ'

সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স) ও নমুনা উত্তর
বিষয়: ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয় কোড: ১৪৩

১. জনাব আহাদ বিদেশ থেকে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে বাবার ব্যবসায়ের হাল ধরলেন। প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে তিনি কারো সাথে আলোচনা না করেই এক বিভাগের কর্মীদের আরেক বিভাগে স্থানান্তর করলেন এবং উৎপাদন বিভাগের ব্যবস্থাপককে চাকরি হতে অব্যাহতি দিলেন। কর্মীদের উপর পুরোপুরি নির্ভর না করে তিনি নিজেই নিরলসভাবে কাজ করতে থাকেন। প্রথম দিকে অনেকেই অসন্তুষ্ট হলেও কাজের প্রতি তার আগ্রহ দেখে কর্মীরাও কাজ সম্পাদনে সচেষ্ট হয়।

ক. সমন্বয় সাধন কী ? ১

খ. কোন ধরণের নেতৃত্বে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিলম্বিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব আহাদের প্রাথমিক পদক্ষেপটি ব্যবস্থাপনার কোন কাজের অন্তর্গত ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব আহাদের নেতৃত্বের ধরন চিহ্নিত করে তার কার্যক্রমে আদর্শ নেতার গুণাবলি প্রতিফলিত হয়েছে কি না তা বিশ্লেষণ কর। ৪

১ (ক) সমন্বয় সাধন কী?

১ (ক) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স)

প্রশ্নের ক্রমিক নং	বরাদ্দকৃত মোট নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১ (ক)	১	১	সমন্বয় সাধনের ধারণা/ সংজ্ঞা লিখতে পারলে।
		০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

১ (ক) প্রশ্নের নমুনা/পূর্ণাঙ্গ উত্তর

যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যবসায় সংগঠনের কর্মী, বিভিন্ন বিভাগ ও উপবিভাগের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন করা হয় তাকে সমন্বয় সাধন বলে।

১ (খ). কোন ধরনের নেতৃত্বে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিলম্বিত হয়? ব্যাখ্যা করো।

১ (খ) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স)

প্রশ্নের ক্রমিক নং	বরাদ্দকৃত মোট নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১ (খ)	২	২	মুক্ত নেতৃত্ব কীভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিলম্বিত করে তার ব্যাখ্যা লিখতে পারলে।
		১	মুক্ত নেতৃত্ব লিখতে পারলে।
		০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

১ (খ) প্রশ্নের নমুনা/পূর্ণাঙ্গ উত্তর

মুক্ত নেতৃত্বে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিলম্বিত হয়। মুক্ত নেতৃত্বে কর্মীরা সুস্পষ্ট কোনো দিক নির্দেশনা না পাওয়ায় কী করতে হবে তা বুঝতে পারে না। এছাড়া নিজেদের ইচ্ছামতো কাজ করার সুযোগ থাকায় কখন, কী করতে হবে তা ঠিক করতেও সময় লাগে। তাই এ ধরনের নেতৃত্বে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিলম্বিত হয়।

১ (গ). জনাব আহাদের প্রাথমিক পদক্ষেপটি ব্যবস্থাপনার কোন কাজের অন্তর্গত? ব্যাখ্যা করো।

১ (গ) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স)

প্রশ্নের ক্রমিক নং	বরাদ্দকৃত মোট নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১ (গ)	৩	৩	উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে কর্মীসংস্থান কাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে।
		২	কর্মীসংস্থান ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারলে।
		১	কর্মীসংস্থান লিখতে পারলে।
		০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

১ (গ) প্রশ্নের নমুনা/পূর্ণাঙ্গ উত্তর

জনাব আহাদের প্রাথমিক পদক্ষেপটি হচ্ছে কর্মীসংস্থান। আমরা জানি প্রতিষ্ঠানের কার্য সম্পাদনের জন্য উপযুক্ত কর্মী সংগ্রহ, নির্বাচন, নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ প্রদান, পদোন্নতি, বদলি, ছাঁটাই প্রভৃতি কাজকে কর্মীসংস্থান বলা হয়।

উদ্দীপকে জনাব আহাদ প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে কর্মীদের এক বিভাগ থেকে আরেক বিভাগে স্থানান্তর করেন যা কর্মীসংস্থানের বদলি কাজটিকে নির্দেশ করে এবং উৎপাদন বিভাগের ব্যবস্থাপককে অব্যাহতি দেয়ার মাধ্যমে তিনি কর্মীসংস্থানের ছাঁটাই কাজটি সম্পাদন করেন। তাই বলা যায়, আহাদের প্রাথমিক পদক্ষেপটি ব্যবস্থাপনার কর্মীসংস্থান কাজের অন্তর্গত।

১ (ঘ). জনাব আহাদের নেতৃত্বের ধরন চিহ্নিত করে তাঁর কার্যক্রমে আদর্শ নেতার গুণাবলি প্রতিফলিত হয়েছে কি না তা বিশ্লেষণ করো।

১ (ঘ) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স)

প্রশ্নের ক্রমিক নং	বরাদ্দকৃত মোট নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১ (ঘ)	৪	৪	জনাব আহাদের নেতৃত্বকে স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে আদর্শ নেতার গুণাবলির ভিত্তিতে তাঁর কার্যক্রম বিশ্লেষণ করতে পারলে।
		৩	উদ্দীপকের আলোকে জনাব আহাদের নেতৃত্বকে স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে।
		২	স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারলে।
		১	স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব লিখতে পারলে।
		০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

১ (ঘ) প্রশ্নের নমুনা/পূর্ণাঙ্গ উত্তর

জনাব আহাদের নেতৃত্বের ধরন হল স্বৈরতান্ত্রিক। যে নেতৃত্বে নেতা কর্মীদের নির্দেশ প্রদান করেন, কোন ধরনের জবাবদিহি করেন না এবং কর্মীদের পরামর্শ বা মতামত গ্রহণ করেন না তাকে স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব বলা হয়। উদ্দীপকে জনাব আহাদ কারো সাথে আলোচনা না করে কর্মীদের এক বিভাগ থেকে আরেক বিভাগে স্থানান্তর করেন এবং তাদের উপর পুরোপুরি নির্ভর না করে নিরলসভাবে কাজ চালিয়ে যান। তাই তার নেতৃত্বের ধরন হলো স্বৈরতান্ত্রিক।

একজন আদর্শ নেতার মধ্যে অনেক গুণ বিদ্যমান থাকে যেমন-শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা, সাহস ও সততা, পরিশ্রম ও সহনশীলতা, দায়িত্বশীল ও সহযোগিতা, সাংগঠনিক দক্ষতা ইত্যাদি। জনাব আহাদ উচ্চতর ডিগ্রির অধিকারী অর্থাৎ তিনি শিক্ষিত। তিনি নিরলসভাবে কাজ করেন অর্থাৎ পরিশ্রমী। কাজের প্রতি তার আগ্রহ দায়িত্বশীলতার প্রমাণ। কর্মীরা পূর্বের চেয়ে দক্ষভাবে কাজ করতে পারছে অর্থাৎ তার সাংগঠনিক দক্ষতার কারণে কর্মীদের দক্ষতাও বৃদ্ধি পায়। ফলে ব্যবসায় আগের চেয়ে অনেক ভাল চলছে। তাই বলা যায় জনাব আহাদের নেতৃত্বের ধরনটি স্বৈরতান্ত্রিক হলেও তাঁর মধ্যে আদর্শ নেতার অনেক গুণ বিদ্যমান।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের উদাহরণ

বিষয়: ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয় কোড: ১৪৩

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও) ১০×২=২০

১. সমুদ্র থেকে ইলিশ মাছ ধরার কাজটি নিষ্কাশন শিল্পের অন্তর্গত কেন? ব্যাখ্যা করো।

২. উদ্যোগ ও ব্যবসায় উদ্যোগের মধ্যে উদ্দেশ্যগত মূল পার্থক্যটি ব্যাখ্যা করো।

৩. একজন উদ্যোক্তাকে প্রথমেই ঝুঁকি নিরূপণ করতে হয় কেন?

৪. কর্মীকে কাজে নিয়োগ দেওয়ার পূর্বেই প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হয় কেন?

৫. পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি কীভাবে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি থেকে আলাদা/ভিন্ন?

৬. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়কে চিরন্তন অস্তিত্বের অধিকারী বলা হয় কেন?

৭. 'জীবন বিমা ছাড়া অন্যান্য সকল বিমা ক্ষতিপূরণ চুক্তি।'- ব্যাখ্যা করো।

৮. ব্যবসায় পরিকল্পনা কী? এটি কীভাবে ব্যবসায় পরিচালনার দিক নির্দেশনা দলিল হিসেবে কাজ করে?

৯. ৭৫ কোটি টাকা মূলধন বিনিয়োগ করে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যেখানে ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য কর্মচারী মিলিয়ে ১৫০ জন কর্মরত রয়েছেন। হাসপাতালটি কোন ধরনের সেবামূলক শিল্পের অন্তর্গত? ব্যাখ্যা করো।

১০. গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব কাকে বলে? কর্মীদের উপর গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের প্রভাব ব্যাখ্যা করো।

১১. একজন আদর্শ বিক্রয়কর্মীর জেন্ডার সচেতন হওয়া প্রয়োজন কেন?

১২. বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা করো।

১৩. সকল ধরনের শিল্প কারখানায় বাধ্যতামূলক বর্জ্য শোধনাগার থাকা প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা করো।

১৪. একটি সমবায় সমিতির শেয়ার সংখ্যা ১০০০ হলে একজন সদস্য সর্বোচ্চ কতটি শেয়ার ক্রয় করতে পারবে? কেন?

১৫. বিপণনের ক্ষেত্রে ভোক্তা বিশ্লেষণ কেন প্রয়োজন?

পরিশিষ্ট-'ঢ'

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স) ও নমুনা উত্তর

বিষয়: ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয় কোড: ১৪৩

১. সমুদ্র থেকে ইলিশ মাছ ধরার কাজটি নিষ্কাশন শিল্পের অন্তর্গত কেন? ব্যাখ্যা করো।

প্রশ্নের ক্রমিক নং	বরাদ্দকৃত মোট নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১	২	২	নিষ্কাশন শিল্পের ধারণার আলোকে সমুদ্র থেকে ইলিশ মাছ ধরার কাজটি কেন নিষ্কাশন শিল্পের অন্তর্গত হবে তার ব্যাখ্যা লিখতে পারলে।
		১	নিষ্কাশন শিল্পের ধারণা লিখতে পারলে।
		০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

১নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর/পূর্ণাঙ্গ উত্তর

ভূগর্ভ, পানি বা বায়ু থেকে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ বা সংগ্রহকে নিষ্কাশন শিল্প বলে। ভূগর্ভ হতে খনিজ, পানি হতে মাছ, জলজ সম্পদ সংগ্রহ ইত্যাদি নিষ্কাশন শিল্পের অন্তর্গত। ইলিশ মাছ সমুদ্র থেকে সংগ্রহ করা হয় যা একটি প্রাকৃতিক সম্পদ। তাই সমুদ্রে থেকে ইলিশ মাছ ধরার কাজটি নিষ্কাশন শিল্পের অন্তর্গত।

২. সকল ধরনের শিল্প কারখানায় বাধ্যতামূলক বর্জ্য শোধনাগার থাকা প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা করো।

২নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশনা/রুব্রিক্স

প্রশ্নের ক্রমিক নং	বরাদ্দকৃত মোট নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
২	২	২	শিল্প কারখানা থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন ধরনের দূষণের উল্লেখ করে তা প্রতিরোধে সকল ধরনের শিল্প কারখানায় বাধ্যতামূলক বর্জ্য শোধনাগার থাকা কেন প্রয়োজন তার ব্যাখ্যা লিখতে পারলে
		১	পরিবেশ দূষণ রোধের জন্য সকল ধরনের শিল্প কারখানায় বাধ্যতামূলক বর্জ্য শোধনাগার থাকা প্রয়োজন লিখতে পারলে।
		০	অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

২নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর/পূর্ণাঙ্গ উত্তর

পরিবেশ দূষণ রোধে সকল ধরনের শিল্প কারখানায় বাধ্যতামূলক বর্জ্য শোধনাগার থাকা প্রয়োজন। প্রতিটি শিল্প কারখানা থেকে বর্জ্য নির্গত হয়। শিল্প কারখানা থেকে নির্গত বর্জ্যে বিভিন্ন ক্ষতিকর উপাদান থাকে। এসব বর্জ্য নদী, খাল-বিল জলাশয়ে ফেললে পরিবেশের উপাদান মাটি, পানি ও বায়ু দূষিত হয়। শিল্প কারখানায় বাধ্যতামূলক বর্জ্য শোধনাগার থাকলে শিল্প বর্জ্য পরিশোধন করে পরিবেশ দূষণ রোধ করা সম্ভব হবে। তাই পরিবেশ দূষণ রোধ করতে সকল ধরনের শিল্প কারখানায় বাধ্যতামূলক বর্জ্য শোধনাগার থাকা প্রয়োজন।

পরিশিষ্ট : 'ণ' পরীক্ষা সংস্কারের প্রজ্ঞাপন

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জুন ১৮, ২০০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

অধিশাখা-১১

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ৬ জুন ২০০৭

নং শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/সেসিপ/২০০৪/৯৯৯—দেশের মাধ্যমিক স্তরে বিদ্যমান বহুমুখী শিক্ষাক্রমের আওতায় ৯ম-১০ম শ্রেণীতে একজন শিক্ষার্থীকে শিক্ষার বিশেষ শাখা (বিজ্ঞান/মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা) বেছে নিতে হয়। বর্তমানে প্রচলিত বহুমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার স্থলে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা গেলে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত একজন শিক্ষার্থী ব্যাপকভিত্তিক সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠার সুযোগ পাবে। এ লক্ষ্যে গত ১২-৭-২০০৫ তারিখে শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/সেসিপ/২০০৪/৯৬০ প্রজ্ঞাপনমূলে ২০০৬ শিক্ষাবর্ষ হতে মাধ্যমিক স্তরে (৯ম শ্রেণীতে) একমুখী শিক্ষাক্রম প্রবর্তন এবং আগামী ২০০৮ সালে এস.এস.সি পরীক্ষা কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে মর্মে নির্দেশনা ছিল। প্রস্তুতি হিসেবে দেশব্যাপী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, জেলা শিক্ষা অফিসার এবং শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে কর্মশালা, অবহিতকরণ ও প্রশিক্ষণের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। এ সংস্কার কর্মসূচির প্রচার ও উদ্বুদ্ধ করণার্থে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকদের নিকট সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় উপানুষ্ঠানিক পত্র দেন। একইভাবে মাননীয় সংসদ সদস্যদের নিকট তৎকালীন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী কর্তৃক উপানুষ্ঠানিক পত্রে একমুখী শিক্ষা কর্মসূচিকে সহায়তার অনুরোধ জানানো হয়।

২। অনিবার্য কারণে ৮ ডিসেম্বর ২০০৫ তারিখে শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/সেসিপ/২০০৪/১৭৮৬ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে ২০০৭ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত একমুখী শিক্ষাক্রম ও পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার সংক্রান্ত কার্যক্রম স্থগিত করা হয় এবং পরবর্তীতে গত ১৪ আগস্ট ২০০৬ তারিখে শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/

(৬১৪৭)

মূল্য ঃ টাকা ২.০০

সেসিপ/২০০৪/১১৯৮ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে ৩১-১২-২০০৭ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। বর্তমানে সরকার একমুখী শিক্ষা স্থগিত রেখে প্রচলিত শিক্ষাক্রমের আওতায় নতুন পদ্ধতিতে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের জন্য নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ঃ—

(১) এস.এস.সি পরীক্ষায় ইংরেজি ১ম পত্র, ইংরেজি ২য় পত্র, বাংলা ২য় পত্র, সহজ বাংলা, বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের সংস্কৃতি, কর্মমুখী শিক্ষা, বেসিক ট্রেড, আরবি/সংস্কৃত/পালি, সংগীত, শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, English Language & Literature চারু ও কারুকলা ব্যতীত অন্যান্য বিষয়সমূহের জন্য—

(ক) প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতিতে ৫০ শতাংশ নম্বরের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন, ব্যাখ্যা ও রচনামূলক প্রশ্নের পরিবর্তে ৬০ শতাংশ নম্বরের কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন (Structured Question) ব্যবহার করা হবে। বিদ্যমান শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী কয়েকটি অংশ নিয়ে প্রতিটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন গঠিত হবে। তবে পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত, কৃষি শিক্ষা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি এবং কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ নম্বরের কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ব্যবহার করা হবে।

(খ) বহু নির্বাচনী প্রশ্নের (MCQ) জন্য বর্তমানে নির্ধারিত ৫০ শতাংশ নম্বরের পরিবর্তে ৪০ শতাংশ নম্বর নির্ধারিত থাকবে, তবে পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, উচ্চতর গণিতে ৩৫ শতাংশ, কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়ে ৩০ শতাংশ এবং কৃষি শিক্ষা ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিষয়ে ২৫ শতাংশ নম্বর বহুনির্বাচনী প্রশ্নের জন্য নির্ধারিত থাকবে।

(গ) প্রতিটি বহুনির্বাচনী প্রশ্নের জন্য ১ মিনিট সময় বরাদ্দ থাকবে। এই হিসাবে বহুনির্বাচনী প্রশ্নপত্রের সময় বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সময় কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের জন্য বরাদ্দ থাকবে।

(ঘ) যে সকল বিষয়ে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের জন্য ৬০ শতাংশ নম্বর নির্ধারিত সে সকল বিষয়ের পরীক্ষায় ৯টি প্রশ্ন থাকবে এবং সেখান থেকে ৬টি প্রশ্নর উত্তর দিতে হবে। যে সকল বিষয়ে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের জন্য ৪০ শতাংশ নম্বর নির্ধারিত সে সকল বিষয়ের পরীক্ষায় ৬টি প্রশ্ন থাকবে এবং সেখান থেকে ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

(ঙ) প্রশ্ন প্রণেতাগণ বিদ্যমান শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সকল বিষয়বস্তু (Content Coverage) বিবেচনায় এনে চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী বহুনির্বাচনী প্রশ্নপত্র তৈরি করবেন। এজন্য বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত নির্দেশক ছক (Specification Grid) অনুসরণ করতে হবে।

(চ) উত্তরপত্র মূল্যায়ন সঠিক ও নির্ভরযোগ্য করবার জন্য প্রশ্নপ্রণেতাগণ প্রশ্নপত্রের সঙ্গে নমুনা উত্তর (Model Answer) ও নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Marking Scheme) বোর্ড কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করবেন।

(ছ) পরীক্ষকগণ উত্তরপত্র মূল্যায়নকালে প্রধান পরীক্ষক কর্তৃক সরবরাহকৃত নমুনা উত্তর এবং নম্বর প্রদান নির্দেশিকা অনুসরণ করবেন। উত্তরপত্র প্রকৃত মূল্যায়নের পূর্বে প্রধান পরীক্ষকের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষকগণ উত্তরপত্রে নমুনা নম্বর প্রদান (Sample Marking) অনুশীলনের মাধ্যমে প্রকৃত নম্বর প্রদানকে নির্ভরযোগ্য করবেন।

(২) এই পরীক্ষা সংস্কার ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিতব্য এস.এস.এস পরীক্ষা থেকে কার্যকর হবে। বিদ্যালয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রম ও অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় এই পরীক্ষা সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।

(৩) ইংরেজি ১ম পত্র, ইংরেজি ২য় পত্র, বাংলা ২য় পত্র, সহজ বাংলা, বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের সংস্কৃতি, কর্মমুখী শিক্ষা, বেসিক ট্রেড, আরবি/সংস্কৃত/পালি, সংগীত, শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, English Language & Literature এবং চারু ও কারুকলা বিষয়সমূহের নম্বর বন্টন প্রশ্নের ধরণে বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতির কোনোরূপ পরিবর্তন হবে না।

(৪) ফলাফল তৈরির ক্ষেত্রে গ্রেড ও জিপিএ নির্ধারণে বর্তমান নিয়মই বহাল থাকবে।

(৫) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডসমূহ প্রশ্নপত্র প্রণেতা, মডারেটর, পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষকগণের জন্য এতদ্‌সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(৬) প্রকল্প পরিচালক, টিচিং কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (টিকিউআই)-এর সাথে প্রকল্প পরিচালক, সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এসইএসডিপি) সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পাঠ্যসূচিতে পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার কর্মসূচির প্রতিফলন ঘটাবে।

৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হল।

মোঃ নজরুল ইসলাম খান
যুগ্ম-সচিব (মাধ্যমিক)।

ı, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখতার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-১১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩০ এপ্রিল ২০০৮

নং- শিম/শা: ১১/বিবিধ-৬/সেসিপ/ ২০০৪/৬৯৪--সংস্কারকৃত কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের ভিত্তিতে এসএসসি পরীক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০৬ জুন ২০০৭ তারিখের শিম/শা:১১/বিবিধ-৬/সেসিপ/২০০৪/৯৯৯ সংখ্যক স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন সংশোধনক্রমে নিম্নোক্ত নির্দেশনা জারী করা হলো:

১) কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতি- "সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি" হিসেবে বিবেচিত হবে।

২) ২০১০ সাল থেকে 'সৃজনশীল প্রশ্ন' পদ্ধতিতে শুধুমাত্র বাংলা ১ম পত্র এবং ধর্ম শিক্ষা বিষয়ে এসএসসি পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।

৩) ২০১১ সাল হতে পূর্ণাঙ্গভাবে 'সৃজনশীল প্রশ্ন' পদ্ধতিতে এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

৪) চলতি বছর ৮ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা যাতে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির সাথে পরিচিত হতে পারে এবং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে সে লক্ষ্যে ২০০৮ সাল থেকেই ৮ম শ্রেণীতে ন্যূনতম পরিসরে হলেও সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির সূচনা করতে হবে। সংশি- ষ্ট বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

৫) ২০০৯ সাল হতে ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম ও ৯ম শ্রেণীতে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি পূর্ণাঙ্গভাবে চালু হবে।

৬) সমতার স্বার্থে এসএসসি'র সমপর্যায়ে মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থায় ২০১১ সাল থেকে 'সৃজনশীল প্রশ্ন' পদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। মন্ত্রণালয়ের মাদ্রাসা ও কারিগরি অনুবিভাগ এ বিষয়ে এখন থেকেই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

৭) এসএসসি পরীক্ষার ধারাবাহিকতায় ২০১২ সালের এইচএসসি পরীক্ষা এবং একইভাবে সমমানের মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা সংশি- ষ্ট পাবলিক পরীক্ষাতেও সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালু করা হবে। মন্ত্রণালয়ের কলেজ এবং মাদ্রাসা ও কারিগরি অনুবিভাগ এ বিষয়ে এখন থেকেই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

৮) সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির যৌক্তিকতা তুলে ধরে রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে এসইএসডিপি প্রকল্প থেকে প্রচারণা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

৯) সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য এসইএসডিপি প্রকল্পের আওতায় ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে স্থাপিত Bangladesh Examinations Development Unit (BEDU) কে আরও কার্যকর **ভূমিকা** পালন করতে হবে। সে লক্ষ্যে প্রকল্প ও শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

১০) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্ড়ক বোর্ড শিক্ষার্থীদের নিকট আকর্ষণীয় এবং বিষয়বস্ড়ু সমৃদ্ধ পাঠ্যপুস্ড়ক প্রকাশের ব্যবস্থা করবে।

১১) প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও গবেণার জন্য এনসিটিবি এবং ঢাকা শিক্ষা বোর্ড যৌথ উদ্যোগে একটি সেল গঠন করবে। এ সেল সৃজনশীল প্রশ্নপত্র আহ্বান ও যাচাই-বাছাইপূর্বক একটি প্রশ্ন ব্যাংক তৈরি করবে।

২। ১নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়সমূহ ব্যতিত ০৬ জুন ২০০৭ তারিখের শিম/শাঃ ১১/বিবিধ-৬/সেসিপ/২০০৪/৯৯৯ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনে বিধৃত অন্যান্য বিষয়সমূহ অপরিবর্তিত থাকবে। পরিপত্রের বর্ণিত নির্দেশনা মন্ত্রণালয়ের সংশি- ষ্ট অনুবিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এবং এর অধীনস্থ দপ্তরসমূহ, সকল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্ড়ক বোর্ড, টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্র্ভমেন্ট ইন সেকেন্ডারী এডুকেশন প্রজেক্ট, সেকেন্ডোরী এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টসহ সংশি- ষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে বাস্ড়বায়ন করবে।

৩। এতদ্‌বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ২৯ জুলাই, ২০০৭ তারিখে শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/সেসিপ/২০০৭/১৩১৫ সংখ্যক স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনটি এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

৪। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রম এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো এবং অবিলম্বে তা কার্যকর হবে।

বাবলু কুমার সাহা
উপ-সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
(শাখা-১১)

নং-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬ সেসিপ/২০০৪(অংশ)/৭০৯ তারিখঃ ১ জুলাই, ২০০৯

প্রজ্ঞাপন

শিক্ষা ব্যবস্থায় গুণগত পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্নমুখী পদক্ষেপের অংশ হিসেবে পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষা ধারার মাধ্যমিক বা সমমানের স্তরে বিদ্যমান প্রশ্ন পদ্ধতির স্থলে 'সৃজনশীল প্রশ্ন-পদ্ধতি' প্রবর্তনের লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে এস. এস. সি. পরীক্ষায় সৃজনশীল প্রশ্ন-পদ্ধতি প্রবর্তনের ইতিপূর্বেকার নির্ধারিত বাস্তবায়ন সময়সূচি পর্যালোচনা করে সরকার উক্ত বিষয়ে নিম্নরূপ সংশোধিত সময়সূচি পুনঃনির্ধারণ করেছে:

(ক) পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ২০১০ সাল থেকে এস.এস.সি পরীক্ষায় বাংলা প্রথম পত্র এবং ধর্ম শিক্ষা বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে;

(খ) ২০১১ সালে উপরি-উক্ত বাংলা প্রথম পত্র ও ধর্ম বিষয়সহ সাধারণ শিক্ষা ধারার বিভিন্ন শাখায় (মানবিক,বাণিজ্য ও বিজ্ঞান) নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে 'সৃজনশীল প্রশ্ন' পদ্ধতিতে এস.এস.সি পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে,যথা:-

শাখা	বিষয়	
মানবিক শাখা	ভূগোল	সাধারণ বিজ্ঞান
বাণিজ্য শাখা	ব্যবসায় পরিচিতি	সাধারণ বিজ্ঞান
বিজ্ঞান শাখা	রসায়ন বিজ্ঞান	সামাজিক বিজ্ঞান

;

(গ) ২০০৯ শিক্ষাবর্ষে সাধারণ শিক্ষা ধারায় ৬ষ্ঠ,৭ম ও ৮ম শ্রেণীতে সৃজনশীল প্রশ্ন-পদ্ধতির আওতাভুক্ত সকল বিষয়ে প্রবর্তিত সৃজনশীল প্রশ্ন-পদ্ধতি বহাল থাকবে।

২। মাদরাসা শিক্ষা ধারায় দাখিল স্তরে ২০১১ সালে বাংলা ও ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন-পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।

৩। সকল শিক্ষা ধারায় (সাধারণ,মাদরাসা ও কারিগরি) মাধ্যমিক বা সমমান স্তরে পূর্ণাঙ্গভাবে সৃজনশীল প্রশ্ন-পদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, সকল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড এবং বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৪। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

৭।৭।৯
(মোঃ মোয়েজ্জদ্দীন আহমেদ)
যুগ্ম-সচিব(মাধ্যমিক)

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
শাখা-১১

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/২০০৪(অংশ)/২৫০

তারিখ ঃ ০৮ চৈত্র ১৪১৬ / ২২ মার্চ ২০১০

প্রজ্ঞাপন

আগামী ২০১১ সালে সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিতব্য এস.এস.সি পরীক্ষায় ৭টি বিষয় যথা ঃ (১) বাংলা ১ম পত্র (২) ধর্ম (৩) সাধারণ বিজ্ঞান (৪) সামাজিক বিজ্ঞান (৫) ভূগোল (৬) রসায়ন ও (৭) ব্যবসায় পরিচিতি এবং মাদ্রাসা শিক্ষা ধারায় দাখিল পরীক্ষায় (১) বাংলা ও (২) ইসলামের ইতিহাস বিষয়ের পরীক্ষা সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির আওতায় গৃহিত হবে মর্মে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১ জুলাই ২০০৯ তারিখের নং-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬(সেসিপ)/২০০৪(অংশ)/৭০৯ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ইতোপূর্বে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে।

২। ২০১২ সালের এস.এস.সি পরীক্ষায় উপরোল্লিখিত বিষয়সমূহ ছাড়াও নিম্নোল্লিখিত অতিরিক্ত আরও ১১টি বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে এস.এস.সি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

বিষয়সমূহ যথা ঃ (১) পদার্থ বিজ্ঞান (২) জীববিজ্ঞান (৩) ইতিহাস (৪) অর্থনীতি (৫) পৌরনীতি (৬) হিসাব বিজ্ঞান (৭) ব্যবসায় উদ্যোগ (৮) বাণিজ্যিক ভূগোল (৯) গার্হস্থ্য অর্থনীতি (১০) কৃষি শিক্ষা ও (১১) কম্পিউটার শিক্ষা।

৩। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীন ২০১২ সালের দাখিল পরীক্ষায় (১) রসায়ন (২) সামাজিক বিজ্ঞান ও (৩) কোরআন মাজিদ বিষয়সমূহের পরীক্ষা সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির আওতায় গৃহিত হবে।

৪। গণিত ও উচ্চতর গণিত বিষয় সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির আওতায় আসবে না।

৫। ইহা জনস্বার্থে জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত ঃ ২২/০৩/২০১০
(সৈয়দ আতাউর রহমান)
সচিব

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ ফরম্‌স ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।)

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/২০০৪(অংশ)/২৫০/১(১৪)

তারিখ ঃ ০৮ চৈত্র ১৪১৬ / ২২ মার্চ ২০১০

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে ঃ

(১) মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
(২) প্রকল্প পরিচালক, এসইএসডিপি/টিকিউআই/সেকায়েপ, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
(৩) চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা।
(৪) চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা/রাজশাহী/যশোর/কুমিল্লা/বরিশাল/সিলেট/চট্টগ্রাম/দিনাজপুর।
(৫) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
(৬) পরিচালক (মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
(৭) অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, সভাপতি, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ১৪, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা।
(৮) ড. মোহাম্মদ ইব্রাহীম, অধ্যাপক, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
(৯) অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল, শাহ জালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।
(১০) ড. সফিউদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক, বাংলা, শাহ জালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট (গাজী ভবন, ৬ সি, ৪১ নয়াপল্টন, ঢাকা)।
(১১) প্রফেসর হাসপিয়া বশির উল্লাহ, সদস্য (শিক্ষাক্রম), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা।
(১২) জনাব রবিউল কবীর চৌধুরী, বিশেষজ্ঞ (পরীক্ষা ও মূল্যায়ন), এসইএসডিপি, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
(১৩) গাজী মোঃ আহসানুল কবীর, পরামর্শক (কারিকুলাম), এসইএসডিপি, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
(১৪) সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।(তাঁকে প্রজ্ঞাপনটি ওয়েবসাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)

২২/৩/২০১০
(মোঃ আইয়ুব হোসেন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৯৫৫০৩৪১।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
শাখা-১১

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/৮-৪/২০১০/৪৩০

তারিখ ঃ ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭ / ০৭ জুন ২০১০

প্রজ্ঞাপন

আগামী ২০১২ সালের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় বাংলা ১ম পত্র বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

২। প্রশ্নের মানবন্টন হবে নিম্নরূপ ঃ

সৃজনশীল প্রশ্ন	৬০
বহু নির্বাচনী প্রশ্ন	৪০
মোট	১০০

৩। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০/৪/২০০৮ তারিখের নং-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬সেসিপ/২০০৪/৬৯৪ প্রজ্ঞাপনের অনুবৃত্তিক্রমে জনস্বার্থে ইহা জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত ঃ ০৭/০৬/২০১০
(সৈয়দ আতাউর রহমান)
সচিব

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/৮-৪/২০১০/৪৩০

তারিখ ঃ ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭ / ০৭ জুন ২০১০

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে ঃ

১। কমিশনার, ঢাকা/রাজশাহী/খুলনা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট বিভাগ।
২। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা/রাজশাহী/যশোর/কুমিল্লা/বরিশাল/সিলেট/চট্টগ্রাম/দিনাজপুর।
৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৫। প্রকল্প পরিচালক, এসইএসডিপি/সেকায়েপ/টিকিউআই-এসইপি, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৬। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৭। জেলা প্রশাসক, ------------------------ (সকল)।
৮। উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।)
৯। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
১০। সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (তাঁকে প্রজ্ঞাপনটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
১১। উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, --------------- (সকল অঞ্চল)।
১২। জেলা শিক্ষা অফিসার, --------------------------------------- (সকল)।
১৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ---------------------------------- (সকল)।
১৪। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, -------------------------- (সকল)।
১৫। সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)।

7/6/2010
(মোঃ আইয়ুব হোসেন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৯৫৫০৩৪১।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

নং শিম/শাঃ১৪/বিবিধ-৫/০৭/২৬৮ তারিখঃ ০৯ আষাঢ় ১৪১৮ / ২৩ জুন ২০১১

প্রজ্ঞাপন

মানসম্মত শিক্ষা ও শিখণ পদ্ধতির গুনগতমান উন্নয়নে সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের ধারাবাহিকতায় আগামী ২০১৩ সাল হতে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিতব্য আলিম পরীক্ষায় (১) বাংলা প্রথমপত্র ও (২) ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং ২০১৪ সাল থেকে আলিম পরীক্ষায় রসায়ন বিষয়টি এ পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হবে।

২। জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত/-
২৩/০৬/২০১১
(ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ ফরম্স ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

নং শিম/শাঃ১৪/বিবিধ-৫/০৭/২৬৮ তারিখঃ ০৯ আষাঢ় ১৪১৮ / ২৩ জুন ২০১১

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থেঃ
১। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩। প্রকল্প পরিচালক, এসইএসডিপি/টিকিউআই/সেকায়েপ, শিক্ষাভবন, ঢাকা।
৪। চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা।
৫। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড/রাজশাহী/যশোর/কুমিল্লা/বরিশাল/সিলেট/চট্টগ্রাম/দিনাজপুর।
৬। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৭। পরিচালক (মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৮। সিস্টেম এনালিষ্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (তাঁকে প্রজ্ঞাপনটি ওয়েবসাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)

(মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম)
উপ-সচিব (মাদ্রাসা)
☏ ৭১৬৪৭৫০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
শাখা-১১

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/২০০৪(অংশ)/ ৩০৯ তারিখ ঃ ২১ আষাঢ় ১৪১৮ / ০৫ জুলাই ২০১১

প্রজ্ঞাপন

আগামী ২০১৩ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় পৌরনীতি, রসায়ন এবং ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

২। প্রশ্নের মানবন্টন হবে নিম্নরূপ ঃ

বিষয়	সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) অংশের নম্বর	বহুনির্বাচনী প্রশ্নের নম্বর	ব্যবহারিক পরীক্ষার নম্বর	মোট নম্বর
পৌরনীতি, ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ	৬০	৪০	-	১০০
রসায়ন	৪০	৩৫	২৫	১০০

৩। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০/০৪/২০০৮ তারিখের নং-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬সেসিপ/২০০৪/৬৯৪ প্রজ্ঞাপনের অনুবৃত্তিক্রমে জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-
তারিখঃ ০৫/০৭/২০১১
(ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)
সচিব

উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা
(প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/২০০৪(অংশ)/ ৩০৯/১(১২০৭) তারিখ ঃ ২১ আষাঢ় ১৪১৮ / ০৫ জুলাই ২০১১

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে ঃ

১। কমিশনার, ঢাকা/রাজশাহী/খুলনা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট/রংপুর বিভাগ।
২। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা/রাজশাহী/যশোর/কুমিল্লা/বরিশাল/ সিলেট/চট্টগ্রাম/দিনাজপুর।
৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৫। প্রকল্প পরিচালক, এসইএসডিপি/সেকায়েপ/টিকিউআই-এসইপি, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৬। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৭। জেলা প্রশাসক, ------------------------ (সকল)।
৮। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৯। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, --------------------------------- (সকল)।
১০। উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, --------------- (সকল অঞ্চল)।
১১। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। জেলা শিক্ষা অফিসার, ------------------------------------- (সকল)।
১৩। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, ------------------------- (সকল)।
১৪। সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)।

(নুমেরী জামান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৯৫৫০৩৪১।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/২০০৪(অংশ)/৮৯ তারিখ ঃ ২৬ মাঘ ১৪১৮ / ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২

প্রজ্ঞাপন

আগামী ২০১৪ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, হিসাববিজ্ঞান, ব্যবসায় উদ্যোগ ও ব্যবহারিক ব্যবস্থাপনা, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকল্যাণ বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

২। প্রশ্নের মানবণ্টন হবে নিম্নরূপ ঃ

বিষয়	সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) অংশের নম্বর	বহুনির্বাচনী প্রশ্নের নম্বর	ব্যবহারিক পরীক্ষার নম্বর	মোট নম্বর
পদার্থবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান	৪০	৩৫	২৫	১০০
হিসাববিজ্ঞান, ব্যবসায় উদ্যোগ ও ব্যবহারিক ব্যবস্থাপনা	৬০	৪০		১০০
ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকল্যাণ	৬০	৪০		১০০

৩। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০/০৪/২০০৮ তারিখের নং-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬সেসিপ/২০০৪/৬৯৪ প্রজ্ঞাপনের অনুবৃত্তিক্রমে জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-
তারিখঃ ০৬/০২/২০১২
(ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)
সচিব

উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা
(প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/২০০৪(অংশ)/৮৯ তারিখ ঃ ২৬ মাঘ ১৪১৮ / ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে ঃ

১। কমিশনার, ঢাকা/রাজশাহী/খুলনা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট/রংপুর বিভাগ।
২। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা/রাজশাহী/যশোর/কুমিল্লা/বরিশাল/সিলেট/চট্টগ্রাম/দিনাজপুর।
৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড/ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৫। প্রকল্প পরিচালক, এসইএসডিপি/সেকায়েপ/টিকিউআই-এসইপি, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৬। জেলা প্রশাসক, ------------------------ (সকল)।
৭। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৮। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৯। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, -------------------------------- (সকল)।
১০। উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, --------------- (সকল অঞ্চল)।
১১। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। জেলা শিক্ষা অফিসার, ------------------------------------ (সকল)।
১৩। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, -------------------------- (সকল)।
১৪। সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

০৮-০২-১২
(মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৯৫৫০০৪১।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

নং শিম/শাঃ১৪/বিবিধ-৫/০৭/২৯৫ তারিখঃ ০৪ শ্রাবণ ১৪১৮ / ১৯ জুলাই ২০১১

প্রজ্ঞাপন

মানসম্মত শিক্ষা ও শিখণ পদ্ধতির গুণগতমান উন্নয়নে সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের ধারাবাহিকতায় আগামী ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ হতে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিতব্য দাখিল পরীক্ষায় (১) কম্পিউটার শিক্ষা, (২) পদার্থ বিজ্ঞান ও (৩) জীব বিজ্ঞান বিষয় সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

২। জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত/-
১৯/০৭/২০১১
(ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ ফরম্‌স ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

নং শিম/শাঃ১৪/বিবিধ-৫/০৭/২৯৫ তারিখঃ ০৪ শ্রাবণ ১৪১৮ / ১৯ জুলাই ২০১১

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থেঃ
১। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩। প্রকল্প পরিচালক, এসইএসডিপি/টিকিউআই/সেকায়েপ, শিক্ষাভবন, ঢাকা।
৪। চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা।
৫। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড/রাজশাহী/যশোর/কুমিল্লা/বরিশাল/সিলেট/চট্টগ্রাম/দিনাজপুর।
৬। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৭। পরিচালক (মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৮। সিস্টেম এনালিষ্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (তাঁকে প্রজ্ঞাপনটি ওয়েবসাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)

(মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর কবীর)
উপ-সচিব (মাদ্রাসা)

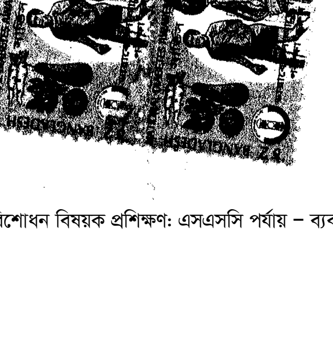

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moedu.gov.bd

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/২০০৪(অংশ-২)/ ৬৭৮

তারিখ ঃ ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ খ্রিস্টাব্দ
১২ আশ্বিন ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

প্রজ্ঞাপন

আগামী ২০১৪ সালের জেএসসি/জেডিসি, ২০১৫ সালের এসএসসি/দাখিল এবং ২০১৭ সালের এইচএসসি/আলিম পরীক্ষায় গণিত ও উচ্চতর গণিত বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

২। **প্রশ্নের মানবন্টন হবে নিম্নরূপ** :

ক্রমিক	পরীক্ষার নাম	বিষয়	সৃজনশীল (কাঠামো) প্রশ্নের নম্বর	বহুনির্বাচনী প্রশ্নের নম্বর	মোট নম্বর	বাস্তবায়নকাল
১.	জেএসসি/জেডিসি	গণিত	৬০	৪০	১০০	২০১৪
২.	এসএসসি/দাখিল	গণিত ও উচ্চতর গণিত	৬০	৪০	১০০	২০১৫
৩.	এইচএসসি/আলিম	উচ্চতর গণিত	৬০	৪০	১০০	২০১৭

৩। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০/০৪/২০০৮ তারিখের নং-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬সেসিপ/২০০৪/৬৯৪ প্রজ্ঞাপনের অনুবৃত্তিক্রমে জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/=
তারিখ: ১৯/০৯/২০১২
(ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)
সচিব

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/২০০৪(অংশ-২)/ ৬৭৮

তারিখ ঃ ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ খ্রিস্টাব্দ
১২ আশ্বিন ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ

১। কমিশনার, ঢাকা/রাজশাহী/খুলনা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট/রংপুর বিভাগ।
২। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৩। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা/রাজশাহী/যশোর/কুমিল্লা/বরিশাল/সিলেট/চট্টগ্রাম/দিনাজপুর।
৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৫। প্রকল্প পরিচালক, এসইএসডিপি/সেকায়েপ/টিকিউআই-এসইপি, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৬। জেলা প্রশাসক, ----------------------- (সকল)।
৭। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বালাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম্‌স ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৯। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

(এ জেড এম নূরুল হক)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৫০৩৪১ (অফিস)
ই-মেইলঃ sas_sec2@moedu.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.moedu.gov.bd

স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭২.৪৪.০৩২.১৪-৪৩০ তারিখ : ০৫ অগ্রহায়ণ ১৪২১ বঙ্গাব্দ
১৯ নভেম্বর ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

আগামী দাখিল ও এইচএসসি/আলিম পরীক্ষা-২০১৬ এবং দাখিল ও এইচএসসি পরীক্ষা-২০১৭ নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমূহ এবং নম্বর বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

২। পরীক্ষার নাম, বাস্তবায়নকাল এবং বিষয় ভিত্তিক প্রশ্নের নম্বর বিভাজন :

পরীক্ষার নাম	বাস্তবায়নকাল	বিষয়ের নাম	বিষয়ের নম্বর বিভাজন		বিষয়ের নম্বর বন্টন		সৃজনশীল প্রশ্নে নম্বর বন্টন	
					তত্ত্বীয়	ব্যবহারিক	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	সৃজনশীল প্রশ্ন
দাখিল	২০১৬	১. পৌরনীতি ও নাগরিকতা	পূর্ণনম্বর : ১০০		১০০	নাই	৪০	৬০
এইচএসসি	২০১৬	২. অর্থনীতি	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর :২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
		৩. যুক্তিবিদ্যা	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর :২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
		৪. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	পূর্ণনম্বর : ১০০		৭৫	২৫	৩৫	৪০
		৫. ফিন্যান্স ব্যাংকিং ও বীমা	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর :২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০

D:\Shah Khondoker Abdul Bari (AI, DIA-SESDP), Sec-11 MoE\Proggapn doc

পরীক্ষার নাম	বাস্তবায়নকাল	বিষয়ের নাম	বিষয়ের নম্বর বিভাজন		বিষয়ের নম্বর বন্টন		সৃজনশীল প্রশ্নে নম্বর বন্টন	
					তত্ত্বীয়	ব্যবহারিক	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	সৃজনশীল প্রশ্ন
এইচএসসি	২০১৬	৬. উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপনন	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর :২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
		৭. ভূগোল	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
আলিম	২০১৬	৮. অর্থনীতি	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর :২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
		৯. পদার্থবিজ্ঞান	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
		১০. জীববিজ্ঞান	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০

D:\Shah Khondoker Abdul Bari (AL DIA-SESDP), Sec-11, MoE\Proggapn.doc

পরীক্ষার নাম	বাস্তবায়নকাল	বিষয়ের নাম	বিষয়ের নম্বর বিভাজন		বিষয়ের নম্বর বন্টন		সৃজনশীল প্রশ্নে নম্বর বন্টন	
					তত্ত্বীয়	ব্যবহারিক	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	সৃজনশীল প্রশ্ন
আলিম	২০১৬	১১. পৌরনীতি ও সুশাসন	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর :২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
		১২. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	পূর্ণনম্বর : ১০০		৭৫	২৫	৩৫	৪০
দাখিল	২০১৭	১৩. কৃষি শিক্ষা	পূর্ণনম্বর : ১০০		৭৫	২৫	৩৫	৪০
		১৪. গার্হস্থ্য বিজ্ঞান	পূর্ণনম্বর : ১০০		৭৫	২৫	৩৫	৪০
		১৫. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	পূর্ণনম্বর : ৫০		-	২৫	২৫	-
এইচএসসি	২০১৭	১৬. কৃষি শিক্ষা	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
		১৭. পরিসংখ্যান	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
		১৮. মনোবিজ্ঞান	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০

D:\Shah Khondoker Abdul Bari (AI, DIA-SESDP), Sec-11, MoE\Proggapn.doc

পরীক্ষার নাম	বাস্তবায়নকাল	বিষয়ের নাম	বিষয়ের নম্বর বিভাজন		বিষয়ের নম্বর বন্টন		সৃজনশীল প্রশ্নে নম্বর বন্টন	
					তত্ত্বীয়	ব্যবহারিক	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	সৃজনশীল প্রশ্ন
এইচএসসি	২০১৭	১৯. গার্হস্থ্যবিজ্ঞান	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
		২০. শিশুর বিকাশ	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
		২১. খাদ্য ও পুষ্টি	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
		২২. গৃহব্যবস্থাপনা ও পারিবারিক জীবন	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
		২৩. শিল্পকলা ও বস্ত্র পরিচ্ছেদ	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০

D:\Shah Khondoker Abdul Bari (AL DIA-SESDP). Sec-11. MoE\Proggapn.doc

পরীক্ষার নাম	বাস্তবায়নকাল	বিষয়ের নাম	বিষয়ের নম্বর বিভাজন		বিষয়ের নম্বর বন্টন		সৃজনশীল প্রশ্নে নম্বর বন্টন	
					তত্ত্বীয়	ব্যবহারিক	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	সৃজনশীল প্রশ্ন
এইচএসসি	২০১৭	২৪. ইসলাম শিক্ষা	পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০

৩। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০.০৪.২০০৮ তারিখের শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬ সেসিপ/২০০৪/৬৯৪ প্রজ্ঞাপনের অনুবৃত্তিক্রমে জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ : ১৯.১১.২০১৪
(মো. নজরুল ইসলাম খান)
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭২.৪৪.০৩২.১৪-৪৩০ তারিখ : ০৫ অগ্রহায়ণ ১৪২১ বঙ্গাব্দ
১৯ নভেম্বর ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১। কমিশনার, ঢাকা/রাজশাহী/খুলনা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট/রংপুর বিভাগ।
২। প্রোগ্রাম পরিচালক, সেসিপ ও মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা (তাঁর অধীন সকল আঞ্চলিক উপ-পরিচালক, জেলা শিক্ষা অফিসার এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাগণ-কে প্রজ্ঞাপনের কপি সরবরাহের অনুরোধসহ)।
৩। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/রাজশাহী/দিনাজপুর/যশোর/কুমিল্লা/বরিশাল/সিলেট/চট্টগ্রাম।
৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৫। চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।
৬। যুগ্ম প্রোগ্রাম পরিচালক, সেসিপ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৭। প্রকল্প পরিচালক, সেকায়েপ/টিকিউআই-এসইপি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৮। জেলা প্রশাসক, ... (সকল) [তাঁর অধীন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ-কে প্রজ্ঞাপনের কপি সরবরাহের অনুরোধসহ)]।
৯। পরিচালক, বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১ সোনারগাঁও রোড (পলাশী-নীলক্ষেত), ঢাকা।
১০। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

D:\Shah Khondoker Abdul Bari (AI, DIA-SESDP), Sec-11, MoE\Proggapn.doc

১১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১২। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)।

১৩। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

১৯.১১.১৪

(কাউসার নাসরীন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন : ৯৫৫০৩৪১ (অফিস)
ই-মেইল : sas_sec2@moedu.gov.bd

নমুনা নম্বর প্রদান কর্মশালা বিষয়ক প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

নং-৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৬.০০৭.২০১৬ –১২৪

তারিখ : ১৮ মাঘ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
৩১ জানুয়ারি, ২০১৭

বিষয় : পাবলিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নে নির্ভরযোগ্য নম্বর প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্দেশনা।

পাবলিক পরীক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে গত ০১-০২ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর উপস্থিতিতে কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত কর্মশালার সুপারিশ অনুযায়ী পাবলিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নে নির্ভরযোগ্য নম্বর প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষে ইতোমধ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তার মধ্যে সৃজনশীল প্রতিটি বিষয়ে ১২ জন করে প্রধান পরীক্ষককে বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট (BEDU) কর্তৃক বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রায় ২০০০ প্রধান পরীক্ষক এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন। এ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষকদের সহায়তায় উত্তরপত্র মূল্যায়নে বিদ্যমান কিছু সমস্যা সমাধান করে পাবলিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিটি শিক্ষাবোর্ড নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করবে :

১.০ <u>নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর তৈরি এবং উত্তরপত্র বাছাই</u>

১.১ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৬ জুন, ২০০৭ তারিখের প্রজ্ঞাপনের অনুচ্ছেদ-চ অনুযায়ী উত্তরপত্র মূল্যায়ন সঠিক ও নির্ভরযোগ্য করার জন্য প্রশ্নপ্রণেতাগণ প্রশ্নপত্রের সঙ্গে নমুনা উত্তর ও নম্বর প্রদান নির্দেশিকা বোর্ড কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করবেন। কোন কারণে প্রশ্নপত্র প্রণেতাগণ নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর প্রণয়ন করে না থাকলে যেদিন যে বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে সেদিনই পরীক্ষা শেষে বোর্ড কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ৬ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষককে আমন্ত্রণ জানাবেন। উক্ত ৬ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষকের মধ্য থেকে ৩ জন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Rubrics/Marking Scheme) ও নমুনা উত্তর (Model Answer) তৈরি করবেন এবং অপর ৩ জন Script Room থেকে তিন ধরনের (উত্তম, মধ্যম এবং দুর্বল মানের) উত্তরপত্র বাছাই করবেন। এ কার্যক্রমে বোর্ডসমূহ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষকগণকে প্রয়োজনীয় অনুমতি এবং সহযোগিতা প্রদান করবেন।

১.২ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষকগণের নিকট থেকে নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর এবং বাছাইকৃত তিন ধরনের উত্তরপত্র সংশ্লিষ্ট বোর্ড কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার দিনই বুঝে নেবেন।

১.৩ বোর্ড কর্তৃপক্ষ পরবর্তীতে নমুনা নম্বর প্রদান কর্মশালা পরিচালনার জন্য প্রধান পরীক্ষকসহ মোট ২০ জনকে নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করবেন। এ কর্মশালায় বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট (BEDU) কর্তৃক পরিচালিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উত্তরপত্র মূল্যায়নের ওপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষকগণ আমন্ত্রিত হবেন। যে সকল বিষয়ে ২০ জনের উপর প্রধান পরীক্ষক আছেন, সে সকল বিষয়ে শুধু প্রধান পরীক্ষকগণই আমন্ত্রিত হবেন। যে সকল বিষয়ে ২০ জনের কম প্রধান পরীক্ষক আছেন, সে সকল বিষয়ে প্রধান পরীক্ষক এবং পরীক্ষকসহ ২০ জনের সংখ্যা পূরণ করতে হবে।

১.৪ বোর্ড কর্তৃপক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষকগণ কর্তৃক বাছাইকৃত প্রতিটি উত্তরপত্রের ২০ কপি ফটোকপি করবেন।

১.৫ বোর্ড কর্তৃপক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষকগণ কর্তৃক চূড়ান্তভাবে প্রণীত প্রতিটি নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তরেরও ২০ কপি ফটোকপি করবেন।

২.০ <u>নমুনা নম্বর প্রদান (Sample Marking) কর্মশালা</u>

২.১ বোর্ড কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার ১ থেকে ২ দিনের মধ্যে ২০ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষক/পরীক্ষককে নিয়ে দিনব্যাপী নমুনা নম্বর প্রদান কর্মশালা পরিচালনা করবেন। এ কর্মশালাসমূহ বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট কর্তৃক পরিচালিত উত্তরপত্র মূল্যায়নের উপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষকগণের তত্ত্বাবধানে পরিচালনা করতে হবে।

২.২ নমুনা নম্বর প্রদান কর্মশালায় পূর্বে প্রণীত নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর পরিমার্জন/পরিবর্তন করতে হলে তা করতে হবে এবং উপস্থিত পরীক্ষকগণের মধ্যে নম্বর প্রদানের বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ কর্মশালা শেষে প্রধান পরীক্ষকগণের কাছ থেকে চূড়ান্ত নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর বুঝে নেবেন।

২.৩ নমুনা নম্বর প্রদান কর্মশালা শেষে প্রধান পরীক্ষকগণের কাছ থেকে বুঝে নেয়া চূড়ান্ত নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রধান পরীক্ষক এবং পরীক্ষকের সংখ্যা অনুযায়ী ফটোকপি করতে হবে। অর্থাৎ কোন বিষয়ে প্রধান পরীক্ষক ও পরীক্ষক এর সংখ্যা যদি ১০০ জন হয় তবে ১০০ কপি চূড়ান্ত নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও উত্তরপত্র ফটোকপি করতে হবে।

চলমান পাতা/-২

৩.০ পরীক্ষকগণের ব্রিফিং (চূড়ান্ত নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তরের আলোকে)

৩.১ প্রধান পরীক্ষক/পরীক্ষকগণের মধ্যে উত্তরপত্র বিতরণের দিন নমুনা নম্বর প্রদান কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী ২ জন প্রধান পরীক্ষক মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রশ্নপত্রের প্রতিটি প্রশ্নের প্রতিটি অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর আলোচনা করবেন। এ জন্য বোর্ডসমূহ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নিশ্চিত করবেন।

৩.২ এই ব্রিফিং-এর জন্য পর্যাপ্ত সময় (ন্যূনতম ৩ঘন্টা) বরাদ্দ করতে হবে।

৩.৩ ব্রিফিং-এ প্রতি পরীক্ষকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। যাঁরা অনুপস্থিত থাকবেন বোর্ড তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩.৪ প্রতিটি প্রশ্নের প্রতিটি অংশের নম্বর প্রদান সম্পর্কিত আলোচনা শেষে বোর্ড কর্তৃপক্ষ পরীক্ষকগণের মধ্যে (ক) উত্তরপত্র (খ) চূড়ান্ত নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও (গ) নমুনা উত্তর বুঝিয়ে দেবেন।

৪.০ প্রধান পরীক্ষকগণের প্রতিবেদন

৪.১ বোর্ড কর্তৃপক্ষকে নিশ্চিত করতে হবে যে প্রধান পরীক্ষক তাঁর আওতাধীন সংশ্লিষ্ট পরীক্ষকের ১২% উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়নের ওপর একটি প্রতিবেদন উত্তরপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন জমা দিয়েছেন।

৪.২ বোর্ড কর্তৃপক্ষ প্রধান পরীক্ষক কর্তৃক পুনঃমূল্যায়নকৃত ১২% উত্তরপত্র বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট কর্তৃক প্রতিবেদন প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত সংরক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রধান পরীক্ষককে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন।

৫.০ বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিটের প্রতিবেদন

৫.১ সংশ্লিষ্ট বোর্ড কর্তৃপক্ষ (৯টি বোর্ড) তাঁদের কাছে জমাকৃত প্রধান পরীক্ষকগণের প্রতিবেদন চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকায় প্রেরণ করবেন।

৫.২ চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকার অধীন বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিটকে প্রধান পরীক্ষকবৃন্দের প্রতিবেদনের উপর একটি প্রতিবেন তৈরি করার নির্দেশনা দিবেন। উক্ত প্রতিবেদনে পরীক্ষক/প্রধান পরীক্ষকগণের কাজের (Performance) প্রতিফলন থাকতে হবে।

৫.৩ চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট কর্তৃক প্রণীত উক্ত প্রতিবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেবেন।

৩১।১।১৭

(চৌধুরী মুফাদ আহমদ)
অতিরিক্ত সচিব

চেয়ারম্যান
ঢাকা/কুমিল্লা/যশোর/বরিশাল/সিলেট/রাজশাহী/দিনাজপুর/চট্টগ্রাম/
বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতা ক্রমানুসারে নয়) :

১. সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. প্রোগ্রাম পরিচালক, সেসিপ ও মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষাভবন, ঢাকা।
৩. যুগ্ম প্রোগ্রাম পরিচালক, সেসিপ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষাভবন, ঢাকা।
৪. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, ঢাকা/কুমিল্লা/যশোর/বরিশাল/সিলেট/রাজশাহী/দিনাজপুর/চট্টগ্রাম /বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড।
৬. ফোকাল পয়েন্ট, বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা।
৭. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. সিস্টেম এনালিস্ট, ঢাকা/কুমিল্লা/যশোর/বরিশাল/সিলেট/রাজশাহী/দিনাজপুর/চট্টগ্রাম /বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড।
৯. অফিস কপি।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

এসএসসি/সমমান পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক নম্বর বিভাজন

(২০২৬ সালের পরীক্ষা থেকে কার্যকর)

ক্রম	বিষয়	পূর্ণ মান	প্রশ্নের ধরন ও নম্বর বিভাজন	মন্তব্য
১.	বাংলা প্রথম পত্র	১০০	✔ সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৫০ নম্বর, বর্ণনামূলক প্রশ্নের জন্য ২০ এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ আছে। ✔ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের নম্বর ১০ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১। **সৃজনশীল প্রশ্ন:** ✓ গদ্য অংশ থেকে ৪টি, কবিতা অংশ থেকে ৪টি করে মোট ৮টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে। ✓ গদ্য অংশ থেকে ন্যূনতম ২টি, কবিতা অংশ থেকে ন্যূনতম ২টি করে মোট ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ✔ সহপাঠ (উপন্যাস অংশ থেকে) ৪টি বর্ণনামূলক প্রশ্ন থাকবে। ২টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। [প্রত্যেকটি প্রশ্নের ২টি অংশ থাকবে। ক অংশের জন্য ৩ এবং খ অংশের জন্য ৭ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।] **বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:** ✓ মোট ৩০টি প্রশ্ন থাকবে। গদ্য অংশ থেকে ১৫টি, কবিতা অংশ থেকে ১৫টি প্রশ্ন থাকবে। ✓ সব কয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।	
২.	বাংলা দ্বিতীয় পত্র	১০০	রচনামূলক অংশের জন্য ৭০ নম্বর এবং বহুনির্বাচনি অংশের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ আছে। **রচনামূলক অংশ:** ✓ অনুচ্ছেদ রচনা: (২টি থেকে ১টি): ১০ নম্বর ✓ চিঠিপত্র/সংবাদ প্রতিবেদন (২টির মধ্য হতে ১টি): ১০ নম্বর ✓ সারাংশ বা সারমর্ম (২টি থেকে ১টি): ১০ নম্বর ✓ ভাবসম্প্রসারণ (২টি থেকে ১টি): ১০ নম্বর ✓ বাংলায় অনুবাদ (১টি): ১০ নম্বর ✓ প্রবন্ধ/রচনা (৩টি বর্ণনামূলক রচনা থেকে ১টি): ২০ নম্বর **বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:** (ব্যাকরণ এবং নির্মিতি অংশের বাগধারা, বাক্য সংকোচন ও প্রবাদ-প্রবচন) ✓ ৩০টি প্রশ্ন থাকবে। প্রতিটি প্রশ্নের নম্বর ১ ✓ সব কয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।	

সদস্য (শিক্ষাক্রম)
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা

<table>
<tr><td>৩.</td><td>গণিত</td><td>১০০</td><td colspan="5">সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৫০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ২০ নম্বর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ আছে।
✓ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের নম্বর ২ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১।
সৃজনশীল প্রশ্ন:
✓ ‘ক’ বিভাগ (বীজগণিত) অংশ থেকে ২টি, ‘খ’ বিভাগ (জ্যামিতি) অংশ থেকে ২টি, ‘গ’ বিভাগ (ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি) অংশ থেকে ২টি এবং ‘ঘ’ বিভাগ (পরিসংখ্যান) অংশ থেকে ২টি করে মোট ৮টি প্রশ্ন থাকবে।
✓ প্রত্যেক বিভাগ থেকে ন্যূনতম ১টি করে প্রশ্নসহ মোট ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।
সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:
১৫টি প্রশ্ন থাকবে, ১০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:
✓ ৩০টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে
✓ বীজগণিত অংশ থেকে ১২-১৫টি, জ্যামিতি অংশ থেকে ১০-১৩টি, ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি এবং পরিসংখ্যান অংশ থেকে ৫টি প্রশ্ন থাকবে।
✓ সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">৪.</td><td rowspan="14">English 1st Paper</td><td rowspan="14">100</td><td>Skills/ Area</td><td>Marks</td><td colspan="3">Test Item</td><td colspan="2">Item Marks</td></tr>
<tr><td rowspan="9">Part-A: Reading</td><td rowspan="9">70</td><td>1.</td><td>MCQ</td><td rowspan="3">Seen Comprehension</td><td>1x7</td><td>7</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Answering questions</td><td>2x5</td><td>10</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Gap filling</td><td>1x5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Information Transfer</td><td rowspan="4">Unseen Passage</td><td>1x5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Writing summary</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Matching</td><td>1x5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Re-arranging sentences</td><td>1x8</td><td>8</td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="2">Answering questions from poems in English For Today (any 5 out of 8)</td><td>2x5</td><td>10</td></tr>
<tr><td>9.</td><td colspan="2">Answering questions from stories in English For Today (any 5 out of 8)</td><td>2x5</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Part-B: Writing</td><td rowspan="3">30</td><td>10.</td><td colspan="2">Completing stories</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>11.</td><td colspan="2">Writing dialogues</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td colspan="3">Total</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr></tr>
<tr><td rowspan="4">৫.</td><td rowspan="4">English 2nd Paper</td><td rowspan="4">100</td><td rowspan="4">Part-A: Grammar</td><td rowspan="4">60</td><td>1.</td><td colspan="2">Gap filling with clues</td><td>1x10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="2">Substitution table</td><td>1x5</td><td>05</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="2">Right form of Verbs</td><td>1x10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="2">Changing sentences (Affirmative, Negative, Assertive, Interrogative, Exclamatory, Simple, Complex,</td><td>1x10</td><td>10</td></tr>
</table>

24.12.24
সদস্য (শিক্ষাক্রম)
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা

						Compound)		
					5.	Tag questions	1x5	05
					6.	Suffixes and Prefixes	1x5	05
					7.	Preposition	1x5	05
					8.	Connectors/ Linking words	1x5	05
					9.	Punctuation and Capitalization		05
			Part B: Writing	40	1.	Writing paragraph	10	
					2.	Writing- E-mail/letter/application	10	
					3.	Writing short composition	20	
						Total	**100**	
৬.	● বিজ্ঞান ● বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় ● বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা ● অর্থনীতি ● পৌরনীতি ও নাগরিকতা ● ভূগোল ও পরিবেশ ● ব্যবসায় উদ্যোগ ● ইসলাম শিক্ষা ● হিন্দুধর্ম শিক্ষা ● বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা ● খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা	প্রতিটি বিষয়ে ১০০	✔ প্রতিটি বিষয়ের সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৫০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ২০ নম্বর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ আছে। ✔ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নম্বর ২ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১। **সৃজনশীল প্রশ্ন:** ✓ প্রতিটি বিষয়ে ৮টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে, ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। **সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:** প্রতিটি বিষয়ে ১৫টি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন থাকবে, ১০টির উত্তর দিতে হবে। **বহুনির্বাচনি প্রশ্ন** ✓ ৩০টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে। ✓ সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। **বি.দ্র. ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য নির্ধারিত পুনর্বিন্যাসকৃত পাঠ্যসূচি থেকে সৃজনশীল প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন ও বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে।**					
৭.	হিসাববিজ্ঞান	১০০	✔ সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৪০ নম্বর, আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ ২০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ১০ এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ আছে। ✔ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণের নম্বর ২০, প্রতিটি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নম্বর ২ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১। **সৃজনশীল প্রশ্ন:** ✓ ৭টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে এবং ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ✔ একটি আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণের প্রশ্ন থাকবে এবং একটিই উত্তর দিতে হবে। ✓ সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন ৭টি থাকবে, ৫টি উত্তর দিতে হবে। **বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:** ✓ ৩০টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে। ✓ সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।					

সদস্য (শিক্ষাক্রম)
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৮.	ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং	১০০	✔ সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৫০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ২০ এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ আছে। ✔ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নম্বর ২ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১। **সৃজনশীল প্রশ্ন:** ✓ ৮টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে। ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ✓ ফিন্যান্স অংশ হতে ৫টি এবং ব্যাংকিং অংশ হতে ৩টিসহ মোট ৮টি প্রশ্ন থাকবে। ✔ প্রতিটি অংশ থেকে ন্যূনতম ২টি করে প্রশ্নসহ মোট ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। **সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:** ✓ ১৫টি প্রশ্ন থাকবে। ১০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। **বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:** ✓ ৩০টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে ✓ সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।	
৯.	● পদার্থবিজ্ঞান ● রসায়ন ● জীববিজ্ঞান ● কৃষিশিক্ষা ● গার্হস্থ্যবিজ্ঞান	১০০	✔ প্রতিটি বিষয়ের তত্ত্বীয় অংশের জন্য ৭৫ নম্বর এবং ব্যাবহারিক অংশের জন্য ২৫ নম্বর বরাদ্দ আছে। **তত্ত্বীয় অংশ:** ✔ সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৪০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ১০ এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ২৫ নম্বর বরাদ্দ আছে। ✔ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নম্বর ২ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১; ✔ ৭টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে এবং ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ✔ ৭টি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন থাকবে। ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ✔ ২৫টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে এবং সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। **ব্যাবহারিক অংশ (একটি পরীক্ষণ):** ✔ পরীক্ষণ: যন্ত্র/উপকরণ সংযোজন ও ব্যবহার/সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ/উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ/পর্যবেক্ষণ/ অঙ্কন/শনাক্তকরণ/অনুশীলন। ১৫ নম্বর ✔ ব্যাখ্যাসহ ফলাফল উপস্থাপন: ৫ নম্বর ✔ মৌখিক অভীক্ষা: ৫ নম্বর **বি.দ্র. এই বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য নির্ধারিত পুনর্বিন্যাসকৃত পাঠ্যসূচি থেকে সৃজনশীল প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন ও বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে।**	
১০.	উচ্চতর গণিত		✔ তত্ত্বীয় অংশের জন্য ৭৫ নম্বর এবং ব্যাবহারিক অংশের জন্য ২৫ নম্বর বরাদ্দ আছে। **তত্ত্বীয় অংশ (সৃজনশীল):** ✓ সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৪০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ১০ নম্বর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ২৫ নম্বর বরাদ্দ আছে। ✓ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ২ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১।	

২৪.১২.২৪
সদস্য (শিক্ষাক্রম)
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা

			✓ ‘ক’ বিভাগ (বীজগণিত) থেকে ৩টি, ‘খ’ বিভাগ (জ্যামিতি ও ভেক্টর) থেকে ২টি, ‘গ’ বিভাগ (ত্রিকোণমিতি ও সম্ভাবনা) থেকে ২টি করে মোট ৭টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে। ✓ প্রত্যেক বিভাগ থেকে ন্যূনতম ১টি করে প্রশ্নসহ মোট ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। **তত্ত্বীয় অংশ (সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন):** ৭টি প্রশ্ন থাকবে, ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। **তত্ত্বীয় অংশ (বহুনির্বাচনি):** ✓ বীজগণিত অংশ থেকে ০৮-১২টি, জ্যামিতি ও ভেক্টর অংশ থেকে ০৮-১২টি এবং ত্রিকোণমিতি ও সম্ভাবনা অংশ থেকে ৫টি প্রশ্ন থাকবে। ✓ ২৫টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে এবং সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। **ব্যাবহারিক অংশ:** ✓ পরীক্ষণের ৫টি কার্যক্রম থাকবে। ২টি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ১০×২=২০ নম্বর পরীক্ষণ: যন্ত্র/উপকরণ সংযোজন ও ব্যবহার/সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ/উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ/পর্যবেক্ষণ/অঙ্কন/শনাক্তকরণ/ ✓ অনুশীলন: ২০ নম্বর (প্রত্যেক কার্যক্রমে পরিকল্পনা প্রণয়ন: ২ নম্বর: সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ: ৩ নম্বর: লেখচিত্র অঙ্কন ও উপাত্ত বিশ্লেষণ: ৩ নম্বর। ব্যাখ্যাসহ ফলাফল উপস্থাপন: ২ নম্বর) ✓ মৌখিক অভীক্ষা: ৫ নম্বর	
১১.	শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও খেলাধুলা	৫০	তত্ত্বীয় ২০ নম্বর এবং ব্যাবহারিক অংশের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ আছে। **তত্ত্বীয় অংশ** ● অনুসন্ধানমূলক কাজ/প্রজেক্ট/অ্যাসাইনমেন্ট : ১০ নম্বর ● শ্রেণি অভীক্ষা : ১০ নম্বর ✓ কমপক্ষে ২টি শ্রেণি অভীক্ষা নিতে হবে। সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত শ্রেণি অভীক্ষাটির নম্বর বিবেচনা করতে হবে। ✓ কমপক্ষে ১টি অনুসন্ধানমূলক কাজ মূল্যায়ন করতে হবে। **ব্যাবহারিক অংশ** ● খেলাধুলায় অংশগ্রহণ : ২০ নম্বর ● খেলাধুলায় পারদর্শিতা : ১০ নম্বর **ব্যাবহারিক অংশের জন্য নির্দেশনা** ✓ প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কমপক্ষে ১টি খেলায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। ✓ মাঠে শিক্ষার্থীর খেলাধুলায় অংশগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করে নম্বর প্রদান করতে হবে।	
১২.	চারু ও কারুকলা	১০০	**তত্ত্বীয় (৭৫ নম্বর)** ১। বিষয়ভিত্তিক/বর্ণনামূলক ছবি অঙ্কন: ২টি প্রশ্ন থেকে ১টি উত্তর দিতে হবে। ১৫ × ১ = ১৫ (নির্দেশনা : ড্রইংয়ের জন্য ৮ ও রং লেপনের জন্য ৭ নম্বর) ২। রেখাচিত্র: ২টি প্রশ্ন থেকে ১টি উত্তর দিতে হবে। ১০ × ১ = ১০ ৩। মাপ অনুযায়ী নকশা এঁকে রং করা (সাদা-কালো) ৩টি বিষয় থেকে ১টি বিষয়ের উত্তর দিতে হবে। ১৫ × ১ = ১৫ (নির্দেশনা : ড্রইংয়ের জন্য ৮ ও রং লেপনের জন্য ৭ নম্বর) ৪। বর্ণনামূলক অংশ (চারুকলা থেকে ৩টি ও কারুকলা থেকে ৩টি প্রশ্ন থাকবে) উভয় অংশ থেকে ২টি করে মোট ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ৫ × ৪ = ২০	

সদস্য (শিক্ষাক্রম)
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা

			৫। বহুনির্বাচনি অংশ: ১৫টি প্রশ্ন থেকে সবগুলো উত্তর দিতে হবে। ১×১৫=১৫ **ব্যাবহারিক (২৫ নম্বর)** ১। ছবি আঁকা : ২টি প্রশ্ন থেকে ১টি উত্তর দিতে হবে। ১ × ১০ = ১০ (নির্দেশনা : ড্রইংয়ের জন্য ৫ ও রং লেপনের জন্য ৫ নম্বর) ২। নকশা আঁকা: ২টি প্রশ্ন থেকে ১টি উত্তর দিতে হবে। ১০ (নির্দেশনা : ড্রইংয়ের জন্য ৫ ও রং লেপনের জন্য ৫ নম্বর) ৩। মৌখিক ৫	
১৩	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৫০	তত্ত্বীয় অংশের জন্য ২৫ নম্বর এবং ব্যাবহারিক অংশের জন্য ২৫ নম্বর বরাদ্দ আছে। **তত্ত্বীয় অংশ** ● ১৫টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে। ✓ সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ✓ প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১ নম্বর। ● সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন ৮টি থাকবে। ✓ ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে ✓ প্রতিটি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের নম্বর ২। **ব্যাবহারিক অংশ** ● যন্ত্র/উপকরণ সংযোজন ও ব্যবহার/ প্রক্রিয়া অনুসরণ/উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ/অঙ্কন/ পর্যবেক্ষণ/ শনাক্তকরণ/অনুশীলন: ১৫ নম্বর ● প্রতিবেদন প্রণয়ন: ৫ নম্বর ● মৌখিক অভীক্ষা: ৫ নম্বর **ব্যাবহারিক অংশের জন্য নির্দেশনা** ● শিক্ষাক্রমে বর্ণিত ব্যাবহারিক কাজসমূহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পন্ন করবে। প্রয়োজনে শিক্ষাবোর্ড ব্যাবহারিক কাজের একটি তালিকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রেরণ করতে পারে। ● সম্পন্ন ব্যাবহারিক কাজের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ০৩টি ব্যাবহারিক কাজের নম্বর গড় করতে হবে। ● ব্যাবহারিক কাজের প্রাপ্ত গড় নম্বর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ শিক্ষার্থীর নিবন্ধন নম্বর অনুযায়ী সংরক্ষণ করবেন। শিক্ষাবোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবোর্ডে প্রেরণ করবে।	
১৪	ক্যারিয়ার শিক্ষা	৫০	✓ তত্ত্বীয় ৩০ নম্বর এবং ব্যাবহারিক অংশের জন্য ২০ নম্বর বরাদ্দ আছে। **তত্ত্বীয় অংশ** ● শ্রেণির কাজ : ১০ নম্বর ● শ্রেণি অভীক্ষা : ২০ নম্বর ✓ কমপক্ষে ১টি শ্রেণির কাজ মূল্যায়ন করে নম্বর প্রদান করতে হবে। ✓ কমপক্ষে ২টি শ্রেণি অভীক্ষা নিতে হবে। সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত শ্রেণি অভীক্ষাটির নম্বর বিবেচনা করতে হবে। **ব্যাবহারিক অংশ** ● ব্যাবহারিক কাজ/অ্যাসাইনমেন্ট/অনুসন্ধানমূলক কাজ/প্রজেক্ট : ২০ নম্বর **ব্যাবহারিক অংশের জন্য নির্দেশনা** ● ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পুনর্বিন্যাসকৃত পাঠ্যসূচিতে উল্লিখিত ব্যাবহারিক কাজ/অ্যাসাইনমেন্ট/অনুসন্ধানমূলক কাজ/প্রজেক্ট থেকে ২টি কাজ সম্পন্ন করে ব্যাবহারিকের নম্বর প্রদান করতে হবে।	

24.12.24
সদস্য (শিক্ষাক্রম)
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা

১৫.	• সংগীত	১০০	**তত্ত্বীয় অংশ (নম্বর-৩০)** **সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:** ৮ (আট) টি প্রশ্ন থাকবে, যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ৫×২=১০ **রচনামূলক-উত্তর প্রশ্ন:** ৪ (চার) টি প্রশ্ন থাকবে, যেকোনো ২ টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ২×১০=২০ **ব্যাবহারিক অংশ (নম্বর-৭০)** ১/ ২**টি খেয়াল পরিবেশন** ১০×২=২০ ২/ পরিচয়সহ হাতে তালি দিয়ে তাল প্রদর্শন ১০×১=১০ ৩/ ৪টি বিষয়ভিত্তিক গান পরিবেশন ১০×৪=৪০ **বিঃদ্রঃ তত্ত্বীয় ও ব্যাবহারিক পরীক্ষা ভিন্ন ভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।**	
১৬.	• আরবি • সংস্কৃত • পালি • বেসিক ট্রেড • *শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া (*শুধু বিকেএসপি এর জন্য)	১০০	• নম্বর বিভাজন, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও উত্তর পত্র মূল্যায়নে প্রচলিত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।	

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

এসএসসি/সমমান পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন নির্দেশনা ও নম্বর বিভাজন
(২০২৭ সালের এসএসসি/সমমান পরীক্ষা থেকে কার্যকর)

ক্রম	বিষয়	পূর্ণনম্বর	প্রশ্নের ধরন ও নম্বর বিভাজন	মন্তব্য
১.	বাংলা প্রথমপত্র	১০০	✓ সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৫০ নম্বর, বর্ণনামূলক প্রশ্নের জন্য ২০ নম্বর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ। ✓ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের নম্বর ১০ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১। **সৃজনশীল প্রশ্ন:** ✓ গদ্য থেকে ৪টি, কবিতা থেকে ৪টি করে মোট ৮টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে। ✓ গদ্য ও কবিতা থেকে কমপক্ষে ২টি করে মোট ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। **বর্ণনামূলক প্রশ্ন:** ✓ সহপাঠ: উপন্যাস থেকে ২টি এবং নাটক থেকে ২টি করে মোট ৪টি প্রশ্ন থাকবে। উপন্যাস থেকে ১টি এবং নাটক থেকে ১টি করে মোট ২টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। [প্রত্যেকটি প্রশ্নের ২টি অংশ থাকবে। ক অংশের জন্য ৩ এবং খ অংশের জন্য ৭ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।] **বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:** ✓ গদ্য থেকে ১৫টি এবং কবিতা থেকে ১৫টি করে মোট ৩০টি প্রশ্ন থাকবে। ✓ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। **বি.দ্র. ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য নির্ধারিত পাঠ্যসূচি থেকে সৃজনশীল প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন ও বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে।**	
২.	বাংলা দ্বিতীয় পত্র	১০০	নির্মিতি অংশের জন্য ৭০ নম্বর এবং বহুনির্বাচনি অংশের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ। **নির্মিতি অংশ:** ✓ অনুচ্ছেদ রচনা: (২টি থেকে ১টি): ১০ নম্বর ✓ চিঠিপত্র/সংবাদ প্রতিবেদন (২টি থেকে ১টি): ১০ নম্বর ✓ সারাংশ বা সারমর্ম (২টি থেকে ১টি): ১০ নম্বর ✓ ভাব-সম্প্রসারণ (২টি থেকে ১টি): ১০ নম্বর ✓ বাংলায় অনুবাদ (২টি থেকে ১টি): ১০ নম্বর ✓ প্রবন্ধ রচনা (৩টি থেকে ১টি): ২০ নম্বর **বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:** (ব্যাকরণ অংশ) ✓ ৩০টি প্রশ্ন থাকবে। প্রতিটি প্রশ্নের নম্বর ১ ✓ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।	

04.02.2025
সদস্য (শিক্ষাক্রম)
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা

৩.	গণিত	১০০	সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৫০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ২০ নম্বর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ আছে। ✓ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের নম্বর ২ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১। **সৃজনশীল প্রশ্ন:** ✓ 'ক' বিভাগ (বীজগণিত) অংশ থেকে ২টি, 'খ' বিভাগ (জ্যামিতি) অংশ থেকে ২টি, 'গ' বিভাগ (ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি) অংশ থেকে ২টি এবং 'ঘ' বিভাগ (পরিসংখ্যান) অংশ থেকে ২টি করে মোট ৮টি প্রশ্ন থাকবে। ✓ প্রত্যেক বিভাগ থেকে ন্যূনতম ১টি করে প্রশ্নসহ মোট ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। **সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:** ১৫টি প্রশ্ন থাকবে, ১০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। **বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:** ✓ ৩০টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে ✓ বীজগণিত অংশ থেকে ১২-১৫টি, জ্যামিতি অংশ থেকে ১০-১৩টি, ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি এবং পরিসংখ্যান অংশ থেকে ৫টি প্রশ্ন থাকবে। ✓ সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।						
৪.	English 1st Paper	100	Skills/ Area	Marks	Test Item			Item Marks	
			Part-A: Reading	70	1.	MCQ	Seen Comprehension	1x7	7
					2.	Answering questions		2x5	10
					3.	Gap filling		1x5	5
					4.	Information Transfer	Unseen Passage	1x5	5
					5.	Writing summary		10	
					6.	Matching		1x5	5
					7.	Re-arranging sentences		1x8	8
					8.	Answering questions from poems in English For Today (any 5 out of 8)		2x5	10
					9.	Answering questions from stories in English For Today (any 5 out of 8)		2x5	10
			Part-B: Writing	30	10.	Completing stories		15	
					11.	Writing dialogues		15	
							Total	**100**	
৫.	English 2nd Paper	100	Part-A: Grammar	60	1.	Gap filling with clues		1x10	10
					2.	Substitution table		1x5	05
					3.	Right form of Verbs		1x10	10
					4.	Changing sentences (Affirmative, Negative, Assertive, Interrogative, Exclamatory, Simple, Complex,		1x10	10

						Compound)		
					5.	Tag questions	1x5	05
					6.	Suffixes and Prefixes	1x5	05
					7.	Preposition	1x5	05
					8.	Connectors/ Linking words	1x5	05
					9.	Punctuation and Capitalization		05
			Part B: Writin g	40	1.	Writing paragraph	10	
					2.	Writing- E-mail/letter/application	10	
					3.	Writing short composition	20	
						Total	**100**	
৬.	• বিজ্ঞান • বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় • বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা • অর্থনীতি • পৌরনীতি ও নাগরিকতা • ভূগোল ও পরিবেশ • ব্যবসায় উদ্যোগ • ইসলাম শিক্ষা • হিন্দুধর্ম শিক্ষা • বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা • খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা	প্রতিটি বিষয়ে ১০০	✓ প্রতিটি বিষয়ের সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৫০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ২০ নম্বর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ আছে। ✓ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নম্বর ২ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১। **সৃজনশীল প্রশ্ন:** ✓ প্রতিটি বিষয়ে ৮টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে, ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। **সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:** প্রতিটি বিষয়ে ১৫টি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন থাকবে, ১০টির উত্তর দিতে হবে। **বহুনির্বাচনি প্রশ্ন** ✓ ৩০টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে। ✓ সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।					
৭.	হিসাববিজ্ঞান	১০০	✓ সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৪০ নম্বর, আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ ২০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ১০ এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ আছে। ✓ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণের নম্বর ২০, প্রতিটি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নম্বর ২ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১। **সৃজনশীল প্রশ্ন:** ✓ ৭টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে এবং ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ✓ একটি আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণের প্রশ্ন থাকবে এবং একটিই উত্তর দিতে হবে ✓ সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন ৭টি থাকবে, ৫টি উত্তর দিতে হবে। **বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:** ✓ ৩০টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে। ✓ সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।					
৮.	ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং	১০০	✓ সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৫০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ২০ এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ আছে। ✓ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নম্বর ২					

04.02.2025
সদস্য (শিক্ষাক্রম)
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা।

			এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১। **সৃজনশীল প্রশ্ন:** ✓ ৮টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে। ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ✓ ফিন্যান্স অংশ হতে ৫টি এবং ব্যাংকিং অংশ হতে ৩টিসহ মোট ৮টি প্রশ্ন থাকবে। ✓ প্রতিটি অংশ থেকে ন্যূনতম ২টি করে প্রশ্নসহ মোট ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। **সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:** ✓ ১৫টি প্রশ্ন থাকবে। ১০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। **বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:** ✓ ৩০টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে ✓ সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।	
৯.	● পদার্থবিজ্ঞান ● রসায়ন ● জীববিজ্ঞান ● কৃষিশিক্ষা ● গার্হস্থ্যবিজ্ঞান	১০০	✓ প্রতিটি বিষয়ের তত্ত্বীয় অংশের জন্য ৭৫ নম্বর এবং ব্যাবহারিক অংশের জন্য ২৫ নম্বর বরাদ্দ আছে। **তত্ত্বীয় অংশ:** ✓ সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৪০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ১০ এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ২৫ নম্বর বরাদ্দ আছে। ✓ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নম্বর ২ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১; ✓ ৭টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে এবং ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ✓ ৭টি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন থাকবে। ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ✓ ২৫টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে এবং সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। **ব্যাবহারিক অংশ (একটি পরীক্ষণ):** ✓ পরীক্ষণ: যন্ত্র/উপকরণ সংযোজন ও ব্যবহার/সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ/উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ/পর্যবেক্ষণ/অঙ্কন/শনাক্তকরণ/অনুশীলন। ১৫ নম্বর ✓ ব্যাখ্যাসহ ফলাফল উপস্থাপন: ৫ নম্বর ✓ মৌখিক অভীক্ষা: ৫ নম্বর	
১০.	উচ্চতর গণিত		✓ তত্ত্বীয় অংশের জন্য ৭৫ নম্বর এবং ব্যাবহারিক অংশের জন্য ২৫ নম্বর বরাদ্দ আছে। **তত্ত্বীয় অংশ (সৃজনশীল):** ✓ সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৪০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ১০ নম্বর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ২৫ নম্বর বরাদ্দ আছে। ✓ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ২ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১। ✓ 'ক' বিভাগ (বীজগণিত) থেকে ৩টি, 'খ' বিভাগ (জ্যামিতি ও ভেক্টর) থেকে ২টি, 'গ' বিভাগ (ত্রিকোণমিতি ও সম্ভাবনা) থেকে ২টি করে মোট ৭টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে। ✓ প্রত্যেক বিভাগ থেকে ন্যূনতম ১টি করে প্রশ্নসহ মোট ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। **তত্ত্বীয় অংশ (সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন):**	

04.02.2025
সদস্য (শিক্ষাক্রম)
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা।

			৭টি প্রশ্ন থাকবে, ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। **তত্ত্বীয় অংশ (বহুনির্বাচনি):** ✓ বীজগণিত অংশ থেকে ০৮-১২টি, জ্যামিতি ও ভেক্টর অংশ থেকে ০৮-১২টি এবং ত্রিকোণমিতি ও সম্ভাবনা অংশ থেকে ৫টি প্রশ্ন থাকবে। ✓ ২৫টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে এবং সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। **ব্যাবহারিক অংশ:** ✓ পরীক্ষণের ৫টি কার্যক্রম থাকবে। ২টি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ১০×২=২০ নম্বর পরীক্ষণ: যন্ত্র/উপকরণ সংযোজন ও ব্যবহার/সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ/উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ/পর্যবেক্ষণ/অঙ্কন/শনাক্তকরণ/ ✓ অনুশীলন: ২০ নম্বর (প্রত্যেক কার্যক্রমে পরিকল্পনা প্রণয়ন: ২ নম্বর: সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ: ৩ নম্বর: লেখচিত্র অঙ্কন ও উপাত্ত বিশ্লেষণ: ৩ নম্বর। ব্যাখ্যাসহ ফলাফল উপস্থাপন: ২ নম্বর) ✓ মৌখিক অভীক্ষা: ৫ নম্বর	
১১.	শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও খেলাধুলা	৫০	ধারাবাহিক মূল্যায়ন (কোর্স ওয়ার্কভিত্তিক মূল্যায়ন): • শ্রেণির কাজ • অনুসন্ধানমূলক/ব্যাবহারিক/কাজ/কাজ/প্রজেক্ট/অ্যাসাইনমেন্ট • শ্রেণি অভীক্ষা	
১২.	চারু ও কারুকলা	১০০	**তত্ত্বীয় (৭৫ নম্বর)** ১। বিষয়ভিত্তিক/বর্ণনামূলক ছবি অঙ্কন: ২টি প্রশ্ন থেকে ১টি উত্তর দিতে হবে। ১৫× ১ = ১৫ (নির্দেশনা : ড্রইংয়ের জন্য ৮ ও রং লেপনের জন্য ৭ নম্বর) ২। রেখাচিত্র: ২টি প্রশ্ন থেকে ১টি উত্তর দিতে হবে। ১০ × ১ = ১০ ৩। মাপ অনুযায়ী নকশা এঁকে রং করা (সাদা-কালো) ৩টি বিষয় থেকে ১টি বিষয়ের উত্তর দিতে হবে। ১৫ × ১ = ১৫ (নির্দেশনা : ড্রইংয়ের জন্য ৮ ও রং লেপনের জন্য ৭ নম্বর) ৪। বর্ণনামূলক অংশ (চারুকলা থেকে ৩টি ও কারুকলা থেকে ৩টি প্রশ্ন থাকবে) উভয় অংশ থেকে ২টি করে মোট ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ৫× ৪ = ২০ ৫। বহুনির্বাচনি অংশ: ১৫টি প্রশ্ন থেকে সবগুলো উত্তর দিতে হবে। ১×১৫=১৫ **ব্যাবহারিক (২৫ নম্বর)** ১। ছবি আঁকা : ২টি প্রশ্ন থেকে ১টি উত্তর দিতে হবে। ১ × ১০ = ১০ (নির্দেশনা : ড্রইংয়ের জন্য ৫ ও রং লেপনের জন্য ৫ নম্বর) ২। নকশা আঁকা: ২টি প্রশ্ন থেকে ১টি উত্তর দিতে হবে। ১০ (নির্দেশনা : ড্রইংয়ের জন্য ৫ ও রং লেপনের জন্য ৫ নম্বর) ৩। মৌখিক ৫	
১৩	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৫০	তত্ত্বীয় অংশের জন্য ২৫ নম্বর এবং ব্যাবহারিক অংশের জন্য ২৫ নম্বর বরাদ্দ আছে। **তত্ত্বীয় অংশ** • ১৫টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে। ✓ সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ✓ প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১ নম্বর।	

04.02.2025
সদস্য (শিক্ষাক্রম)
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা।

			● সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন ৮টি থাকবে। ✓ ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে ✓ প্রতিটি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের নম্বর ২। **ব্যাবহারিক অংশ** ● যন্ত্র/উপকরণ সংযোজন ও ব্যবহার/ প্রক্রিয়া অনুসরণ/উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ/অঙ্কন/ পর্যবেক্ষণ/ শনাক্তকরণ/অনুশীলন: ১৫ নম্বর ● প্রতিবেদন প্রণয়ন: ৫ নম্বর ● মৌখিক অভীক্ষা: ৫ নম্বর **ব্যাবহারিক অংশের জন্য নির্দেশনা** ● শিক্ষাক্রমে বর্ণিত ব্যাবহারিক কাজসমূহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পন্ন করবে। প্রয়োজনে শিক্ষাবোর্ড ব্যাবহারিক কাজের একটি তালিকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রেরণ করতে পারে। ● সম্পন্ন ব্যাবহারিক কাজের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ০৩টি ব্যাবহারিক কাজের নম্বর গড় করতে হবে। ● ব্যাবহারিক কাজের প্রাপ্ত গড় নম্বর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ শিক্ষার্থীর নিবন্ধন নম্বর অনুযায়ী সংরক্ষণ করবেন। শিক্ষাবোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবোর্ডে প্রেরণ করবে।	
১৪	ক্যারিয়ার শিক্ষা	৫০	ধারাবাহিক মূল্যায়ন (কোর্স ওয়ার্কভিত্তিক মূল্যায়ন): ● শ্রেণির কাজ ● অনুসন্ধানমূলক/ব্যাবহারিক/কাজ/কাজ/প্রজেক্ট/অ্যাসাইনমেন্ট ● শ্রেণি অভীক্ষা	
১৫.	● সংগীত	১০০	**তত্ত্বীয় অংশ (নম্বর-৩০)** **সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:** ৮ (আট) টি প্রশ্ন থাকবে, যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ৫×২=১০ **রচনামূলক-উত্তর প্রশ্ন:** ৪ (চার) টি প্রশ্ন থাকবে, যেকোনো ২ টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ২×১০=২০ **ব্যাবহারিক অংশ (নম্বর-৭০)** ১/ **২টি খেয়াল পরিবেশন** ১০×২=২০ ২/ পরিচয়সহ হাতে তালি দিয়ে তাল প্রদর্শন ১০×১=১০ ৩/ ৪টি বিষয়ভিত্তিক গান পরিবেশন ১০×৪=৪০ **বিঃদ্রঃ তত্ত্বীয় ও ব্যাবহারিক পরীক্ষা ভিন্ন ভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।**	
১৬.	● আরবি ● সংস্কৃত ● পালি ● বেসিক ট্রেড ● *শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া (*শুধু বিকেএসপি এর জন্য)	১০০	● নম্বর বিভাজন, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও উত্তর পত্র মূল্যায়নে প্রচলিত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।	

বি.দ্র.: ২০২৭ সালে অনুষ্ঠেয় এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যসূচিতে অনুষ্ঠিত হবে।

04.02.2025
সদস্য (শিক্ষাক্রম)
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা

ধারাবাহিক মূল্যায়নের ক্ষেত্র ও নম্বর বণ্টন

ক্রম	ক্ষেত্র/ কোর্সওয়ার্ক	নম্বর
১.	শ্রেণির কাজ	২০
২.	অনুসন্ধানমূলক কাজ/ব্যাবহারিক/কাজ/প্রজেক্ট/ অ্যাসাইনমেন্ট	১০
৩.	শ্রেণি অভীক্ষা	২০
	মোট	৫০

❖ **শ্রেণির কাজের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ**

- প্রশ্নের উত্তর লেখা (সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন, রচনামূলক প্রশ্ন)
- মৌখিক উপস্থাপনা
- ছবি, চিত্র, সারণি, মানচিত্র, লেখচিত্র আঁকা
- দলগত কাজ, জোড়ায় কাজ
- বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ
- ভূমিকাভিনয়
- ব্যাবহারিক কাজ
- আরবি, সংস্কৃত ও পালি বিষয়ের জন্য শোনা, বলা, পড়া, লেখা, ইত্যাদি।

❖ **অনুসন্ধানমূলক কাজ/ব্যাবহারিক কাজ/প্রজেক্ট/অ্যাসাইনমেন্টের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ**

- শুধু মুখস্থনির্ভর নয় বরং শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে এমন হাতে-কলমে কাজ, ব্যাবহারিক কাজ, প্রজেক্ট তৈরি, মডেল তৈরি, অ্যাসাইনমেন্ট ও সীমিত পরিসরে অনুসন্ধানমূলক কাজ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনা প্রভৃতি।

❖ **শ্রেণি অভীক্ষার অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ**

- লিখিত ও ব্যাবহারিক কাজ
- লিখিত অংশের প্রশ্ন নির্বাচনধর্মী বা সরবরাহধর্মী-উভয়ই হতে পারে। যেমন-বহুনির্বাচনি প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন, রচনামূলক প্রশ্ন, প্রেক্ষাপটনির্ভর রচনামূলক প্রশ্ন, ইত্যাদি।
- শ্রেণি অভীক্ষা শিখন-শেখানো কার্যক্রমেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন যাচাই ও শিখন ঘাটতি নিরূপণ করাই এ অভীক্ষার উদ্দেশ্য। শিখন ঘাটতি নিরূপণ করে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ফলাবর্তন (Feedback) দেওয়া এবং নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্বল্প সময়ে (১০/১৫মিনিট) এ অভীক্ষা নেওয়া হবে। অভীক্ষা নেওয়ার পর সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ঐ দিনের নির্ধারিত শিখন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। তাই ঘটা করে বা আনুষ্ঠানিকভাবে সময় ও তারিখ নির্ধারণ করে ও শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধ রেখে শ্রেণি অভীক্ষার আয়োজন করা যাবে না। **উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে এ উপলক্ষ্যে কোনোভাবেই কোনোরূপ ফি বা অর্থ নেওয়া যাবে না।**

❖ **মূল্যায়ন নির্দেশনা**

ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর শিক্ষার্থীর রিপোর্ট কার্ডে প্রদর্শন করতে হবে। তবে শিক্ষার্থীর ফলাফল ও গ্রেড নির্ধারণে ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

04.02.2025

জাতীয় শিক্ষাক্রম ওপাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

www.nctb.gov.bd

সংশোধিত

দাখিল পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নের ধরন ও নম্বর বিভাজন

(২০২৭ সালের দাখিল পরীক্ষা থেকে কার্যকর)

ক্রম	বিষয় ও কোড	পূর্ণ নম্বর	প্রশ্নের ধরন ও নম্বর বিভাজন	মন্তব্য
১.	কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ (১০১)	১০০	**ক-বিভাগ, সঠিক উত্তর লিখন, মান- ৪০** বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: সঠিক উত্তরটি খাতায় লিখতে হবে। [সুরা বাকারা থেকে ১৮টি, সুরা আলে ইমরান থেকে ১০টি, নির্বাচিত বিষয় থেকে ৬টি এবং তাজভিদ থেকে ৬টি সহ মোট ৪০টি প্রশ্ন থাকবে; ৪০টির উত্তর লিখতে হবে] **খ-বিভাগ, মান-৪০** আয়াতের অনুবাদসহ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে। সুরা বাকারা থেকে ৪টি এবং সুরা আলে ইমরান থেকে ৩টিসহ মোট ৭টি প্রশ্ন থাকবে। সুরা আলে ইমরান থেকে কমপক্ষে ১টিসহ যেকোনো ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। (প্রতিটি প্রশ্নে ক-অনুবাদ, মান-৫, খ-শানে নুযুল/ব্যাখ্যা/আয়াত সংশ্লিষ্ট ছোট প্রশ্ন/তারকিব, মান-৩, গ-তাহকিক, মান-২) **গ-বিভাগ, মান-১০** বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে। নির্বাচিত বিষয় থেকে ৪টি প্রশ্ন থাকবে; যেকোনো ২টির উত্তর দিতে হবে। **ঘ-বিভাগ, মান-১০** বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে। তাজভিদ অংশ থেকে ৪টি প্রশ্ন থাকবে; যেকোনো ২টির উত্তর দিতে হবে।	
২.	হাদিস শরিফ (১০২)	১০০	**ক-বিভাগ, সঠিক উত্তর লিখন, মান- ৪০** বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: সঠিক উত্তরটি খাতায় লিখতে হবে। [হাদিস পরিচিতি ও উসুলে হাদিস অংশ থেকে ৫টি এবং হাদিস অংশ থেকে ৩৫টিসহ মোট ৪০টি প্রশ্ন থাকবে; ৪০টির উত্তর লিখতে হবে] **খ-বিভাগ, রচনামূলক প্রশ্ন, মান- ৫০** হাদিসের অনুবাদসহ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে। ৯টি প্রশ্ন থাকবে; ৫টির উত্তর লিখতে হবে। প্রতি প্রশ্নের মান- ১০। (প্রতিটি প্রশ্নে ক-অনুবাদ, মান-৫, খ-হাদিস সংশ্লিষ্ট ছোট প্রশ্ন/ব্যাখ্যা/তারকিব, মান-৩, গ-তাহকিক, মান-২) **গ-বিভাগ, রচনামূলক প্রশ্ন, মান- ১০** ১- হাদিস পরিচিতি ও উসুলে হাদিস: ২টি প্রশ্ন থাকবে, ১টির উত্তর লিখতে হবে। মান-৫ ২-হাদিস মুখস্থ লিখন (প্রশ্নে উদ্ধৃত হাদিস ব্যতীত যেকোনো ১টি): মান-৫	

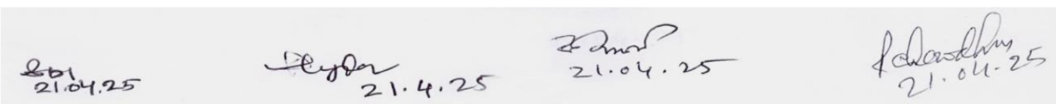

ক্রম	বিষয় ও কোড	পূর্ণ নম্বর	প্রশ্নের ধরন ও নম্বর বিভাজন	মন্তব্য
৩.	আরবি প্রথম পত্র (১০৩)	১০০	(الف) النص المدروس، الدرجات: 30 1- الأسئلة والأجوبة (أربعا) : 8 2- الأسئلة المتعلقة بالنص (أربعا) (ترتيب الكلمات - صحيح وخطاء - تحويل العدد مع تكوين الجملة - الألفاظ المرادفة والمتضادة، استخراج الأفعال/ الأسماء مع التحويل، صوغ الحوار باستخدام الكلمات - الوصل بين المجموعتين) : 16 3- تحقيق الكلمات (ثلاثا) : 6 (ب) النظم، الدرجات: 20 4- الأسئلة للأجوبة المفصلة (واحدا من ثلاثة): 10 5- الاسئلة للأجوبة المؤجرة (واحدا من ثلاثة): 5 6- التشريح (واحدا من ثلاثة) : 5 (ج) اختبار المفردات، الدرجات: 30 7- إملاء فراغ الجمل الآتية مع القرائن (خمسة) : 10 8- إملاء فراغ الجمل الآتية بدون القرائن المتعلقة بالقواعد (خمسة) : 10 9- كتابة الترجمة إلى البنغالية من الكتاب المقرر (اثنين من ثلاثا): 10 (د) اختبار الكتابة، الدرجات: 20 10- تكوين الحوار (واحدا من اثنين) : 10 ١١- كتابة الفقرة على أساس الأجوبة من الأسئلة الآتية (واحدا من اثنين) 10	
৪.	আরবি দ্বিতীয় পত্র (১০৪)	১০০	(الف) القواعد واختبار القواعد: الدرجات: 55 1- الأسئلة للأجوبة المؤجزة من قسم الصرف (اثنين من أربعة) : 10 2- الاسئلة للأجوبة المؤجزة من قسم النحو (أربعا من ستة) : 20 3- اختبار القواعد: (خمسة من ثمانية) : الدرجات: 25 (استخراج الاصطلاحات الصرفية والنحوية وتعيينها، إملاء الفراغ بالقرائن المتعلقة بالقواعد، محل الإعراب، تركيب الجملة، تغيير الجملة حسب القواعد، تصحيح، تشكيل، تعيين العامل والمعمول وغيرذالك): 25 (ب) الترجمة والإنشاء: الدرجات: 45 4- الترجمة من العربية الى البنغالية (خمسة من سبعة) : 10 5- الترجمة من البنغالية إلى العربية (خمسة من سبعة) : 10 6- كتابة العريضة أو الرسالة : (واحدا من اثنين) : 10 7- كتابة المقالة (واحدا من ثلاثة) : 15	
৫.	আকাইদ ও ফিকহ (১৩৩)	১০০	**ক-বিভাগ, সঠিক উত্তর লিখন, মান- ৪০** বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: সঠিক উত্তরটি খাতায় লিখতে হবে। [আকাইদ অংশ থেকে ১২টি, ফিকহ অংশ থেকে ১২টি, আখলাক অংশ থেকে ৮টি এবং উসুল অংশ থেকে ০৮টিসহ মোট ৪০টি প্রশ্ন থাকবে; ৪০টির উত্তর লিখতে হবে]	

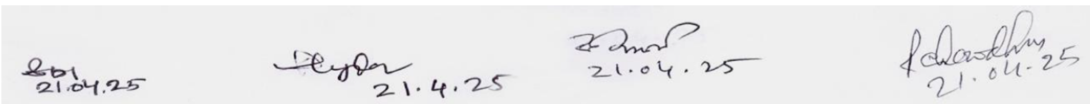

ক্রম	বিষয় ও কোড	পূর্ণ নম্বর	প্রশ্নের ধরন ও নম্বর বিভাজন	মন্তব্য
			খ-বিভাগ, রচনামূলক প্রশ্ন, মান- ৬০ আকাইদ অংশের ২টি থেকে ১টি, ফিকহ অংশের ৩টি থেকে ২টি, আখলাক অংশের ২টি থেকে ১টি, উসুলুল ফিকহ অংশের ২টি থেকে ১টি এবং ইলমে ফিকহ ও উসুলে ফিকহের ইতিহাস অংশের ২টি থেকে ১টি করে মোট ১১টি প্রশ্ন থাকবে । ৬টির উত্তর লিখতে হবে। প্রতি প্রশ্নের মান-১০	
৬.	ইসলামের ইতিহাস (১০৯)	১০০	**বহুনির্বাচনি প্রশ্ন, মান-৩০** ৩০টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে। সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান-১ **সৃজনশীল প্রশ্ন, মান-৫০** ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের মান-১০ ['ক' বিভাগ (১ম অধ্যায়) থেকে ২টি, 'খ' বিভাগ (২য় অধ্যায়) থেকে ২টি, 'গ' বিভাগ (৩য় অধ্যায়) থেকে ২টি এবং 'ঘ' বিভাগ (৪র্থ অধ্যায়) থেকে ২টি করে মোট ৮টি প্রশ্ন থাকবে। প্রত্যেক বিভাগ থেকে ন্যূনতম ১টি করে মোট ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।] **সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন, মান-২০** ১৫টি প্রশ্ন থাকবে, ১০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান-২	
৭.	মানতিক (১১২)	১০০	**ক-বিভাগ, এক কথায়/এক বাক্যে উত্তর লিখন,মান-৫০** ৩৫টি প্রশ্ন থাকবে, ২৫টির উত্তর দিতে হবে। প্রতি প্রশ্নের মান-২। **খ-বিভাগ, রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখন, মান-৫০** ১. নির্ধারিত পুস্তকের প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে একাদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত ৪টি এবং দ্বাদশ পরিচ্ছেদ থেকে উনবিংশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত ২টি প্রশ্নসহ মোট ৬টি প্রশ্ন থাকবে; ৩টির উত্তর দিতে হবে। মান-৩৬ ২. ৪টি টীকা থাকবে; ২টির উত্তর লিখতে হবে।। মান-১৪	
৮.	উর্দু (১১৬)	১০০	**ক-বিভাগ, এক কথায়/এক বাক্যে উত্তর লিখন,মান-৫০** গদ্য থেকে ১২টি, পদ্য থেকে ১২টি এবং ব্যাকরণ থেকে ১১টি প্রশ্নসহ মোট ৩৫টি প্রশ্ন থাকবে; ২৫টির উত্তর লিখতে হবে। প্রতি প্রশ্নের মান- ২। **খ-বিভাগ, রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখন, মান-৫০** **১। গদ্যাংশ, মান-১৩** ক) মাতৃভাষায় অনুবাদ (২টি অনুচ্ছেদ থাকবে, ১টির উত্তর লিখতে হবে), মান-৫ খ) রচনামূলক প্রশ্ন (৩টি প্রশ্ন থাকবে, ১টির উত্তর লিখতে হবে), মান-৫ গ) ব্যাখ্যা (৩টি প্রশ্ন থাকবে, ১টির উত্তর লিখতে হবে), মান-৩ **২। পদ্যাংশ, মান-১২** ক) মাতৃভাষায় অনুবাদ (২টি প্রশ্ন থাকবে, ১টির উত্তর লিখতে হবে), মান-৪ খ) রচনামূলক প্রশ্ন (৩টি প্রশ্ন থাকবে, ১টির উত্তর লিখতে হবে), মান-৫ গ) ব্যাখ্যা (৩টি প্রশ্ন থাকবে, ১টির উত্তর লিখতে হবে), মান-৩ **৩। ব্যাকরণগত প্রশ্ন:** (৪টি প্রশ্ন থাকবে, ২টির উত্তর লিখতে হবে), মান-৮ **৪। বাংলা থেকে উর্দুতে অনুবাদ:** ৫টি বাক্য থাকবে, ৩টির অনুবাদ লিখতে হবে), মান ৬ **৫। উর্দুতে দরখাস্ত/পত্র লিখন:** (২টি প্রশ্ন থাকবে ১টির উত্তর লিখতে হবে), মান-৪ **৬। উর্দুতে রচনা লিখন:** (৪টি বিষয় থাকবে ১টির উত্তর লিখতে হবে), মান-৭	
৯.	ফার্সি (১২৩)	১০০	**ক-বিভাগ, এক কথায়/এক বাক্যে উত্তর লিখন, মান-৫০** গদ্যাংশ থেকে ১৪টি, পদ্যাংশ থেকে ১৪টি, ব্যাকরণ অংশ থেকে ৭টিসহ মোট ৩৫টি প্রশ্ন থাকবে,	

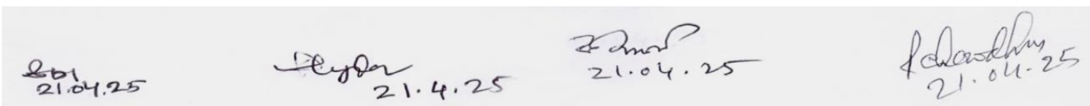

ক্রম	বিষয় ও কোড	পূর্ণ নম্বর	প্রশ্নের ধরন ও নম্বর বিভাজন	মন্তব্য
			২৫টির উত্তর দিতে হবে। প্রতি প্রশ্নের মান-২। **খ-বিভাগ, রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখন, মান-৫০** **১. গদ্যাংশ-১৫** ক) বড় প্রশ্ন: ২টি প্রশ্ন থাকবে, ১টির উত্তর লিখতে হবে। মান-১০ খ) ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন (গদ্যাংশ): ২টি প্রশ্ন থাকবে, ১টির উত্তর লিখতে হবে। মান-৫ **২. পদ্যাংশ-১৫** ক) বড় প্রশ্ন: ২টি প্রশ্ন থাকবে, ১টির উত্তর লিখতে হবে। মান-১০ খ) ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন (পদ্যাংশ): ২টি প্রশ্ন থাকবে, ১টির উত্তর লিখতে হবে। মান-৫ **৩. ব্যাকরণমূলক প্রশ্ন:** ২টি প্রশ্ন থাকবে, ১টির উত্তর লিখতে হবে। মান-৫ **৪. বাংলা থেকে ফার্সি ভাষায় অনুবাদ:** ৮টি প্রশ্ন থাকবে, ৫টির উত্তর লিখতে হবে। মান-১০ **৫. ফার্সি ভাষায় রচনা লিখন:** ৪টি উদ্ধৃতি থাকবে, ১টির উত্তর লিখতে হবে। মান-৫	
১০.	তাজভিদ নসর ও নজম (মুজাব্বিদ গ্রুপ) (১১৯)	১০০	**ক-বিভাগ, এক কথায়/ এক বাক্যে উত্তর লিখন, মান-৫০** ৩৫টি প্রশ্ন থাকবে, ২৫টির উত্তর দিতে হবে। প্রতি প্রশ্নের মান-২। **খ-বিভাগ, রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখন, মান-৫০** ১. নসর অংশ থেকে ৬টি প্রশ্ন থাকবে, ৩টির উত্তর লিখতে হবে। মান-৩৬ ২. নজম অংশ থেকে ৪টি প্রশ্ন থাকবে, ২টির উত্তর লিখতে হবে। মান-১৪	
১১.	কিরাআতে তারতিল ও হাদর (মৌখিক) (১২০)	১০০	**(ক) কিরাআতে তারতিল, মান-৫০** বোর্ড কর্তৃক মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত পরীক্ষক মোট ৫টি প্রশ্ন করবেন। পরীক্ষক পরীক্ষার্থীদের তারতিলসহ বিশুদ্ধ পঠন ও অভিজ্ঞতার উপর মূল্যায়ন করবেন। **(খ) কিরাআতে হাদর, মান-৫০** বোর্ড কর্তৃক মৌখিক পরীক্ষার নির্ধারিত পরীক্ষক ৫টি প্রশ্ন করবেন। পরীক্ষক পরীক্ষার্থীদের হাদরসহ বিশুদ্ধ পঠন ও অভিজ্ঞতার উপর মূল্যায়ন করবেন।	
১২.	তাজভিদ (হিফযুল কুরআন) লিখিত-৭৫, মৌখিক-২৫ (১২১)	১০০	**ক-বিভাগ, এক কথায়/ এক বাক্যে উত্তর লিখন,মান-৩৬** ২৮টি প্রশ্ন থাকবে, ১৮টির উত্তর লিখতে হবে। প্রতি প্রশ্নের মান-২। **খ-বিভাগ, রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখন, মান-৩৯** ১. নসর অংশ থেকে ৪টি প্রশ্ন থাকবে, ২টির উত্তর লিখতে হবে। মান-২৬ ২. নযম অংশ থেকে ২টি প্রশ্ন থাকবে, ১টির উত্তর লিখতে হবে। মান-১৩ **মৌখিক পরীক্ষা, মান-২৫** বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত মৌখিক পরীক্ষার পরীক্ষক ৫টি প্রশ্ন করবেন। পরীক্ষক পরীক্ষার্থীদের বিশুদ্ধ পঠন ও অভিজ্ঞতার উপর মূল্যায়ন করবেন।	
১৩.	হিফজুল কুরআন দাওর (মৌখিক) (১২২)	১০০	**হিফজুল কুরআন মৌখিক পরীক্ষা, মান-১০০** বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হিফজুল কুরআনের মৌখিক পরীক্ষার পরীক্ষক ১০টি প্রশ্ন করবেন। পরীক্ষক পরীক্ষার্থীদের মুখস্থ বিশুদ্ধ পঠন ও অভিজ্ঞতার উপর মূল্যায়ন করবেন।	
১৪.	বাংলা প্রথম পত্র (১৩৪)	১০০	✓ সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৫০ নম্বর, বর্ণনামূলক প্রশ্নের জন্য ২০ নম্বর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ। ✓ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের নম্বর ১০ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১। **সৃজনশীল প্রশ্ন:** ✓ গদ্য থেকে ৪টি, কবিতা থেকে ৪টি করে মোট ৮টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে।	

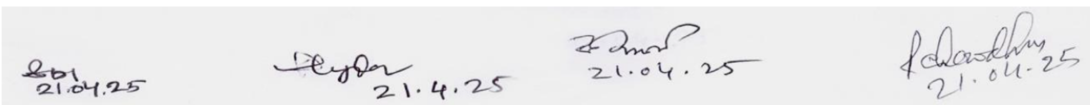

ক্রম	বিষয় ও কোড	পূর্ণ নম্বর	প্রশ্নের ধরন ও নম্বর বিভাজন	মন্তব্য
			✓ গদ্য ও কবিতা থেকে কমপক্ষে ২টি করে মোট ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। **সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন:** **✓গদ্য থেকে ৮টি, কবিতা থেকে ৭ টি করে মোট ১৫টি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন থাকবে। যেকোন ১০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।** **বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:** ✓ গদ্য থেকে ১৫টি এবং কবিতা থেকে ১৫টি করে মোট ৩০টি প্রশ্ন থাকবে। ✓ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। **বি.দ্র.-২০২৭ সালের দাখিল পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত পাঠ্যসূচি থেকে বহুনির্বাচনি, সৃজনশীল এবং সংক্ষিপ্ত- উত্তর প্রশ্ন থাকবে।**	
১৫.	বাংলা দ্বিতীয় পত্র (১৩৫)	১০০	নির্মিতি অংশের জন্য ৭০ নম্বর এবং বহুনির্বাচনি অংশের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ। **নির্মিতি অংশ:** ✓ অনুচ্ছেদ রচনা: (২টি থেকে ১টি): ১০ নম্বর ✓ চিঠিপত্র/সংবাদ প্রতিবেদন (২টির মধ্য হতে ১টি): ১০ নম্বর ✓ সারাংশ বা সারমর্ম (২টি থেকে ১টি): ১০ নম্বর ✓ ভাবসম্প্রসারণ (২টি থেকে ১টি): ১০ নম্বর ✓ বাংলায় অনুবাদ (২টি ঠেকে ১টি): ১০ নম্বর ✓ প্রবন্ধ/রচনা (৩টি বর্ণনামূলক রচনা থেকে ১টি): ২০ নম্বর **বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:** (ব্যাকরণ অংশ ✓ ৩০টি প্রশ্ন থাকবে। প্রতিটি প্রশ্নের নম্বর ১। ✓ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।	
১৬.	গণিত (১০৮)	১০০	সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৫০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ২০ নম্বর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ আছে। ✓ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের নম্বর ২ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১। **সৃজনশীল প্রশ্ন:** ✓ 'ক' বিভাগ (বীজগণিত) অংশ থেকে ২টি, 'খ' বিভাগ (জ্যামিতি) অংশ থেকে ২টি, 'গ' বিভাগ (ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি) অংশ থেকে ২টি এবং 'ঘ' বিভাগ (পরিসংখ্যান) অংশ থেকে ২টি করে মোট ৮টি প্রশ্ন থাকবে। ✓ প্রত্যেক বিভাগ থেকে ন্যূনতম ১টি করে প্রশ্নসহ মোট ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। **সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:** ১৫টি প্রশ্ন থাকবে, ১০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। **বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:** ✓ ৩০টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে ✓ বীজগণিত অংশ থেকে ১২-১৫টি, জ্যামিতি অংশ থেকে ১০-১৩টি, ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি এবং পরিসংখ্যান অংশ থেকে ৫টি প্রশ্ন থাকবে।	

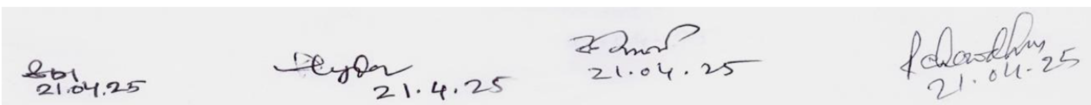

ক্রম	বিষয় ও কোড	পূর্ণ নম্বর	প্রশ্নের ধরন ও নম্বর বিভাজন	মন্তব্য
			✓ সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।	

ক্রম	বিষয় ও কোড	পূর্ণ নম্বর	Skills/ Area	Marks	No.	Test Item		Item Marks	
১৭.	English 1st Paper (136)	100	Part-A: Reading	70	1.	MCQ	Seen Comprehension	1x7	7
					2.	Answering questions	Seen Comprehension	2x5	10
					3.	Gap filling	Seen Comprehension	1x5	5
					4.	Information Transfer	Unseen Passage	1x5	5
					5.	Writing summary	Unseen Passage		10
					6.	Matching	Unseen Passage	1x5	5
					7.	Re-arranging sentences	Unseen Passage	1x8	8
					8.	Answering questions from poems in English For Today (any 5 out of 8)		2x5	10
					9.	Answering questions from stories in English For Today (any 5 out of 8)		2x5	10
			Part-B: Writing	30	10.	Completing stories			15
					11.	Writing dialogues			15
								Total	100
১৮.	English 2nd Paper (137)	100	Part- A: Grammar	60	1.	Gap filling with clues		1x10	10
					2.	Substitution table		1x5	05
					3.	Right form of Verbs		1x10	10
					4.	Changing sentences (Affirmative, Negative, Assertive, Interrogative, Exclamatory, Simple, Complex, Compound)		1x10	10
					5.	Tag questions		1x5	05
					6.	Suffixes and Prefixes		1x5	05
					7.	Preposition		1x5	05
					8.	Connectors/ Linking words		1x5	05
					9.	Punctuation and Capitalization			05
			Part B: Writing	40	10.	Writing paragraph			10
					11.	Writing- E-mail/letter/application			10
					12.	Writing short composition			20
								Total	100

ক্রম	বিষয় ও কোড	পূর্ণ নম্বর	প্রশ্নের ধরন ও নম্বর বিভাজন	মন্তব্য
১৯.	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (১৪৩) পৌরনীতি ও নাগরিকতা (১১১)	প্রতিটি বিষয়ে ১০০	✓ প্রতিটি বিষয়ের সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৫০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ২০ নম্বর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ আছে। ✓ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নম্বর ২ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১। **সৃজনশীল প্রশ্ন:** ✓ প্রতিটি বিষয়ে ৮টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে, ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। **সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:** প্রতিটি বিষয়ে ১৫টি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন থাকবে, ১০টির উত্তর দিতে হবে। **বহুনির্বাচনি প্রশ্ন** ✓ ৩০টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে। ✓ সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।	

ক্রম	বিষয় ও কোড	পূর্ণ নম্বর	প্রশ্নের ধরন ও নম্বর বিভাজন	মন্তব্য
২০.	পদার্থবিজ্ঞান (১৩০) রসায়ন (১৩১) জীববিজ্ঞান (১৩২) কৃষিশিক্ষা (১১৩) গার্হস্থ্যবিজ্ঞান (১১৪)	১০০	✓ প্রতিটি বিষয়ের তত্ত্বীয় অংশের জন্য ৭৫ নম্বর এবং ব্যাবহারিক অংশের জন্য ২৫ নম্বর বরাদ্দ আছে। **তত্ত্বীয় অংশ:** ✓ সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৪০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ১০ এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ২৫ নম্বর বরাদ্দ আছে। ✓ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নম্বর ২ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১; ✓ ৭টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে এবং ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ✓ ৭টি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন থাকবে। ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ✓ ২৫টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে এবং সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। **ব্যাবহারিক অংশ (একটি পরীক্ষণ):** ✓ পরীক্ষণ: যন্ত্র/উপকরণ সংযোজন ও ব্যবহার/সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ/উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ/পর্যবেক্ষণ/ অঙ্কন/শনাক্তকরণ/অনুশীলন। ১৫ নম্বর ✓ ব্যাখ্যাসহ ফলাফল উপস্থাপন: ৫ নম্বর ✓ মৌখিক অভীক্ষা: ৫ নম্বর	
২১.	উচ্চতর গণিত (১১৫)	১০০	✓ তত্ত্বীয় অংশের জন্য ৭৫ নম্বর এবং ব্যাবহারিক অংশের জন্য ২৫ নম্বর বরাদ্দ আছে। **তত্ত্বীয় অংশ (সৃজনশীল):** ✓ সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৪০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ১০ নম্বর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ২৫ নম্বর বরাদ্দ আছে। ✓ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ২ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১। ✓ 'ক' বিভাগ (বীজগণিত) থেকে ৩টি, 'খ' বিভাগ (জ্যামিতি ও ভেক্টর) থেকে ২টি, 'গ' বিভাগ (ত্রিকোণমিতি ও সম্ভাবনা) থেকে ২টি করে মোট ৭টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে। ✓ প্রত্যেক বিভাগ থেকে ন্যূনতম ১টি করে প্রশ্নসহ মোট ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। **তত্ত্বীয় অংশ (সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন):** ৭টি প্রশ্ন থাকবে, ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। **তত্ত্বীয় অংশ (বহুনির্বাচনি):** ✓ বীজগণিত অংশ থেকে ০৮-১২টি, জ্যামিতি ও ভেক্টর অংশ থেকে ০৮-১২টি এবং ত্রিকোণমিতি ও সম্ভাবনা অংশ থেকে ৫টি প্রশ্ন থাকবে। ✓ ২৫টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে এবং সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। **ব্যাবহারিক অংশ:** ✓ পরীক্ষণের ৫টি কার্যক্রম থাকবে। ২টি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ১০×২=২০ নম্বর পরীক্ষণ: যন্ত্র/উপকরণ সংযোজন ও ব্যবহার/সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ/উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ/পর্যবেক্ষণ/অঙ্কন/শনাক্তকরণ/ ✓ **অনুশীলন: ২০ নম্বর** (প্রত্যেক কার্যক্রমে পরিকল্পনা প্রণয়ন: ২ নম্বর: সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ: ৩ নম্বর: লেখচিত্র অঙ্কন ও উপাত্ত বিশ্লেষণ: ৩ নম্বর। ব্যাখ্যাসহ ফলাফল উপস্থাপন: ২ নম্বর) ✓ মৌখিক অভীক্ষা: ৫ নম্বর	
২২.	শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও খেলাধুলা (১৪২)	৫০	**ধারাবাহিক মূল্যায়ন** **(কোর্স ওয়ার্ক ভিত্তিক মূল্যায়ন)** ✓ শ্রেণির কাজ ✓ অনুসন্ধানমূলক কাজ/ব্যাবহারিক/কাজ/প্রজেক্ট/ অ্যাসাইনমেন্ট	

21.04.25 21.4.25 21.04.25 21.04.25

ক্রম	বিষয় ও কোড	পূর্ণ নম্বর	প্রশ্নের ধরন ও নম্বর বিভাজন	মন্তব্য
			✓ শ্রেণি অভীক্ষা	
২৩.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (১৪০)	৫০	তত্ত্বীয় অংশের জন্য ২৫ নম্বর এবং ব্যাবহারিক অংশের জন্য ২৫ নম্বর বরাদ্দ আছে। **তত্ত্বীয় অংশ** ● ১৫টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে। ✓ সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ✓ প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১ নম্বর। ● সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন ৮টি থাকবে। ✓ ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে ✓ প্রতিটি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের নম্বর ২। **ব্যাবহারিক অংশ** ● যন্ত্র/উপকরণ সংযোজন ও ব্যবহার/প্রক্রিয়া অনুসরণ/উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ/অঙ্কন/পর্যবেক্ষণ/শনাক্তকরণ/অনুশীলন: ১৫ নম্বর ● প্রতিবেদন প্রণয়ন: ৫ নম্বর ● মৌখিক অভীক্ষা: ৫ নম্বর **ব্যাবহারিক অংশের জন্য নির্দেশনা** ● শিক্ষাক্রমে বর্ণিত ব্যাবহারিক কাজসমূহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পন্ন করবে। প্রয়োজনে শিক্ষাবোর্ড ব্যাবহারিক কাজের একটি তালিকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রেরণ করতে পারে। ● সম্পন্ন ব্যাবহারিক কাজের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ০৩টি ব্যাবহারিক কাজের নম্বর গড় করতে হবে। ● ব্যাবহারিক কাজের প্রাপ্ত গড় নম্বর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ শিক্ষার্থীর নিবন্ধন নম্বর অনুযায়ী সংরক্ষণ করবেন।	
২৪.	ক্যারিয়ার শিক্ষা	৫০	**ধারাবাহিক মূল্যায়ন** **(কোর্স ওয়ার্কভিত্তিক মূল্যায়ন)** ✓ শ্রেণির কাজ ✓ অনুসন্ধানমূলক কাজ/ব্যাবহারিক/কাজ/প্রজেক্ট/ অ্যাসাইনমেন্ট ✓ শ্রেণি অভীক্ষা **শিক্ষাবোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবোর্ডে প্রেরণ করবে।**	

বি. দ্র.: ২০২৭ সাল থেকে দাখিল পরীক্ষা পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যসূচির ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে।

❖ **ধারাবাহিক মূল্যায়নের ক্ষেত্র ও নম্বর বণ্টন**

ক্রম	ক্ষেত্র/ কোর্সওয়ার্ক	নম্বর
১.	শ্রেণির কাজ	২০
২.	অনুসন্ধানমূলক কাজ/ব্যাবহারিক/কাজ/প্রজেক্ট/ অ্যাসাইনমেন্ট	১০
৩.	শ্রেণি অভীক্ষা	২০
	মোট	৫০

❖ **শ্রেণির কাজের অন্তর্ভুক্ত**

- প্রশ্নের উত্তর লেখা (সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন, রচনামূলক প্রশ্ন)
- মৌখিক উপস্থাপনা

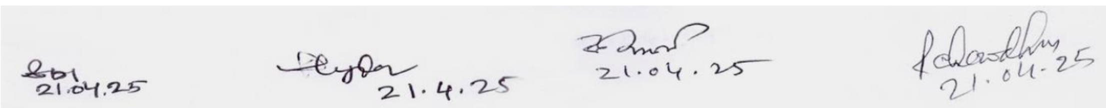

- ছবি, চিত্র, সারণি, মানচিত্র, লেখচিত্র আঁকা
- দলগত কাজ, জোড়ায় কাজ
- বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ
- ভূমিকাভিনয়
- ব্যাবহারিক কাজ
- আরবি বিষয়ের জন্য শোনা, বলা, পড়া, লেখা, ইত্যাদি।

❖ **অনুসন্ধানমূলক কাজ/ব্যাবহারিক কাজ/প্রজেক্ট/অ্যাসাইনমেন্টের অন্তর্ভুক্ত**

- শুধু মুখস্থনির্ভর নয় বরং শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে এমন হাতে কলমে কাজ, ব্যাবহারিক কাজ, প্রজেক্ট তৈরি, মডেল তৈরি, অ্যাসাইনমেন্ট ও সীমিত পরিসরে অনুসন্ধানমূলক কাজ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনা প্রভৃতি।

❖ **শ্রেণি অভীক্ষার অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ**

- লিখিত ও ব্যাবহারিক কাজ
- লিখিত অংশের প্রশ্ন নির্বাচনধর্মী বা সরবরাহধর্মী-উভয়ই হতে পারে। যেমন-বহুনির্বাচনি প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন, রচনামূলক প্রশ্ন, প্রেক্ষাপটনির্ভর রচনামূলক প্রশ্ন, ইত্যাদি।
- শ্রেণি অভীক্ষা শিখন-শেখানো কার্যক্রমেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন যাচাই ও শিখন ঘাটতি নিরূপণ করাই এ অভীক্ষার উদ্দেশ্য। শিখন ঘাটতি নিরূপণ করে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ফলাবর্তন (Feedback) দেওয়া এবং নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্বল্প সময়ে (১০/১৫মিনিট) এ অভীক্ষা নেওয়া হবে। অভীক্ষার নেওয়ার পর সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ঐ দিনের নির্ধারিত শিখন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। তাই ঘটা করে বা আনুষ্ঠানিকভাবে সময় ও তারিখ নির্ধারণ করে ও শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধ রেখে শ্রেণি অভীক্ষার আয়োজন করা যাবে না। **উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে এ উপলক্ষ্যে কোনোরূপ ফি বা অর্থ নেওয়া যাবে না।**

❖ **মূল্যায়ন নির্দেশনা**

ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর শিক্ষার্থীর রিপোর্ট কার্ডে প্রদর্শন করতে হবে। তবে শিক্ষার্থীর ফলাফল ও গ্রেড নির্ধারণে ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

❖ **বিশেষ দ্রষ্টব্য :**

১. প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক সংখ্যা ও ভৌত অবকাঠামো বিবেচনা করে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান উচ্চতর গণিত বিষয়ের বরাদ্দকৃত পিরিয়ড সংখ্যা প্রয়োজনে বৃদ্ধি করে নিতে পারবে।

বিষয়ের কাঠিন্য বিবেচনা করে ইংরেজি, গণিত, উচ্চতর গণিত ও বিজ্ঞানের বিষয়সমূহ ক্লাস রুটিনে টিফিন বিরতির পূর্বে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।

-০-